সংখ্যা

বামাবোধিনী পত্রিকা

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৫ সংখ্যা। } বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৪ { ৩য়-ভাগ।

নব বর্ষ।

এই নব বর্ষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে পাঠিকা ভগ্নীগণ! তোমাদের সকলের সহিত সেই সাধু কার্য্যের সিদ্ধি বিধাতা পবিত্র পুরুষের চরণে নমস্কার করি।

যেমন সুবিশাল সমুদ্র গর্ভে নিয়ত কাল তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া তাহাতেই লীন হইয়া যাইতেছে, সেই প্রকার কালরূপ অনন্তসমুদ্রে বর্ষান্তে বর্ষ অদৃশ্য হইতেছে। এই অনন্ত কালের যাত্রী হইয়া মনুষ্য কাল হইতে কালান্তরে অনন্ত উন্নতির বর্ত্মে গমন করিবেন। কিন্তু এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যকে পরিমিত কাল অবস্থিতি করিয়া আপনার উন্নতির অনন্ত সোপানে প্রথম উত্থিত হইতে হইবে। অতএব কালের উন্নতির সঙ্গে মনুষ্যের উন্নতির সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেমন দিনান্তে দিনের কার্য্য পর্য্যালোচনা করা যায়, সেইরূপ বর্ষান্তে বর্ষের কার্য্য আলোচনা করিয়া যাহা কিছু উন্নতি লক্ষিত হয়, তাহার নিমিত্ত সেই পূর্ণ পুরুষকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি। ভগ্নীগণ! অদ্য তোমরা তোমাদিগের বিগত বর্ষের কার্য্য আলোচনা

করিয়া দেখ; এক বর্ষ কাল মধ্যে আপনাদিগের কি পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছ; জ্ঞানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে এবং মন হইতে ভ্রম সুসংস্কার কতদূর অপনীত হইয়াছে; হৃদয়ের ভাব সকল কিরূপ পরিবর্ত্তিত এবং পরিশুদ্ধ হইয়াছে; ভ্রাতৃ ভগ্নীভাব কি প্রকার প্রশস্ত এবং বিশুদ্ধ হইয়াছে; পৃথিবীস্থ ভ্রাতা ভগ্নীগণের হিত সাধনে মন কতদূর ব্যগ্র হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনাপূর্ব্বক সময়ের অনুবর্ত্তিনী হইয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধনে প্রস্তুত হও।

এই ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি, ভগ্নীগণ! তোমাদের হৃদয়ে পবিত্র জ্ঞান জ্যোতিঃ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত প্রচারিত হইযাছে। ইহার প্রচারক, ইহার লেখকদিগের এই এক মাত্র উদ্দেশ্য যে বঙ্গনারীসমাজের অজ্ঞানাচ্ছন্ন ঘোরান্ধকার রজনীর মধ্যে জ্ঞানের পবিত্র জ্যোতিঃ প্রবিষ্ট হইয়া মানব মণ্ডলীর মঙ্গল সাধন করিবে। তাঁহারা এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা সকল সময়ে যে সাধ্যানুসারে ইহার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা করিতে সমর্থ হইতেছেন তাহা বলা যায় না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যইতে পারে যে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সকল সময়ে নিশ্চল রহিয়াছে এবং তাহা সাধনের চেষ্টাও কখন রহিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যের ফল শুদ্ধ তাঁহাদিগের যত্ন ও শ্রমের উপর নির্ভর করিতেছে না। কৃষাণের পরিশ্রমের সহিত ক্ষেত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, তাঁহাদিগের চেষ্টার সহিত, ভগ্নীগণ! তোমাদিগের মনের সেইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

তোমরা যদি মনোরূপ ক্ষেত্রকে তাঁহাদিগের প্রদত্ত জ্ঞানরূপ বীজ গ্রহণের উপযোগী করিয়া না রাখ, তাহা হইলে সেই বীজ অকৃষ্ট ভূমিতে পতনের ন্যায় অঙ্কুরিত না হইয়া শুষ্ক হইয়া যাইবে। অতএব তাঁহারা যে আশা বৃক্ষকে মনোমধ্যে স্থান দান

করিয়াছেন, পরিণামে তাহা যাহাতে কল্পনাতে পর্য্যবসিত না হয় এরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় অবলম্বন কর। ফলতঃ শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের তুল্য যত্ন ব্যতীত কখন আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

নারী চরিত।

মাগ্রেট মার্সার।

উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী ইউনাইটেডষ্টেটের অন্তর্গত এনাপোলিস মেরীল্যাণ্ড নামক স্থানে মাগ্রেট মার্সার জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যে কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা ইংলণ্ডের এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ ছিল। যৎকালে মাগ্রেটের জন্ম হয়, তখন তাঁহার পিতা মেরীল্যাণ্ডের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। তিনি এক জন সামান্য লোক ছিলেন না। যেমন বিদ্বান তেমনি সুসভ্য এবং ধনশালী ছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি শাসন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সিডারফর্ক নামক স্থানে স্বীয় রাজ্যে অবস্থিতি করত কৃষিকার্য্যে এবং আপন সন্তানগণের শিক্ষা প্রদানে প্রবৃত্ত হন। মাগ্রেট তাঁহার এক মাত্র কন্যা ছিল, সুতরাং তিনি স্বয়ং তাহার শিক্ষার সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাগ্রেটকে তিনি যেমন পরিশ্রম এবং যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ পুরস্কার লাভ করিয়া ছিলেন। বিদ্যার প্রতি মাগ্রেটের একান্ত অনুরাগ জন্মিয়া ছিল। ডাক্তার মোরিস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার জীবন চরিত বর্ণন মধ্যে লিখিয়াছেন, তিনি উদ্ভিজ্জবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন, তিনি

কৃষিকার্য্যে সমধিক অনুরাগিণী ছিলেন, তিনি নানাবিধ ইতিহাস এবং সাহিত্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে অঙ্কশাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করিতেন। তিনি মূল হিব্রু ভাষাতে ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ঘোর তর্ক বিতর্কেও তাঁহাকে সময়ে সময়ে মনঃসংযোগ করিতে দেখা যাইত। মনুষ্যের শারীরিক অসংখ্য পীড়ার তত্ত্ব এবং তাহাদিগের উপযুক্ত ঔষধের জ্ঞান লাভ দ্বারা অধিক পরিমাণে পরোপকার করিতে পারিবেন বলিয়া কিছু দিন পরে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বহুশ্রমসাধ্য বিষয় সকল অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্রের যে সকল দুরূহ এবং বিভিন্ন মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মন কিছুতেই সত্য লাভ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে তাহারও অনুশীলনে তিনি এক সময়ে গাঢ় মনোযোগ দিয়াছিলেন। "চুম্বক বিষয় চিন্তা" বলিয়া তিনি যে এক খানি কাগজ লিখিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি প্রাকৃত বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন; এবং ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় এমন সকল দুরূহ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান এবং আলোচনা করিয়াছিলেন, যে সকল তত্ত্ব এই বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যগণ উজ্জ্বল জ্ঞান প্রভাবে ঈষৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন।

এই সকল কঠিন কঠিন বিদ্যা বিষয়ে তিনি অনায়াসে এবং বাক্‌পটুতা সহকারে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ ছিলেন। পুরুষের ন্যায় বিবিধ কঠোর শাস্ত্রের অনুশীলনে তিনি সততঃ প্রবৃত্ত ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার স্ত্রীস্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। কমনীয়তা, সরলতা, নম্রতা প্রভৃতি

দেখ এই অনুষ্ঠানটী কতদূর উন্নত এবং মহৎ আত্মার কার্য্য। শৈশব হইতে যিনি কখন দারিদ্র্যের কঠোরতা সহ্য করেন নাই, কেবল ধনের সুখসেব্য ক্রোড়ে লালিত, পালিত হইয়া আসিয়াছেন, এক ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যের আদেশে সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অশেষ ক্লেশকর দারিদ্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কয়জন স্ত্রীলোক বা কয়জন পুরুষ মাগ্রেটের ন্যায় ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ আছেন?

এই সময়ে তাঁহাকে পৃথিবীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ভার্জিনিয়া নামক স্থানের স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিক্ষা কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অবলম্বিত পরোপকারব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এই সময়ে তাঁহার কোন বন্ধুকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। "আমি দুই এক দিনের জন্য অবকাশ পাইলেই তোমার এবং তোমার প্রিয়তম জননীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আমি এখানে যে প্রকারে কাল ক্ষেপণ করিতেছি তাহা তোমরা কিছুই অবগত নহ। শনিবার দিবস আমাকে লাইবিরিয়ান সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যথোচিত পরিশ্রম করিতে হয়। একটী রবিবার বিদ্যালয় আছে তাহাতেও আমি শিক্ষা দিয়া থাকি। এক দিন অন্তর প্রত্যহ আমি ৬ ছয় ঘণ্টা কাল চিত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। ২৩টী শিশু যাহারা একটী সরল রেখাও অঙ্কিত করিতে জানে না, তাহাদিগকে প্রথমতঃ শিক্ষা দেওয়া অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল। তোমরা আমার বিষয় সকল জানিতে ইচ্ছা কর, আমি তজ্জন্য তোমাদিগকে সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি, আমি এখন যে প্রকারে জীবন যাপন করিতেছি তাহাতে অনেক বিষয় তোমাদিগের জানিবার যোগ্য রহিয়াছে। কারণ যে সমস্ত কার্য্য করা

কৃষিকার্য্যে সমধিক অনুরাগিণী ছিলেন, তিনি নানাবিধ ইতিহাস এবং সাহিত্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিবার জন্য তিনি সময়ে সময়ে অঙ্কশাস্ত্রে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করিতেন। তিনি মূল হিব্রু ভাষাতে ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ঘোর তর্ক বিতর্কেও তাঁহাকে সময়ে সময়ে মনঃসংযোগ করিতে দেখা যাইত। মনুষ্যের শারীরিক অসংখ্য পীড়ার তত্ত্ব এবং তাহাদিগের উপযুক্ত ঔষধের জ্ঞান লাভ দ্বারা অধিক পরিমাণে পরোপকার করিতে পারিবেন বলিয়া কিছু দিন পরে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বহুশ্রমসাধ্য বিষয় সকল অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্রের যে সকল দুরূহ এবং বিভিন্ন মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মন কিছুতেই সত্য লাভ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া উঠে তাহারও অনুশীলনে তিনি এক সময়ে গাঢ় মনোযোগ দিয়াছিলেন। "চুম্বক বিষয় চিন্তা" বলিয়া তিনি যে এক খানি কাগজ লিখিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি প্রাকৃত বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন: এবং ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় এমন সকল দুরূহ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান এবং আলোচনা করিয়াছিলেন, যে সকল তত্ত্ব এই বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যগণ উজ্জ্বল জ্ঞান প্রভাবে ঈষৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন।

এই সকল কঠিন কঠিন বিদ্যা বিষয়ে তিনি অনায়াসে এবং বাক্‌পটুতা সহকারে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ ছিলেন। পুরুষের ন্যায় বিবিধ কঠোর শাস্ত্রের অনুশীলনে তিনি সততঃ প্রবৃত্ত ছিলেন বটে কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার স্ত্রীস্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। কমনীয়তা, সরলতা, নম্রতা প্রভৃতি

দেখ এই অনুষ্ঠানটী কতদূর উন্নত এবং মহৎ আত্মার কার্য্য। শৈশব হইতে যিনি কখন দারিদ্র্যের কঠোরতা সহ্য করেন নাই, কেবল ধনের সুখসেব্য ক্রোড়ে লালিত, পালিত হইয়া আসিয়াছেন, এক ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্যের আদেশে সমস্ত ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অশেষ ক্লেশকর দারিদ্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কয়জন স্ত্রীলোক বা কয়জন পুরুষ মাগ্রেটের ন্যায় ধনসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ আছেন?

এই সময়ে তাঁহাকে পৃথিবীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ভার্জিনিয়া নামক স্থানের স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিক্ষা কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তিনি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অবলম্বিত পরোপকারব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এই সময়ে তাঁহার কোন বন্ধুকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন। "আমি দুই এক দিনের জন্য অবকাশ পাইলেই তোমার এবং তোমার প্রিয়তম জননীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। আমি এখানে যে প্রকারে কাল ক্ষেপণ করিতেছি তাহা তোমরা কিছুই অবগত নহ। শনিবার দিবস আমাকে লাইবিরিয়ান সভার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যথোচিত পরিশ্রম করিতে হয়। একটী রবিবার বিদ্যালয় আছে তাহাতেও আমি শিক্ষা দিয়া থাকি। এক দিন অন্তর প্রত্যহ আমি ৬ ছয় ঘণ্টা কাল চিত্র কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। ২৩টী শিশু যাহারা একটী সরল রেখাও অঙ্কিত করিতে জানে না, তাহাদিগকে প্রথমতঃ শিক্ষা দেওয়া অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল। তোমরা আমার বিষয় সকল জানিতে ইচ্ছা কর, আমি তজ্জন্য তোমাদিগকে সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি, আমি এখন যে প্রকারে জীবন যাপন করিতেছি তাহাতে অনেক বিষয় তোমাদিগের জানিবার যোগ্য রহিয়াছে। কারণ যে সমস্ত কার্য্য করা

অতিশয় কঠিন সেই সকল কার্য্যেই আমাদিগের অধিক সাহায্য আবশ্যক; এবং যাহাতে মনুষ্যের অধিক পরিশ্রম আবশ্যক, যদিও সে কার্য্যের ফল এই পৃথিবীতে আমাদিগের ভাগ্যে দর্শন করা না ঘটিয়া উঠে, তাহাতে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং চেষ্টা করিলে তাহা কখন নিষ্ফল হয় না।

অন্য স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দেখিয়া আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি যে আমার পিতা মাতা আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আমার কত উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের এবং ঈশ্বরের প্রতি যে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা আমি বলিতে পারি না।"

অন্যের আত্মাকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন সেই মহৎ কার্য্যেই জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। তিনি এক বন্ধুকে এইরূপ এক খানি ধর্ম্ম বিষয়ক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। "আমি তোমাকে সুখের একটী নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি; যে ব্যক্তি পরিশ্রমী তিনি যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হন কিন্তু যিনি অলস তাহার সকল সময়ই কার্য্য থাকে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও প্রকৃত সুখ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, আমরা তাঁহার সমীপে উপনীত হইতে না পারিলে সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিব না। তুমি যে স্থানে ধর্ম্মের শান্তি এবং অকৃত্রিম প্রণয় দেখিতে পাইবে সেই স্থানে আমাকে আহ্বান করিও। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক মহা সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই কেবল সেই স্থান লাভ করিতে পারেন।"

তিনি স্ত্রীলোকদিগকে বৃথা আমোদ প্রমোদ এবং আলস্যে সময় নষ্ট করিতে দেখিয়া অতিশয় অসুখিত হইতেন। ওয়াসিংটন নগর হইতে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "এস্থানের স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, ইহাদিগের

অনেকের অনেক ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু সেই ক্ষমতা থাকাতেই আরো অধিক দুঃখের বিষয় হইয়াছে। কারণ ইহাদিগের দ্বারা যখন কোন হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না, তখন সে ক্ষমতা থাকায় কি ফল হইবে? মহাত্মা ফেনেনবার্জ যে মহৎ সুশিক্ষা পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, মহামতি ফ্রাই কারাবাসিগণের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন; তিনি ভগ্নহৃদয়ে স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, পাপের স্থানে পুণ্যের সংস্থাপন করিয়াছেন; এই সকল বৃত্তান্ত ইহাঁরা উত্তমরূপে অবগত আছেন, কিন্তু তাহা জানিয়া কি হইল? ইহারা কি বৃথা বাক্যব্যয় পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করত দরিদ্রদিগের কুটীরে চিকিৎসালয়ে এবং কারাগারে গমনপূর্ব্বক ঐ পরোপকারিণী মহিলার কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতেও পারে না?"

তিনি স্বয়ং একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তত্রত্য লোকেরা তাঁহার চরিত্র এবং কার্য্য দর্শনে তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল।

মার্গ্রেট দেখিতে দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষুর আকৃতি এরূপ ছিল যে তাহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন স্বতঃই প্রকাশিত হইত; তাঁহার সমস্ত অবয়ব স্ত্রীসুলভ কমনীয় ভাব সকল দ্বারা সুশোভিত থাকায় তাঁহার আকৃতি সর্ব্বজন মনোহারিণী ছিল। এই পরহিতৈষিণী এবং স্ত্রীশিক্ষানুরাগিণী রমণী খৃষ্টীয় অব্দের ১৮৪৩ সালের শরৎকালে পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৫ বৎসর হইয়াছিল।

তাঁহার ছাত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এক খানি ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়নপ্রবৃত্তা ছাত্রীগণের পাঠের উপযোগী এবং অপর খানি উন্নত ছাত্রীদিগকে নীতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। এই গ্রন্থ

খানি স্ত্রীলোকদিগকে নীতি শিক্ষা দিবার অতিশয় উপযোগী। ইহার ভাষা যেমনি সরল আবার তেমনি বিশুদ্ধ। ইহা একটী পবিত্র অন্তঃকরণের দর্পণ স্বরূপ। ঐ গ্রন্থের একটী বিষয় নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কথোপকথন।

"যদি তোমরা দেখ যে তোমাদিগের মধ্যে বৃথা কথোপকথন পাপ প্রচলিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা হয় শুদ্ধ তোমাদিগের নিজের অপকার হইতেছে অথবা সেই নীচ, জঘন্য, দূষণীয় পাপ দ্বারা তোমাদিগের সহবাসিগণের সুখ শান্তি বর্দ্ধনের ব্যাঘাত হইতেছে; তাহা হইলে ঐ পাপ নিবারণের একটী অকাট্য উপায় বলিয়া দিতেছি তাহাই অবিলম্বে গ্রহণ কর। যে কার্য্য দ্বারা অন্যের উন্নতি এবং সুখ বৃদ্ধি হইবে সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; তোমাদিগের অন্তঃকরণকে এরূপ ভাব সকলে পূর্ণ কর যাহাতে সতত পরোপকারের প্রতি তোমাদিগের প্রবৃত্তি হয়। তাহা হইলে সংসারপ্রিয় লোকদিগের বৃথা গল্পের শব্দ তোমাদিগের কর্ণে আর সুখকর বোধ হইবে না, প্রত্যুতঃ তাহা বৃথা বাক্য বলিয়াই অনুভূত হইবে; এবং যে সকল কথা মনুষ্যের সুখ এবং উন্নতি সম্বন্ধীয় না হইবে তাহা কখনই আর তোমাদিগের প্রীতিকর হইবে না।

এইরূপ বিষয়ে যদি একবার কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইতে পার তাহা হইলে কখনই এই কার্য্য ভিন্ন আর কিছুতে তোমাদিগের মনের স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ হইবে না। মনে ভাবিয়া দেখ ইংলণ্ডবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগৎহিতৈষী হাউয়ার্ড অথবা পরোপকারিণী ফ্রাই, ক্ষুৎ পিপাসায় অতিমাত্রব্যাকুল, কুপথাশ্রয়ী কারাবাসিদিগের দুঃখ ও পাপ মোচন করিবার জন্য সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন কিম্বা তাঁহাদিগের মহৎ

কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য যখন তাঁহারা চতুর্দ্দিকস্থ সচ্চরিত্র তরুণবয়স্ক লোকদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন, তখন যদি তাঁহাদিগকে নির্ব্বোধ বালিকাদিগের চুলের ফিতা ও হাতের অঙ্গুরী ইত্যাদি বিষয়ক বৃথা কথোপকথনে মনোযোগ দিতে বলা যায়, কিম্বা যুবা পুরুষেরা জুতা, টুপী, কোর্ত্তা ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নিরর্থক কথোপকথন করে, তাহাতে মনোনিবেশ করিতে বলা যায়, অথবা সাধারণ স্ত্রী পুরুষে অন্যের দোষ অন্বেষণ এবং পরনিন্দা সম্বন্ধে যে সকল কথা সচরাচর কহিয়া থাকে, তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে বলা যায়, তাহা হইলে কি তাঁহাদিগের এই সকল জঘন্য বিষয়ে আর কর্ণপাত করিতে প্রবৃত্তি হয়? ফলের সম্বন্ধে পুষ্প যেরূপ, কার্য্য সম্বন্ধে কথোপকথন সেইরূপ। যেমন পৃথিবীর নিস্তেজ নীরস ভূমি সকল হইতেও ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ নির্দ্দোষ এবং পবিত্র কথোপকথন হইতে ধর্ম্মের নূতন ভাব সকল মনোমধ্যে প্রস্ফুটিত হয়। সেই কথোপকথন দ্বারা পবিত্রতার মাধুর্য্য বিস্তারিত হয় এবং মনোমধ্যে মহৎ ও উন্নত মত ও বিশ্বাস সকলের উৎপত্তি হয়। সেই মত ও বিশ্বাস সকল হইতে পরিণামে পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। পুষ্প এবং ফল দ্বারা বৃক্ষকে জানা যায়, যেরূপ ফল এবং পুষ্প, তাহার অন্যরূপ বৃক্ষ কখনই আশা করা যায় না। অতএব তোমরা কায়, মন, বাক্য, প্রাণ দ্বারা ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা কর এবং সৎ কথোপকথন হইতে পবিত্রতা বিস্তার কর।"

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি।

নিবাঁধই বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের শিক্ষোন্নতি দর্শনে আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তৎ সংক্রান্ত এক খানি পত্র আমরা নিম্নে সোম প্রকাশপত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর একটী ছাত্রীর ৩টী প্রশ্নের উত্তর ও একটী রচনা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে তাহাও পশ্চাৎ প্রকাশিত হইল। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে তাঁহারা পুরুষদিগের তুল্য শিক্ষা লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া সেরূপ সংস্কার দূর-করুন এবং অধিকতর উৎসাহ ও আশার সহিত বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হউন। সমুচিত যত্ন এবং শ্রমের সহিত উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিলে তাঁহারা যে পুরুষদিগের সমতুল্য শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

নিবাঁধই বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের পারিতোষিক প্রদান।

মহাত্মা বেথুন সাহেবের উৎসাহে প্রথমে যে কয়েকটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে নিবাঁধই বালিকাবিদ্যালয় একটি। ইহা অনেক দিন অবধি গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্দ্ধ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। কত সময় ইহার বিরুদ্ধে কত প্রকার আন্দোলন, কোলাহল ও প্রতিবন্ধক উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের প্রসাদে ইহা অবিচলিত ভাবে বয়োবৃদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে সেই বিদ্যালয় যে চিরস্থায়ী ও সুফলপ্রসূ হইবে তাহা সম্যক্ প্রতীত হইতেছে। এজন্য তত্রত্য দত্তবাবুদিগের যত্ন ও অধ্যবসায়ের ধন্যবাদ দিতে হয়।

গত ৮ই বৈশাখ শনিবার উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক দান কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে। দশ বৎসরের ন্যূন-বয়স্কা বালিকারা সীতার বনবাস, সদ্ভাবশতক, পদ্যপাঠ, সুশীলার উপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতেছে, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাহারা লিখিয়া প্রশ্ন সকলের উত্তর দিয়াছে। আবার প্রশ্ন সকল অধিকাংশ অতি দুরূহ ছিল, তাহার উত্তর সকল সারগর্ভ এবং অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় সজ্জিত দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। বস্তুতঃ এই বালিকাদিগের যতক্ষণ না আমরা মৌখিক পরীক্ষা করিয়াছি, ততক্ষণ তাহাদিগের লেখা দেখিয়া আমাদিগের মন সন্দেহাকুল ছিল, কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা লইয়া রাজেন্দ্র বাবু যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন আমাদের ভাবও অবিকল সেইরূপ হইল। তিনি বলেন, "প্রশ্ন সমুদায় প্রেরণ করিয়া ভাবিয়াছিলাম, সুকুমার-মতি বালিকাদিগের পক্ষে সহজ প্রশ্ন হওয়াই উচিত। এরূপ সুকঠিন ও কুটিল জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাদিগের কিশোর বুদ্ধিকে মলিন করিয়া ভাল কাজ করি নাই। একারণ একরূপ লজ্জিত ও নিরাশ হইয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে সর্ব্ব শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে, তাহাদিগের উত্তর পাঠে আশাতীত সন্তোষলাভ করিলাম ও আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলাম। মধ্যে নিবাঁধই বালিকাবিদ্যালয়ের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যানাথ ঘোষ দুই বৎসর মাত্র ইহার শিক্ষক হইয়া ইহার অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া তুলিয়াছেন। বালিকাদিগের সংখ্যা ১৫।১৬টী ছিল, ৩৫।৩৬টী হইয়াছে, এবং তাহারা দুই বেলা নিয়মিতরূপে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছে। আমরা যত বালিকাবিদ্যালয় দর্শন করিয়াছি, কোন স্থানেই এরূপ অল্প বয়স্ক ছাত্রীদিগের এতদূর উন্নতি দর্শন করি নাই। এবং বালিকাদিগের এরূপ বিনয় ও শান্ত স্বভাবও অতি বিরল দেখা যায়। এরূপ সুফল দর্শন একমাত্র কামাখ্যা বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রভাবে। সুকুমার-মতি শিশুদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে কামাখ্যা বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা দর্শন

করিয়া আমরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

৩ খানি রৌপ্য পদক, ৬ টী রূপার ফুল এবং অন্যান্য ৫০ খানি পুস্তক বালিকাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ ছোট জাগুলিয়া নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু প্রদান করেন। উক্ত বাবু লিখিত প্রশ্ন দ্বারা উচ্চ তিন শ্রেণীর বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যানাথ ঘোষকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

আমরা দুই এক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়া এ প্রকারই সংস্কারাপন্ন হইয়াছিলাম যে বালিকারা বালকদিগের অপেক্ষা অতি সত্বর শিখিতে পারে। নিবাঁধইএর বালিকাগণকে পরীক্ষা করিয়া আমাদের সেই সংস্কার আরও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ফলতঃ আমরা যেরূপ বয়সের বালিকাদিগের যে উন্নতি দেখিলাম, সেরূপ বয়সের বালকদিগের সেরূপ উন্নতি দেখিতে পাই না। ৮।৯ বৎসরের বালিকারা যেরূপ রচ লিখিয়াছে তাহা ১৪।১৫ বর্ষের বালকদিগের হইতে আমরা কদা প্রত্যাশা করিয়া থাকি। এই বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিতে করিতে আমাদিগের মনে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল। স্ত্রীলোকদের এ প্রকার আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা সত্ত্বেও আমরা যে তাহাদিগকে অমার্জ্জিতবুদ্ধি ও অজ্ঞানান্ধ করিয়া রাখি তাহাতে জগদীশ্বরের একটী স্পষ্ট আদেশ আমরা অবহেলন করিতেছি, তাঁহার প্রদত্ত অমূল্য রত্ন সকল আমরা পঙ্কে নিমগ্ন রাখিতেছি। সুতরাং যে রত্নমালার জ্যোতিতে কত স্থান আলোকিত হইত এবং কত সুখ সঞ্চিত হইতে পারিত তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। কবে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হইয়া ঈশ্বরের একটী মহৎ অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইবে এবং হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে॥

প্রশ্ন। ইহা গদ্যে ব্যাখ্যা কর :—

"যে দিল করুণা করি যুগল নয়ন,
উচিত কি নয় তাঁর রূপ দরশন?
যে দিল করুণা করি রসনা ললিত,
কেন রে না গাও তাঁর মহিমার গীত?
যে তোমায় প্রেম করি দিল প্রেম হেন,
উচিত কি নয় ওরে তাঁরে করা প্রেম?"

উ। যিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নয়নদ্বয় প্রদান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমরা একেবারে অর্দ্ধ জগৎ নিরীক্ষণ করিতেছি, আমাদিগের কি উচিত নয় যে তাঁহাকে দরশন করিয়া নয়নের সাফল্য সাধন করি? যাঁহার কৃপায় আমরা কোমল রসনা পাইয়া নানাবিধ রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হই, তাঁহার করুণা কীর্ত্তন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার করুণায় আমরা প্রেমরূপ অমূল্য নিধি লাভ করিয়াছি আমাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহাকে প্রেমরূপ রজ্জুতে আবদ্ধ করি।

প্র। কি বচন পরম্পরাদ্বারা সীতার পতি-পরায়ণতা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে?

উ। সীতাকে যখন লক্ষ্মণ বনে বনে লইয়া চলিলেন, তখন সীতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তোমায় আমার এই অনুরোধ, তুমি সর্ব্বদা আর্য্য পুত্রের নিকটে থাকিবে, তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিবে না, একাকী থাকিলে তাঁহার অসুখ ও চিন্তা বাড়িবে। তোমাকে আমার এই অনুরোধ তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে। তিনি যে আমায় বনবাস দিয়াছেন সে জন্য আমি তত কাতর নই, পাছে আর্য্যপুত্রের মনে দুঃখ হয় এই ভাবনায় আমি অস্থির হইতেছি। আমি যদি বনে থাকিয়া লোকমুখে শুনিতে পাই যে আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন তাহা হইলে আমার সকল দুঃখ দূর

হইবে। রাম কর্ত্তৃক সীতা এত কষ্টে পতিতা হইয়াও ভ্রমে কখন রামের অমঙ্গল চিন্তা করেন নাই, ইহার দ্বারা সীতার পতি পরায়ণতার একশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ ঈদৃশ নির্ম্মল প্রেম সংসারে অতি দুর্ল্লভ।

প্র। সীতার চরিত্র কিরূপ ছিল, পুস্তক হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া (পুস্তক না দেখিয়া) প্রতিপাদন কর।

উ। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরল হৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতি-পরায়ণা রমণী কখন কাহার দৃষ্টি বিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতি-পরায়ণতাগুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে বোধ হয় বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্মে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণ সম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্না হইয়া ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন পতিলাভ করিয়া কখন কোন কামিনী তাঁহার মত দুঃখভাগী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

রচনা।

মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর।

জগদীশ্বর এই ভূমণ্ডলে নানা প্রকার জীব জন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে মনুষ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়া তাঁহার বিশ্ব-রাজ্যের অনন্ত উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্যগণ বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য সকল জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনাদিগকে জানিতে পারে, মনুষ্যের এটী স্বভাব-সিদ্ধ শক্তি। পশু কিম্বা অন্যান্য জীব জন্তুগণ তাহাতে বঞ্চিত, এই কারণেই মনুষ্য গণ ভূমণ্ডলের পরিমিত সুখভোগ করিয়া পরলোকের অনন্ত সুখভোগে অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু যদ্দ্বারা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগী হওয়া যায় তাহার প্রকৃত কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল বাল্য-সুলভ অবিবেকতা ও যৌবন-সুলভ মত্ততা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে পশুত্ব ব্যতিরেকে আর কি হইবার সম্ভাবনা। যখন প্রকৃতি ভেদে মনুষ্যকে পশু হইতে পৃথক জানা যায় তখন উল্লিখিত বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় হইতে পারে না। মনুষ্যের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় যে প্রকার লক্ষিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, যে মনুষ্য বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্মে আত্মার উন্নতি সাধন করিতে যত্নবান হয়, এবং মৃত্যুকে উপস্থিত জানিয়া ও ঈশ্বরকে লক্ষ্য জানিয়া জ্ঞানাস্ত্র অবলম্বন করত সংসারের মোহ রাশিকে জয় করিয়া জনসমাজে উন্নতি সাধন করণানন্তর ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সেই প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত। কিন্তু সংসারে প্রকৃত মনুষ্য পাওয়া অতীব দুর্ল্লভ। যাহাকে অন্য ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের উন্নতির জন্য, সহস্র সহস্র ত্যাগ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে দেখিয়া হিতৈষী মাত্রেই আহ্লাদে উৎফুল্ল হইতেছেন, এবং কুসংস্কারাপন্ন স্বদেশস্থ ভ্রাতা ভগ্নীগণের হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবার জন্য যিনি চিরজীবনের স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্নকে বিসর্জ্জন দিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে ও সময় বিশেষে ধর্ম্মার্থে জীবন পরিত্যাগেও কাতর হয়েন না; হয়ত তাঁহাকেই আবার কোন সময় ধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া চিরবদ্ধমূল কুসংস্কারের দাসত্ব করিতে হয়, এবং স্বদেশের অমঙ্গল চিন্তনে উৎসাহী দেখা যায়। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হওয়া পশু প্রবৃত্তির কার্য্য। যখন মনুষ্যগণ উক্ত হীনাবস্থায় পতিত হয়, যখন তাহারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে ভুলিয়া কেবল পাপাচরণ দ্বারা আত্মাকে দিন দিন শুষ্ক ও মলিন করিয়া ফেলে, তখন তাহারা পশু ব্যতিরিক্ত আর কোন্ শব্দের বাচ্য হইতে পারে।

অর্থাৎ মনুষ্যেরা যখন ধর্ম্মপথে থাকিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করে তখনই মনুষ্য, আর যখন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ অবৈধ কার্য্যে অনুরক্তি প্রদান করে তখন তাহারা নিকৃষ্ট জীব ভিন্ন আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন থাকিয়া জীবনযাপন করা অপেক্ষা অরণ্য-বিহারী হিংস্র পশুর অবস্থা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ও আনন্দ জনক।

নূতন সংবাদ।

১ম। একটী আনন্দের সংবাদ শুনা যাইতেছে যে আমাদিগের রাজ্যেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়ার এক পুত্র আগামী শীত ঋতুতে ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

২য়। কলিকাতায় গঙ্গা-নদীর উপরে একটী সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে, এবং তাহা যাহাতে হয় তজ্জন্য অনেকেই যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন।

৩য়। কোন সংবাদ পত্র লিখিয়াছে মহারাণী বিক্টোরিয়া তাঁহার পরলোকগত স্বামীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্মরণার্থে তাহা শীঘ্র প্রকাশ করিবেন।

৪র্থ। বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বিডন ত্রিশ বৎসর এদেশে থাকিয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ করত এক্ষণে স্বদেশ গমন করিলেন। বিগত ২৮শে চৈত্র কলিকাতা বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিবার নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, আমি এই বালিকা-বিদ্যালয়ের কার্য্যে বহুকালাবধি লিপ্ত আছি; ইহার ভার গ্রহণ করিয়া পর্য্যন্ত যাহাতে বিদ্যালয়ের কার্য্য সুপ্রণালীতে চলে তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। কারণ আমার এই বিশ্বাস যে স্ত্রীশিক্ষাই দেশের অধিকাংশ মঙ্গলের মূল স্বরূপ।

তত্ত্ববিকাশিনী পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত দুইটী সংবাদ পাওয়া হইল।

৫ম। কিছু দিন হইল, একটী ব্রাহ্মণের একটী বালিকার সহিত বিবাহ হয়। ঐ বালিকাটী একটী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে এবং বরটী আফিসের কেরাণীকর্ম্ম করেন। কন্যাটী বাসর ঘরে বরকে "সরস্বতী" কথাটী বানান করিতে বলিয়াছিল তাহা তিনি পারেন নাই। ইহাতে বালিকাটী তাঁহার আত্মীয়দিগের সহিত বলিয়াছে বাবা এমন লোকের সহিত আমার বিবাহ দিলেন যিনি "সরস্বতী" বানান কর্ত্তে পারেন না!

৬ষ্ঠ। শ্রীযুক্ত পাদরি আইএলেন সাহেবের যত্নে ঢাকায় একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তিনি পুরুষ ও বালকদিগকে এবং তাঁহার পত্নী নারী ও বালিকাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

এডুকেশনগেজেট পত্রে হালীসহর হইতে এক জন পত্র প্রেরক এই সংবাদটী লিখিয়াছেন।

৭ম। "অস্মদেশে কৌলীন্য প্রথা থাকাতে দেশের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বোধকরি, কাহারও নিকটে অবিদিত নাই। এইকুপ্রথা বঙ্গদেশে থাকাতে এদেশ এক বারে উৎসন্ন যাইতেছে। সম্প্রতি হালিসহর কুমারহট্ট সমাজে একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছে। এখানকার কোন সম্ভ্রান্তলোকের বাটীতে ৪।৫ টী কুমারী আছেন, তন্মধ্যে সকলেরই বয়সপ্রায় সপ্তদশ, অষ্টাদশ। এই কুলীনদিগের বাটীতে এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া অবলা, ৭ই চৈত্র বুধবার বেলা সাত ঘটিকার সময় তিন ভরি আফিম তৈলে সিক্ত করিয়া পান করিয়া বেলা ৫।৬ ঘটিকার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই শব পর দিবস হুগলির আসিস্টান্ট সার্জ্জন টম্‌সন্ সাহেব কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াও তাঁহারা সতর্ক হইতেছেন না। এখন পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের কুল-মর্য্যাদা হ্রাস হইবার ভয়ে সেই সকল অবলাকে অনূঢ়াবস্থায় রাখিয়াছেন।"

বামাগণের রচনা।

বিদ্যা ব্যতীত স্ত্রীলোকের মন কি প্রকার।

এতদ্দেশের স্ত্রীলোকেরা অল্পবুদ্ধি বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কারিণী হয়, মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করে না; সকল ব্যক্তিকেই ঘৃণা ও তাচ্ছল্য করিয়া থাকে। হায়! বিদ্যারূপ জ্যোতিঃ যাহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় নাই তাহাদের মন যে অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য মেঘে আবৃত থাকিবে ইহা অসম্ভব নহে। কারণ অনেকে ঐশ্বর্য্য ও রূপমদে মত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস কি ঈশ্বরোপাসনা কিছুই করিতে চাহে না। হায়! জগদীশ্বর কি তাহাদিগকে এই জগতে হিংসা দ্বেষ ও পরনিন্দা করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা মনে করে যে এই রূপ ও এই ঐশ্বর্য্য "অজরামরবৎ" হইয়া ভোগ করিব। হায়! তাহারা অনুভব করিতে পারে না যে, কালে সকলই নষ্ট হইবে; এই জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। এই জগৎ পরীক্ষার স্থল, সুখের স্থল নহে; ইহা তাহাদের হৃদয়াকাশে কখনই উদিত হয় না। হইবার সম্ভাবনাই কি? যাহারা গৃহে যাবজ্জীবন বদ্ধ থাকিবে, বিদ্যার মুখ কখন দেখিতে পাইবে না, তাহারা কিরূপে মনের ভ্রম দূর করিবে?

ভারতভূমি স্ত্রীলোকদিগকে অন্ধকূপে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও অজ্ঞান এবং লজ্জা থাকিতেও নির্লজ্জ। কারণ বিদ্যা ব্যতীত কিছুই সুনিয়মে চলে না; অতএব হে মহিলাসকল! তোমরা বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ কর।

বিদ্যা যে অমূল্য ধন অনেকে না জানে।
ক্ষয় নাহি হয় দেখ বিদ্যা ধন দানে॥
বিদ্যার যে গুণ আমি কি বর্ণিব তাই।
বিদ্যার সমান বন্ধু ত্রিজগতে নাই॥
কবেরা মহিলাগণ বিদ্যাবতী হবে।
হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা আর নাহি রবে॥
এমন যে বিদ্যাধন কোথা গেলে পাই।
ইচ্ছা হয় যথা বিদ্যা তথা আমি যাই॥
ঈশ্বরের নিকটেতে করি এ মিনতি।
অবলা সরলা বালা হবে বিদ্যাবতী।
যতনেতে বিদ্যা-হার পর সবে গলে।
বিদ্যাভ্যাস কর সব রমণীমণ্ডলে॥
একান্ত অন্তরে রাখ বিদ্যা প্রতি মন।
বিদ্যার সমান আর নাহি কিছু ধন॥
এমন যে বিদ্যাধন কোথা গেলে পাই।
ইচ্ছা হয় যথা বিদ্যা তথা আমি যাই॥
অবলার হয় যদি বিদ্যার অভ্যাস।
আলোকিত হবে তার হৃদয় আকাশ॥
পাপে নাহি থাকিবেক কামিনীর মন।
বিদ্যামৃত রস পান করিবে যখন॥
বিদ্যায় বঞ্চিত হয়ে আছে যেই জন।
অসার জীবনে তার কিবা প্রয়োজন॥
এমন যে বিদ্যাধন কোথা গেলে পাই।
ইচ্ছা হয় যথা বিদ্যা তথা আমি যাই॥

রাত্রিকালে একাকিনী শয়ন করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে কত ভাবনা হইল তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণন করিতে পারিলাম না। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া এই স্থির করিলাম যে এই সংসার অকিঞ্চিৎকর। সুখ, দুঃখ, ধন, মান, জোয়ার ভাঁটার মত ক্রমিক গমনাগমন করিতেছে। পরমায়ু দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, তথাচ অজ্ঞান মনুষ্যেরা হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যমদে মত্ত হইয়া পরনিন্দা ও পরহিংসা করিতে তিল মাত্র সঙ্কুচিত হইতেছে না। তাহারা প্রাণতুল্য আত্মীয় ব্যক্তিকে অসহ্য ক্লেশ সহিতে, যন্ত্রণ পাইতে এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পরি ত্যাগ করিতে দেখিয়াও ইহা অনুভব করেনা যে এই পৃথিবী কখনই যথার্থ সুখের স্থান নহে। এই সংসারে যে পিতা মাতা ভাই বন্ধু প্রভৃতির সমাগম সে কেবল এক বৃক্ষের উপরে কতকগুলি পক্ষীর বাসের ন্যায়। যেমন প্রবল ঝটিকা দ্বারা বৃক্ষোৎপাটন হইলে তাহাদের ক্রমে পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদেরও এই সংসার গৃহে বাস করিতে করিতে কাল ঝটিকা দ্বারা পরস্পর বিচ্ছেদ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব সকলে একাগ্র চিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে যত্নবান হও।

একাকী শয়ন করে ভাবিলাম মনে।
ভুলিয়ে আছি কি আমি নিত্যতত্ত্বধনে॥
যাঁর গুণে পাইলাম যত পরিজন।
তাঁহার ভজনে সবে দেহ দেহ মন॥
অকূল ভবজলধি কে করিবে পার।
জগদীশ ভিন্ন দেখ কেবা আছে আর॥
যাঁহার কৃপায় থাকে জীবের জীবন।
তিনি ভিন্ন আমাদের নাহি অন্য জন॥
মায়াময় এ সংসার কিছু নহে সার।
নয়ন মুদিয়ে দেখি সব অন্ধকার॥
অতএব তুচ্ছ সুখ নাহি চাই আমি।
পাপ হতে মুক্ত কর জগতের স্বামী॥

বর্দ্ধমানস্থ কোন ভদ্রকুলবালা।

যোড়াসাঁকো ৩০০ সংখ্যক ভবন, ওরিএণ্টল প্রেসে মুদ্রিত হয়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৬শ সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্মাব্দ ১২৭৪ { ৩য়-ভাগ।

পতিভক্তি।

"নারীরূপং পতিব্রতং"

পতির সেবাতেই নারীদিগের প্রধান গৌরব।

পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে নারীগণের যেরূপ পতিভক্তি, পৃথিবীর আর কুত্রাপি বোধ হয় সেরূপ নাই। এখানকার স্ত্রীলোকেরা উত্তম পতি পাইবার জন্য শিশুকাল হইতে নানা ব্রত আচরণ করেন, ইহাঁদের পতি যদি অতিশয় কুরূপ, মূর্খ ও অশেষ দোষে দোষী হন, তথাপি ভার্য্যাগণ অতি যত্নের সহিত তাহাদিগের শুশ্রূষা করেন, এবং পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহারই সুখ সাধনে জীবন সমর্পণ করেন। সুতরাং পতিকে যে ইহাঁরা আপনাদের সুখ সম্পত্তি ও জীবন সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা বলা বাহুল্য। পতির জীবনে যেমন ইহাঁদের জীবন, পতির মৃত্যুতেও ইহাঁদের মৃত্যু। কে না জানে, পতি বিয়োগ হইলে হিন্দু রমণীগন সংসার সুখ তুচ্ছ করিয়া জীবন্ত শরীর চিতানলে ভস্মসাৎ করিতেন, রাজশাসনেই আজ কাল সে রীতি রহিত হইয়াছে। আজও পতির মৃত্যু হইলে এ দেশীয় ভদ্র অবলাগণ যেরূপ জীবন যাপন করেন,

তাহা মরণ অপেক্ষাও কঠোর ও ক্লেশকর। উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের অঙ্গসকল শোভাশূন্য করিয়া রাখিতে হয়, যৎসামান্য আহার অথবা উপবাসদ্বারা শরীরকে ক্ষীণ ও জীর্ণ করিতে হয়, আমোদ প্রমোদ অথবা সংসারের যাহা কিছু ভোগ চিরজীবনের জন্য তাহাতে তাঁহাদিগকে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং জনসমাজে অতি হীন ও মৃতকল্প হইয়া থাকিতে হয়। বিধবার আর এক নাম দুর্ভগা, তাহার সৌভাগ্য সূর্য্য এ পৃথিবীতে এককালে অস্তগত হইয়াছে—চিরদুঃখের পথ তাহার জন্য প্রসারিত। সুতরাং পতি জীবিত থাকিলে তাহার সেবার নিমিত্ত নারীগণের যত আয়াস স্বীকার করিতে না হয়, তাহার মৃত্যুর পর তাহা সহস্রগুণ বৃদ্ধি হয়। তখন তাহাদের সম্পূর্ণ জীবন, কেবল পতি সাধনাতেই নিয়োজিত রাখিতে হয় এবং পরলোকে পতিকে লাভ করিবার জন্য দিন গণিতে হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের যেরূপ শাসন এবং হিন্দুজাতির যেরূপ ব্যবহার, তাহাতে যদিও পতি ভক্তি অনেক সময় কর্ত্তব্যের সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাদ্বারা প্রণয়ের অতি আশ্চর্য্য ও অসাধারণ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং নারী জাতিকে যেন স্বার্থহীনা ও অতি পবিত্র দেবতা বলিয়া জ্ঞান হয়। তাহাদের ধৈর্য্য, তাহাদের সহিষ্ণুতা, তাহাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকার ভাবিতে গেলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যদি এই সকল ভাব বুদ্ধিদ্বারা নিয়মিত হয় এবং পতিগণ পত্নী প্রতি যদি অনুরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে প্রকৃত প্রণয়ের গৌরব রক্ষা হয় এবং সামাজিক পাপ ও অসুখের কারণ অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইয়া সংসার অতি সুখ ধাম হইতে পারে।

পতিগণ নারীদিগের ভর্ত্তা অর্থাৎ ভরণকর্ত্তা এবং রক্ষক ও আশ্রয় দাতা। সুতরাং তাহাদের প্রতি ইহাঁদের প্রীতির সহিত একটু ভক্তি ভাব থাকা আবশ্যক। পতি ভক্তি স্বাভাবিক এবং সেই-

জন্য ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া বোধ হয়। পতি ভক্তির আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দক্ষ রাজা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে তাহার কন্যা সতী পিত[illegible] আসিয়াছিলেন কিন্তু দক্ষ তাহার পতির নি[illegible] ত্যাগ করিয়া[illegible] রামায়ণে বর্ণিত আছে, অযোধ্যাধিপতি দশরথ দেবগণের পক্ষ হইয়া অসুরদিগের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করেন, তাহাতে তাঁহার শরীর বাণ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। আর এক সময় একটি বিস্ফোটক হইয়া তাঁহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু উভয় বারেই তাঁহার ভার্য্যা কেকয়ী তাঁহার শরীর হইতে বিষ চুষিয়া লইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

স্ত্রীদিগের উন্নতি যে জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণের মূল, তাহাদিগের অন্তঃকরণই যে সমাজের অন্তঃকরণের দর্পণ স্বরূপ, সমাজের বাহ্যিক এবং আন্তরিক প্রকৃতি যে তাহাদিগের প্রকৃতি অনুসারেই সংগঠিত হইয়া থাকে তাহা সকলই একবাক্য হইয়া স্বীকার করিবেন। কিন্তু রমণীজাতি কিপ্রকার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবেন তদ্বিষয়ে বিভিন্ন মত লক্ষিত হইয়া থাকে।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়জাতির শারীরিক এবং মানসিক প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে যে জগৎপিতা পুরুষ এবং স্ত্রীর স্বভাব একরূপ করিয়া সৃজন করেন নাই। স্বভাবের

বৈলক্ষণ্য দ্বারা তাহাদিগের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিয়াছে। যে মহৎ অভিপ্রায় সাধনোদ্দেশে জগদীশ্বর স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করি- হয়, ...ছেন, তাহাদিগকে সেই কার্য্যের উপযোগী স্বাভাবিক শক্তি সকল করিতে হয়, আমোদ প্রমো... ...য়াছেন। যথাবিধিরূপে সেই শক্তি সক- দ্বারা ... তাঁহাদিগকে জলাঞ্জলি ... লের পরিচালনা দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য ... হইতে পারে। এই অবনী মণ্ডলের প্রকৃত সংস্কার কার্য্য সাধনে স্ত্রীজাতিই বিশেষরূপে উপযুক্ত। তাহাদিগের কোমল এবং সরল অন্তঃকরণ মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি উদ্দীপন করিয়া দিবার বিশেষ উপযোগী। সমাজকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে সকলে সুশোভিত করিতে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শক্তি যেরূপ কার্য্যকারিণী, অন্য উপায় সেরূপ নহে। অতীব মহৎ এবং পবিত্র কার্য্য সংসাধনার্থে ধরণীতলে রমণীকুলের উৎপত্তি হইয়াছে।

পুরুষের ন্যায় যাবতীয় সামাজিক কার্য্যে সংলিপ্ত হইয়া সাংসারিক লাভ ক্ষতি গণনা করা স্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্য বলিয়া অনুভূত হয় না, তিনি সতত আপন হৃদয়ের কোমল ও পবিত্র ভাব রক্ষা করিতে যত্নবতী হউন, যে অমূল্য অপত্যস্নেহরূপ ভূষণে তিনি ভূষিত হইয়াছেন, সেই পবিত্রভাব প্রসারিত করুন, যে স্বাভাবিক দয়া, দাক্ষিণ্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সুন্দর ও অনুপম গুণ তিনি লাভ করিয়াছেন তাহাদিগের সমুন্নতি সাধনে বিশিষ্টরূপে যত্নশীলা হউন। এই সকল স্বর্গীয় গুণের বিহিতরূপে সমালোচনা এবং নিয়োগ দ্বারা তিনি যে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থা হইবেন, সমধিক বিদ্যা বুদ্ধি এবং পরাক্রম প্রচার দ্বারা সেরূপ মহৎ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইবে না।

এখন পৃথিবীর সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন এবং সংশোধন লক্ষিত হইতেছে। নূতন সত্য, নূতন মত, নূতন পদার্থের, আবিষ্ক্রিয়া লইয়া এতাদৃশ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে যে পুরাতন বিষয়ের

উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করাই সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। আমাদিগের রমণীগণের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে আমরা যাহাতে সেই নূতন বিষয়ের অনুরাগ দ্বারা নীত না হইয়া প্রকৃত উন্নতি প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারি তাহাতে সাবধান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতির সেই পুরাতন মহৎ অধিকারকে আমরা বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে তাহাকে আনয়ন করিতে যেন উদ্যত না হই। মহিলাদিগের হইতে পুরুষের যে শিক্ষা লাভের আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে, সেই শিক্ষা বিধানে তাহারা উপযুক্ত হউন, এবং পুরুষদিগের হইতে মহিলাগণের যে শিক্ষা আশা করা যায় তাঁহারাও সেই শিক্ষা দান করিতে সম্যক পারদর্শিতা লাভ করুন। যিনি যে অভিপ্রায় সাধনে সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি স্বকীয় অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই অভিপ্রায় সাধনে যত্নশীল থাকুন, তাহাহইলে মঙ্গলময় পুরুষের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব হে দেবভাবসম্পন্না নারীগণ! তোমাদিগের প্রকৃতিতে সেই প্রকৃতিবিধাতা যে সকল স্বর্গীয় পবিত্রভাব বিধান করিয়াছেন, যথাবিধিরূপে তাহাদিগের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হও।

বিজ্ঞান-বিষয়ক।

প্রশ্নোত্তর।

প্র। বায়ুর প্রয়োজন কি?

উ। বায়ুদ্বারা জন্তু ও উদ্ভিদ্দিগের জীবন রক্ষা হয়, শব্দ উৎপন্ন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। বায়ু না থাকিলে কেহ বাঁচিতে বা নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারিত না, কোন কথা শুনা যাইত না এবং কোন দ্রব্য দগ্ধ বা প্রজ্বলিত হইত না।

প্র। বায়ু যদি অচেতন পদার্থ, তবে একস্থান হইতে অন্য স্থানে কি প্রকারে চলিয়া বেড়ায় এবং

ঝড়ের সময় গাছ পাহাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং সাগরকে তোলপাড় করিয়া তুলে?

উ। বায়ু আপনার ইচ্ছায় চলিতে পারে না। তবে যেমন জল গরম করিলে 'টগ বগ' করিয়া ফুটে এবং নিচের জল উপরে ও উপরের জল নীচে গিয়া পড়ে, বায়ুও সেইরূপ সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত হইলে চারিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই কখন মৃদু বায়ু ও কখন প্রচণ্ড ঝড় উৎপন্ন হয়।

প্র। বায়ু কি সকল সময়েই থাকে?

উ। পৃথিবীর চারিদিকে সর্ব্বক্ষণই বায়ু রাশীকৃত রহিয়াছে, ইহাকে বায়ু মণ্ডল বলে। বায়ু স্থির থাকিলে তাহা আছে কি না বোধ হয় না, কিন্তু বেগে ছুটিয়া গেলে ত্বক্ অর্থাৎ গার ছাল দিয়া টের পাওয়া যায়। একটা ছাতা খুলিয়া দৌড়িলে আরও স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্র। যে গৃহে বায়ু সঞ্চারের পথ নাই, তাহা এত পাড়াকর কেন?

উ। জল যেমন রুদ্ধ হইলে পচিয়া পাড়াজনক হয়, বায়ু গৃহে রুদ্ধ থাকিলে দূষিত হয়, দূষিত বায়ুই পাড়ার কারণ। স্রোতের জলের ন্যায় বায়ুরও প্রবাহ বহিলে তাহা বিশুদ্ধ হয় এবং তাহা সেবন করিলে সুস্থতার বৃদ্ধি হয়।

প্র। মেলা ও যেখানে নৃত্য গীতাদির উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম, সেখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যকর কেন?

উ। বায়ুর মধ্যে অম্লজান ও যবক্ষারজান এই দুই প্রকার বাষ্প আছে, তন্মধ্যে অম্লজান প্রাণ রক্ষক। যেখানে অনেক লোকের শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেখানকার প্রাণরক্ষক বাষ্প—অম্লজান বিনষ্ট হইয়া যায়, আলোক জ্বলিলে তাহার আরও শীঘ্র ক্ষয় হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রাণ ঘাতক অতি অহিতকর বাষ্প প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্র। অত্যন্ত উষ্ণ গৃহ অথবা যেখানে বহু লোকের সমাগম হয় তথা হইতে হঠাৎ শীতল স্থানে গমন করিলে অথবা অতিশয় শীতল স্থান হইতে হঠাৎ উষ্ণস্থানে আসিলে বিপদ ঘটে কেন?

উ। তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম,—আমাদের বুকের মধ্যে শ্বাস যন্ত্র অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ আছে তাহাদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন হয়। অত্যন্ত উষ্ণ হইতে শীতল অথবা শীতল হইতে উষ্ণ স্থানে

গেলে শ্বাস যন্ত্রে বিষম আঘাত লাগে, ইহাতে অনেক স্থলে হঠাৎ মৃত্যু ঘটিবারও সম্ভাবনা। দ্বিতীয়,—আমাদের শরীরের রক্ত অধিক উষ্ণ স্থান হইতে শীতল স্থানে গেলে জমিয়া যায়, এবং শীতল স্থান হইতে এককালে উষ্ণস্থানে গেলে অত্যন্ত বেগে চলে। ইহাতে রক্ত-স্থলী ফাটিয়া অথবা রক্ত চালনার অন্যরূপ ব্যতিক্রম হইয়া হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে। এই কারণে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যখন শরীর উষ্ণ হয় তখন স্নান করা অথবা অন্য কোন প্রকারে শরীর শীতল করিতে যাওয়া নিষিদ্ধ। এইরূপে অনেকের প্রাণ সংশয় ও মৃত্যু হইয়াছে।

প্র। খনি, কূপ অথবা অনেকদিনের রুদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলে প্রাণনাশের সম্ভাবনা কেন?

উ। ঐ সকলের মধ্যে অঙ্গারক নামে এক প্রকার বাষ্প জন্মে তাহা জীব-শরীরের পক্ষে নিতান্ত অপকারী। ঐ বায়ু পরীক্ষার জন্য একটি আলোক জ্বালিয়া তাহার মধ্যে ধরিতে হয়, যদি আলোক নির্ব্বাণ না হয়, তবে তাহাতে জীবণ নাশ হইবে না। যদি আলোক নিবিয়া যায়, তাহা হইলে সে বায়ু নিশ্চয় অপকারী। তাঁহার প্রতীকারের জন্য এক পাত্র চুণ তাহার মধ্যে নামাইয়া তাহার উপরে অল্পে অল্পে জল ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে বায়ুর দোষ কাটিয়া যায়।

প্র। অত্যন্ত গরমী হইলে ক্লান্তি ও অসুখ বোধ হয় কেন?

উ। অধিক উত্তাপে বায়ু হাল্‌কা হইয়া আমাদের শরীরের উপর বলে চাপিতে পারে না সুতরাং আমাদের শরীর মধ্যই বায়ু বিস্তারিত হইয়া গ্রীষ্মকালে ক্লান্তির কারণ হয়।

প্র। পর্ব্বতের উপরে বা কোন উচ্চস্থানে উঠিলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সম্পাদন এত কঠিন, হয় কেন?

উ। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন দেশ অপেক্ষা উচ্চদেশের বায়ু লঘু বা হাল্‌কা। সুতরাং তাহার ভার শরীরের উপর অধিক না পড়াতে শরীর মধ্যস্থ বায়ু বিস্তারিত হইয়া ক্লেশ জন্মায়। অধিক উচ্চে উঠিলে শরীরের বায়ু এত হাল্‌কা হয় যে চর্ম্ম ফুঁড়িয়া রক্ত বহির্গত হইতে থাকে। কেহ কেহ বেলুনে অধিক দূর উঠিতে গিয়া নিশ্বাস রোধ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া ছিলেন।

প্র। আমরা প্রায় ৪০০মণ বায়ু শরীরের উপর বহণ করিতেছি,

তথাপি ক্লেশ বোধ হয় না কেন?

উ। আমাদের শরীরের মধ্যে যে বায়ু আছে, তাহার এরূপ শক্তি যে ঐ বহু পরিমাণ বায়ুর চাপ নিবারণ করিতে পারে। ইহাতেই শরীরের উপর আর কোন ভার বোধ হয় না। যেমন মৎস্যেরা অগাধ জলের মধ্যে থাকিলেও তাহাদের কষ্ট হয় না।

প্র। বেলুণ যন্ত্রে বায়ুর উপরে কিপ্রকারে উঠা যায়?

উ। জলের উপরে শোলা ও তৈল এবং বায়ুর উপরে ধুম যে কারণে উঠে, বেলুনও সেই কারণে আকাশে উঠিয়া থাকে। বেলুন যন্ত্রের মধ্যে অত্যন্ত হালকা এক প্রকার বাষ্প দেওয়া হয় তাহা বায়ু অপেক্ষা, ধূম অপেক্ষাও অনেক লঘু। ঐ বাষ্প বেলুন যন্ত্রকে এত লঘু করিয়া ফেলে, যে বায়ুর উপরে তাহা অনায়াসে উঠিতে পারে।

প্র। বায়ু মান যন্ত্র কারে বলে?

উ। চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু কত লঘু বা ঘন হইল ইহা জানিবার জন্য একটী কাচের নল বা সিসী ব্যবহার করা হয়। ইহার কতক ভাগ পারে যে পূর্ণ থাকে এবং পরিমাণ করিবার জন্য কাচের উপরে অঙ্কে পাত করা থাকে। বায়ু লঘু হইলে পারদ বিস্তারিত হইয়া উঠে এবং ঘন হইলে জমাট হইয়া নামিয়া পড়ে। বায়ু মান যন্ত্রদ্বারা ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ জানা যায়। ঝড়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বায়ু স্থির এবং গাঢ় হয়, তাহাতে বায়ুমানের পাদের এককালে নামিয়া পড়ে।

প্র। ঝড় দ্বারা কোন উপকার হয় কি না?

উ। সময় সময় নানা কারণে বায়ু দূষিত হয়, ঝড় দ্বারা তাঁহার দোষ অনেক কাটিয়া যায়। বজ্রাঘাত এবং অগ্ন্যুৎপাত দ্বারাও এইরূপ উপকার ঘটে। রোমে এক সময় বায়ুর দোষে মারীভয় হইয়াছিল, কতক গুলি গৃহ দগ্ধ করিয়া সেই বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান

পরিশ্রম।- পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমাদিগের শরীর অল্প অল্প অলক্ষ্যরূপে ধ্বংস হইতেছে আমাদের শারীরিক পরিশ্রমই তাহার কারণ অর্থাৎ আমরা শরীর চালনা করি বলিয়াই আমাদের শারীরিক পরমাণু ক্রমে ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। যদি আমরা আমাদের

শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের শারীরিক বিনাশ প্রায় অনুভূত হইবে না। সুতরাং তাহা হইলে আমাদের শরীর অপেক্ষাকৃত স্থূল হইবে বটে কিন্তু তাদৃশ সবল ও সুস্থ হইবে না।

পরিশ্রম দ্বারা আমাদের শরীর দৃঢ়িষ্ট ও বলিষ্ট হয়। এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীরের ত্যজ্য পদার্থ সকল দূরিভূত হয় বলিয়া শরীরও সুতরাং সুস্থ হয়। তজ্জন্য দেখা যায়, যে অলস ব্যক্তি অপেক্ষা, পরিশ্রমী লোকেরা সচরাচর নীরোগ ও সবল-শরীর হইয়া থাকে। অলসেরা স্থূলকায় হইতে পারে বটে কিন্তু কদাচ নিরোগী ও সবলকায় হইতে পারে না।

করুণাময় পরমেশ্বর পরিশ্রমকে কেবল শরীরের উপকারী করিয়াছেন এমত নহে; অর্থোপার্জ্জন, গৃহনির্ম্মাণ, কৃষিকার্য্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভাল প্রভৃতি আমাদের সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার আবশ্যক কার্য্য সকল পরিশ্রম ব্যতিরেকে কখন সুনির্ব্বাহ হয় না। আমরা বিনা পরিশ্রমে এসংসারে কদাপি জীবিত ও অবস্থিত থাকিতে পারি না। তজ্জন্য দয়াময় দীননাথ আমাদের সকল প্রকার শুভ কর কার্য্যে পরিশ্রমের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। অতএব পরিশ্রম সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিশ্রম ঘটিত নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম স্মরণ করিয়া রাখা সকলেরই আবশ্যক।

১।—প্রতিদিন অন্যূন ৯। ১০ ঘন্টা পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য।

২।—শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম সকলেরই আবশ্যক।

৩।—পীড়িত অবস্থায় পরিশ্রম অবিধেয়।

৪।—বৃথা পরিশ্রম অপেক্ষা যাহাতে আপনার ও জগতের মঙ্গল সাধন হয়, তদ্বিষয়েই পরিশ্রম করা আবশ্যক। যেমন বিদ্যাশিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি বিষয়ে পরিশ্রম কর্ত্তব্য।

৫।—আলস্য যেমন পরিত্যজ্য, অতি পরিশ্রম তেমনি অনিষ্টকর। অর্থাৎ নিয়মিত পরিশ্রম করা সর্ব্বথা বিধেয়। এবং আলস্যে সময় ক্ষেপ অপেক্ষা অনর্থক পরিশ্রম করাও ভাল।

৬।—পরিশ্রম কালে যদি ক্লান্তি অনুভূত হয় তবে তদ্দ্বারা অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। যে পরি-

শ্রম কালে মনে আনন্দ ও সুখের অনুভব হয় তাহা উপকারী ও কর্ত্তব্য।

৭।—স্নান, আহার, ও নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে পরিশ্রম করা অকর্ত্তব্য।

৮।—পরিশ্রম অন্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম আবশ্যক, তদ্দ্বারা শ্রান্তি দূর হইয়া মনের ও শরীরের স্বাস্থ্য বিধান হয়।

৯।—ব্যায়াম,† সন্তরণ,* ভ্রমণ ইত্যাদিতে পরিশ্রম হইয়া থাকে। যাহাদিগের এরূপ ধন, পদ, ও অবস্থা যে তাঁহাদের তাদৃশ কায়িক পরিশ্রম করিবার আবশ্যক হয় না, তাঁহাদিগেরই ব্যায়াম করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা শরীর সাতিশয় সবল ও সতেজ হয়।

১০।—স্ত্রীলোকেরা গৃহ কর্য্যে পরিশ্রম করিবেন আর পুরুষেরা, ধনোপার্জ্জন ও অন্যান্য প্রয়োজন সাধনে পরিশ্রম করিবেন। অর্থাৎ তাঁহাদের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মেই পরিশ্রম করা উচিত।

* অন্য লোকের ব্যায়াম করা তাদৃশ্য আবশ্যক নহে।

† সন্তরণ দ্বারা বিলক্ষণ অঙ্গচালনা হয় কিন্তু তাহাতে নানা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। ইহা যদিও বিপজ্জনক কিন্তু ইহা শিখিলে আবার অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

১১—শিশুগণ স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রিয় অতএব যে সকল ক্রীড়াতে শরীর চালনা হয়, সেই সকল খেলায় তাহাদিগকে বাধা না দেওয়া উচিত।

সূচি কর্ম্ম।

কাম্বেস্ কাপড় বা গড়া।

আকৃতি ও সংজ্ঞা।

১। এই কাপড় মোটা সূত্তায় নির্ম্মিত, প্রায় আমাদের দেশের গামছার ন্যায় বোধ হয়। পশম বোনা শিখিতে হইলে এইরূপ গড়া চাই। ইহার উপরে ফুল, লতা পাতা বা কোন জন্তুর আকার যাহা মনে করা যায় তাহাই তৈয়ার করা যাইতে পারে।

বুনিবার সঙ্কেত শিখাইতে হইলে অগ্রে অঙ্ক শাস্ত্রের কতক গুলি নাম ও সূত্র না বলিলে চলে না। সে গুলি মনে রাখিলে আমরা পরে যাহা বলিব তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

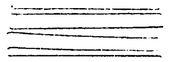

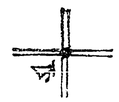

এদেশের তাঁতীরা কাপড় বুনিবার সময় প্রথমে লম্বা দুই দুই সূতা একত্র করিয়া সাজাইয়া যায়, ইহাকে তাহারা সিকার বুনন কহিয়া থাকে। গড়াতে ঐ রূপ সিকার বুননকে রেখা বলা যায়। যথা,—

দুইটি সিকার একত্র হইলে একটি গ্রন্থি বা গাঁইট হয়। গাঁইট সকলকে বিন্দু বলিয়া ধরিতে হইবে। যথা, ক।

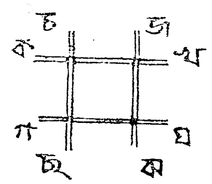

গাঁইটের চারিপাশে ৪ টি ছিদ্র থাকে, উহার এক একটিকে রন্ধ্র কহে।

যদি দুইটী সিকার বুনন, অর্থাৎ রেখা এরূপ থাকে, যে তাহারা যত লম্বা হউক না কেন, কখনই একত্র হইতে পারে না, তাহাদিগকে সমান্তরাল সিকার বা সমান্তরাল রেখা বলা যায়। যথা, কখ, গ ঘ

দুইটি সমান্তরাল সিকার। কারণ উহাদিগকে যত বৃদ্ধি কর, কখনই একত্র হইবেনা। এইরূপ চ ছ, জ ঝ দুই সমান্তরাল রেখা।

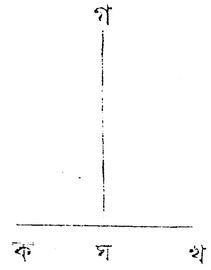

যে রেখা অন্য এক রেখার উপর ঠিক্ সরল ভাব দাঁড়ায়, তাহাকে লম্ব কহে। যথা; গ ঘ, ক খ রেখার উপর লম্ব হইয়াছে।

দুই রেখা মিলিয়া যেখানে এক রেখা না হয় সেখানে একটী কোণ হয়। যথা গ ঘ ও খ মিলিয়া গ ঘ খ কোণ হইয়াছে। লম্বের এক দিকের কোণকে এক এক সমকোণ বলে। গ ঘ খ ও গ ঘ ক প্রত্যেকে সমকোণ। কোণ সমকোণ অপেক্ষা ছোট হইলে সূক্ষ্মকোণ এবং বড় হইলে স্থূল কোণ হয়

এখানে ক সূক্ষ্ম ও খ স্থূল কোণ

যে স্থানের চারিদিক পশম দিয়া ঘেরা হয় তাহাকে একটি ক্ষেত্র কহে। ক্ষেত্র সরল রেখা সকলে ঘেরা থাকিলে এক একটি রেখাকে এক এক ভুজ কহে।

যে ক্ষেত্র তিনটি সরল রেখায় বেষ্টিত, তাহাকে ত্রিভুজ ক্ষেত্র কহে। যথা, ক খ গ।

যে ক্ষেত্র ৪ টি রেখায় বেষ্টিত যাহার বাস চতুর্ভুজ, বা চতুষ্কোণ যথা, ক খ গ ঘ।

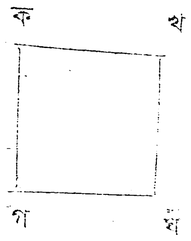

যাহার ৫ টী ভুজ তাহাকে পঞ্চভুজ এবং যাহার ৬ টি ভুজ তাহাকে ষড় ভুজক্ষেত্র বলে। ইত্যাদি।

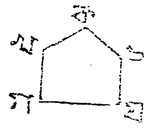

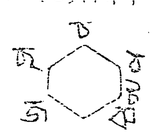

যে চতুর্ভুজের ৪ টি ভুজ পরস্পর সমান এবং প্রত্যেক কোণ সমকোণ তাহাকে বর্গ বা চৌকা-ক্ষেত্র কহে। ত থ দ ধ একটি বর্গ

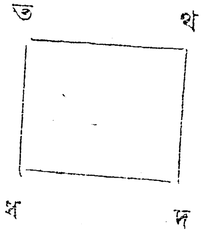

ক্ষেত্র। কাম্বেসের উপর যত কাজ কর না কেন সে সকলই এই ক্ষেত্রের অধীন অর্থাৎ সকল কাজ চৌকার উপরেই করিতে হয়।

যে ক্ষেত্রে এক রেখায় বেষ্টিত তাহাকে বৃত্ত বা গোলাকার ক্ষেত্র বলে। যথা. ক খ গ ঘ একটি বৃত্ত।

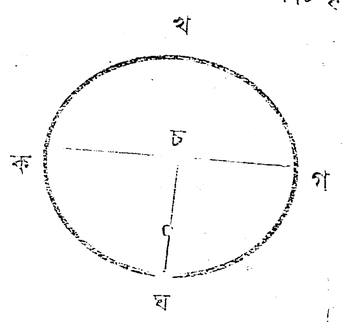

বৃত্তের মধ্যে বিন্দুকে কেন্দ্র এবং বেষ্টন কারী গোল রেখাকে পরিধি অর্থাৎ বেড় বলে। কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত যত রেখা টানা যায়, সকলই পরস্পর সমান। ইহা দিগকে ব্যাসার্দ্ধ বলে। যথা চ ক, চ গ, চ ঘ।

যে রেখা পরিধির একধার হইতে কেন্দ্রের মধ্যদিয়া অপর ধার পর্য্যন্ত যায় তাহাকে ব্যাস বলে। যথা, ক চ গ। বৃত্ত ব্যাসার্দ্ধ দুই সমান ভাগে বিভক্ত হয়, ইহার এক এক ভাগকে এক এক ব্যাসার্দ্ধ বা গোলার্দ্ধ বলে। ইহা ঠিক অর্দ্ধ-

চক্রের ন ায়। যথা, ক খ গ এক ব্যাসার্দ্ধ।

কাম্বেসের উপর ঠিক গোল রেখা বা ঠিক গোলাকার ক্ষেত্র হয় না। কিন্তু তাহাদিগকে গোল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়॥

নূতন সংবাদ।

১ম। এডুকেশন গেজেট পত্রে এইরূপ একটী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি সরল ভাষায় এবং মনোরম গল্পেরছলে সুরাপানের দোষ সকল বর্ণন করিয়া উৎকৃষ্ট নাটক বা আখ্যায়িকা রচনা করিতে পারিবেন তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

২য়। পৃথিবীতে যতই জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা হইতেছে, লোকের মন সাধারণ হিতকর কার্য্য-সকলে ততই প্রবৃত্ত হইতেছে। উত্তর আমেরিকার ওয়াসিংটন নামক নগরে দাস সন্তান গণের সুশিক্ষার নিমিত্ত একটী শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় (কালেজ) সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া প্রভুদিগের দ্বারা পশুবৎ ব্যবহৃত হইয়াছে, নানাপ্রকারে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর যন্ত্রণা এবং কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সভ্যতা প্রভাবে এখন তাহাদগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি বিধানের নিমিত্ত উপায় সকল অবলম্বিত হইতেছে।

৩য়। আমেরিকা নিবাসী শিবডি নামক এক ব্যক্তির দান শীলতা শ্রবণে সকলই চমৎকৃত হইতেছেন। তিনি সভা, বিদ্যালয় ইত্যাদি সাধারণ হিতকর কার্য্যে সমুদয় ১৫৬৫৮০০০ এক কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ্য আটান্ন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এ প্রকার শিক্ষোন্নতি এবং সাধারণ হিতজনক কার্য্য সকলের ব্যয়ে অর্থের সার্থকতা করিবার উদার প্রবৃত্তি আমাদিগের দেশীয় ধনাঢ্যগণের মনে কতদিনে জন্মিবে।

৪র্থ। বিগত ৮ই এবং ১০ই বৈশাখে এই কলিকাতায় দুইটি দেশীয় স্ত্রীলোক সপত্নী-বিবাদে আত্ম হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তদ্দ্বারা একটীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, অপরটী মৃতবৎ হইয়া পুনরায় জীবিত হইয়াছে। বহুবিবাহ যে বহুদোষের আকর তাহা প্রতি নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াও অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের চৈতন্য হয় না, ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয়!!

৫ম। ইহা অতিশয় আহ্লাদের

বিষয় যে আমেরিকাতে স্ত্রীলোকেরাও এখন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল তথায় ৩০০ তিন শত স্ত্রীলোক চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন এবং নিউইয়র্কে ৯ নয়টী ও বোষ্টন নগরে ৫ পাঁচটী স্ত্রীলোক চিকিৎসাশাস্ত্রে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল বামা-চিকিৎসকগণের প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইতেছে। আমাদিগের পাঠিকাগণ এই সকল সংবাদ, আপনাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞান কি আর বিদ্যা বলিয়া গৌরব করিতে পারেন?

৬ষ্ঠ। বিশাখা পত্তন নগর নিবাসী জমীদার সূর্য্য প্রকাশ রাওয়ের বিধবা বনিতা নিজব্যয়ে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। বালিকাদিগকে বেতন দিতে হইবে না, সমুদয় ব্যয় ঐ গুণবতী স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। এক্ষণে ৩৮ টী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতেছে। ছাত্রীদিগকে সূচীকর্ম্ম এবং সঙ্গীত বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের যত্নে বিদ্যালয় সংস্থাপিত এবং তাহার ব্যয় নির্দ্ধারিত হইতেছে ইহা একটী সামান্য আহ্লাদের সংবাদ নহে। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ রমণীকে ইহার জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন।

৭ম। ত্যাঞ্জোরে এক জন শাস্ত্রীর দুহিতার কতিপয় বক্তৃতা প্রদানের কথাও আমরা সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে।

৮ম। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়র উড়িষ্যার অনাথ বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত মান্দ্রাজে চাঁদা বহি বাহির করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ১০০৲ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

৯ম। গত ১লা বৈশাখ মিস মেরী কার্পেন্টর, নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন। তিনি ব্রিষ্টলে ভারতবর্ষ বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়া বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ বাসিরা তাঁহাকে মহা সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের ভদ্র পুরুষ এবং স্ত্রীদিগকে ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে বিশেষ অনুকুল্য করিতে বলিয়াছেন। আহামদাবাদে তিনি একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় না দেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ভদ্র লোকদিগের সাহায্য দ্বারাও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা আছে।

এই পরিহিতৈষিণী মহিলা এখানে যে কয়েকটী কল্যানকর কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ই নিষ্ফল প্রায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁহার স্বরণার্থক একটী অনুষ্ঠান চিরস্থায়ী হইলেও তাঁহার ভারতবর্ষ দর্শন সার্থক হয়। সাধারণ বঙ্গ সমাজ হইতে যেপ্রকার কেন বিরোধী স্বর উত্থিত হউক না, আমরা এই স্ত্রীশিক্ষানুরাগিনী রমণীকে নিঃসংশয় রূপে বলিতে পারি যে অর্থের অভাব মোচন হইলে, কতিপয় ভদ্রবংশীরা হিন্দু মহিলা দিগকে লইয়া এই কলিকাতা মহানগরীতে আপাততঃ একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হইতে পারে। অর্থের অপ্রতুলতা দূর হইলে সৎবংশীয়া ছাত্রী অভাবে প্রস্তাবটী পরিত্যাগর করিতে হয় না।

বামাগণের রচনা।

কলিকাতা ব্রাহ্মিকা সমাজের উপদেশ।

দুইমাস হইল আমি তোমাদিগকে ঈশ্বর বিষয়ে উপদেশ দিতেছি ইহা আমার যত দূর সাধ্য তত দূর দিয়াছি। তোমরাও প্রতি শনিবারে অনুগ্রহ করিয়া সমাগত হইয়াছ, আমিও ধর্ম্মের আদেশে স্নেহের আদেশে যথাসাধ্য তোমাদের উপদেশ দিয়াছি; তোমরা সেই গুলি বিস্মৃত না হইয়া সাধ্যমতে স্মরণ করিয়া রাখিবে। সেই ক্ষুদ্র উপদেশ গুলিতে তোমাদের মন আকৃষ্ণ হইয়াছে কি না, তাহা তোমাদের হৃদয়ে নিহিত হইয়াছে কি না, তাহা তোমাদের হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছে কি না, তাহা সেই করুণাময় পরমেশ্বর জানেন। হে ভগিনীগণ! তোমরা সংসারের অনিত্যতায় জড়িত হইও না, দেখ, এই সংসারে সেই ঈশ্বর বিনা আর আমাদের উপায় নাই; যাহারা ইন্দ্রিয় সুখ লইয়া মত্তথাকে, তাহাদের জীবন বৃথা যায়, তাহারা সেই অনিত্য সুখকে প্রকৃত সুখ মনে করে, তাহারা সেই বিষপানে

মধুর ন্যায় বোধ করে। হে ভগিনী গণ! তোমরা এই সময়ে সাবধান হও, তোমাদের অবস্থা এখনও উন্নত হয় নাই, ঈশ্বর তোমাদিগকে যত টুকু বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়াছেন তোমরা সেই দুটিকে উন্নত করিতে চেষ্টা কর, তোমাদের হৃদয় পরিষ্কার কর, তোমরা ঈশ্বর কৃপায় উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। তথাপি তোমরা এখন পিঞ্জরের পাখীর ন্যায় বদ্ধ রহিয়াছে, আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে তোমাদের ন্যায় কত তোমাদের প্রিয় ভগণী গণ বন্ধনদশায় কালক্ষেপণ করিতেছেন, কিন্তু তোমাদের অবস্থা তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং তাঁহাদের অবস্থা তোমাদের অপেক্ষা অনেক মন্দ, কারণ তোমরা ঈশ্বরবিষয় সকল জানিতেছ, সংসারের অনিত্যতায় জড়িত হওয়া ভাল নয় তাহা তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তাঁহারা ঈশ্বর কি পদার্থ তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা সংসারের অনিত্য সুখকেই প্রকৃত সুখ মনে করেন। তাঁহারা লেখাপড়াকে গ্রাহ্য করেননা। কিন্তু তোমাদের অবস্থা যতটুকু উন্নত হইয়াছে তাহা অধিক মনে করিও না। তোমাদের যতদূর সাধ্য, জীবন যত দিন থাকিবে ততদিন অবস্থাকে উন্নত করিতে থাকিবে। দেখ, কত লোক জীবনের শেষপর্য্যন্ত ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া তথাপি বলিয়া গিয়াছেন, যে আমি তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অতএব তোমাদের যত দূর সাধ্য হৃদয় উন্নত কর, আমরা কি উদ্দেশে এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। তিনি কি উদ্দেশে আমাদিকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহা সকলেরই জানা উচিত। আমরা কেবল সংসারের কার্য্য করিতে এখানে আসি নাই। যাহাতে পরমেশ্বরকে পাইতে পারি তাহার চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ আমরা তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছি, কেবল সংসারের কার্য্যতে লিপ্ত থাকা আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যাহাতে সংসারে লিপ্ত না হই, আমরা যাহাতে মোহের বশীভূত না হইয়া পড়ি এরূপ চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

আমি যেখানে থাকি তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করি, তোমরা যাহাতে ঈশ্বরের পথে উন্নত হইতে পার, যাহাতে তোমাদের মন নি-

র্ম্মল হয়, যাহাতে তোমাদের মন সংসারের বৃথা আমোদ প্রমোদে রত না হয়, ইহাই আমি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকি। হে ভগিনিগণ! আমি প্রতি শনিবারে তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছি, তাহা তোমরা শুনিয়াই যে কেবল চলিয়া যাইবে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। তোমরা স[illegible] ব্যবহা[illegible] ভগিনী একত্র হইয়া বৃথা আমোদ প্রমোদ করিও না, ভগিনীদের সহিত একত্র হইলে ধর্ম্ম বিষয় কথা কহিবে। আপন আপন হৃদয়ে যে সকল পাপ আছে, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিবে। এবং যে সকল পাপ অজ্ঞানতা বশতঃ করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিবে। এবং আপন আপন হৃদয়ে যে সকল পাপ গূঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। আমার উপদেশে তোমাদের যে উন্নতি হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে কত আনন্দ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা তোমাদিগকে জানাইতে পারি না। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিব বলিয়া প্রতি শনিবারে এখানে তোমাদিগকে উপস্থিত হইতে বলিয়াছি। তোমরা আমার বাক্য অনুসারে নিয়মিতরূপে প্রতি শনিবারে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, ইহাতে আমার হৃদয়ে আনন্দ উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে পারে। হে ভগিনিগণ! তোমরা তোমাদের অন্যান্য ভগিনীগণের মত বৃথা আমোদ প্রমোদ করিয়া সময় কাটাইওনা, তোমরা যেরূপ ব্রাহ্মিকা[illegible] ও কার্য্য ভক্ত কর পাই[illegible] কাহারো [illegible]রয়াছ তদনুরূপ কার্য্য করিবে। কেননা কেবল ব্রাহ্মিকা নাম ধারণ করিলে যথার্থ ব্রাহ্মিকা হয় না, বা ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিল যথার্থ ব্রাহ্ম হয় না। আমাদের হৃদয়ে ঈর্ষা, হিংসা, বিষয়াসক্তি, সংসারের প্রতি আসক্তি রহিল, কিন্তু বাহিরে আমরা ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা বলিয়া পরিচয় দিলাম, এরূপ করা কি আমাদের অন্যায় নয়? আমরা মনুষ্যকে লুকাইয়া পাপ করিলাম বটে, কিন্তু সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বর পাপের দণ্ড বিধান করিবেন; অতএব পাপ কর্ম্মকে হৃদয়ে স্থান দিও না। ঈশ্বরের নিকট আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাদের মনকে কুপথ হইতে উদ্ধার করেন। তোমাদের ভিতরে যাহা বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবে। তোমরা আপন আপন হৃদয়ের ভাব যত লুকাইতে চাহিবে

ততই তোমাদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ পাইবে। কারণ মনুষ্যের হৃদয়ের ভাব মুখে যত না প্রকাশ পায় কাযে তত প্রকাশ পায়। তোমরা সকল ভগিনীতে একত্র হইলে ধর্ম্ম ও জ্ঞান আলোচনা করিবে। তোমরা সেই পরম পিতার [illegible] আসিয়াছ, যতক্ষণ ভগিনীদিগের [illegible] কত্র থাকিবে ততক্ষণ ঐ সকল বিষয়েরকথা কহিবে। তাহা হইলে তোমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। তোমরা কুসংস্কার সংশোধন কর, তাহার সহিত হৃদয় পরিশুদ্ধ কর; হৃদয় পরিশুদ্ধ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। তোমদের মন এখনও দুর্ব্বল, তোমরা একেবারে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করিতে পারিবে না। অল্পে অল্পে ধর্ম্ম-সঞ্চয় করিবে। তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিবে।

শ্রীস্বর্ণলতা ঘোষ।

আমরা নিম্নে যে বামারচনাটী প্রকাশ করিলাম, কাহার কাহার মনে উহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পরে। ফলতঃ আমাদিগেরও প্রথমতঃ সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু বিহিত অনুসন্ধান দ্বারা সে সন্দেহ একপ্রকার দূর হইয়াছে। রচয়িত্রীর হস্তাক্ষর রচনাটী আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিতে পাইলে বামাবোধিনীতে বামারচনা প্রকাশ বা উদ্ধৃত করা হয় না।

জগদীশ করেছেন জগত সৃজন,
যতকিছু বস্তু সব সুখের কারণ।
সুখময় যিনি তাঁর কার্য্য সুখময়,
সুখের বিষয়ে কভু দুঃখ নাহি রয়।
তবে যে পাইছে কষ্ট নরগণ এত,
আপনার ক্রিয়া দোষ নহে অবগত।
তাঁহার প্রদত্ত যাহা সুখের কারণ,
একটী ইহার নহে অসার সৃজন।
কাম আদি যত বৃত্তি নিকৃষ্টে
[গণিত,
সকলি শিবের হেতু হয়েছে সৃজিত।
ছয় রিপু রিপু বলি অনেকেই বলে,
রিপু নয় রিপুগণ হিতকারী ফলে।
অরাতি শাসন হেতু দ্বেষের সৃজন,
ক্রোধের উদ্ভব দুষ্ট করিতে
[দমন।
প্রজার উৎপত্তি হেতু কামের
[উৎপত্তি,
পালিতে শৈশবকাল মোহের
[আরতি।

এইরূপে রিপুগণ সবে স্থিতে রত,
ঐশিক আদেশে কার্য্য করে
স্বভাবতঃ।
প্রকৃতিরে রোধিবারে সাধ্য আছে
[কার,
বিপরীত ফললাভ বিপরীতে তার।
স্বভাবের কর্ত্তা যিনি জগত ঈশ্বর,
যাঁহার আদেশ এই মানব উপর।
স্বভাবের ভাব বুঝে কর ব্যবহার,
উপরে উঠনা হও অনুগামী তার।
শ্বাপদাদি করি দেখ যত পশুগণ,
সবে স্বভাবের পথে করে বিচরণ।
বিভু দত্ত সংস্কারে করেছি ভ্রমণ।
সাধ্য কি উপরে উঠে করিয়া লঙ্ঘন।
নাহি বটে নরকুলে সেই সংস্কার,
কিন্তু বোধ দিয়াছেন বিনিময়ে
[তার।
বোধবলে দেখ দেখি করি বিতর্কন,
লঙ্ঘিলে স্বভাবে হয় কাহাকে
[লঙ্ঘন।
স্বভাবতঃ রিপুগণ বপুবাসে স্থিত।
যার যে স্ববৃত্তি তাহা পালিতে উদ্যত।
যেরূপ শরীর ক্ষয়ে ক্ষুধার উদয়,
ইঙ্গিতে করিয়া জ্ঞাত অভাব নাশয়।
ক্ষুধারে দমন করি রাখ কিছু
[দিন,
নাশিবে জীবন ক্রমে তনু হয়ে ক্ষীণ।
সেইরূপ রিপুগণ যার যে সময়,
যথাযোগ্য কাল পেয়ে হইবে উদয়।
কি সাধ্য তোমার তারে রোধ
[করিবারে।
বিপরীত ফল পাবে রোধিলে
[তাহারে।
প্রদীপের পশ্চাতে যেরূপ অন্ধকার,
কার্য্যকারণেতে আছে যোগ সে
[প্রাকার।
প্রতি কার্য্য তত্ত্ব কর পাই[illegible]
কাহারো উদ্ভব নহে বিনা প্রয়ো-
[জন।
তবে কেন কায্য কর বিপরীত তার,
না হয় চেতন কি দেখিয়া বার বার।
ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা যুগল প্রবাহে,
প্লাবিত হয়েছে দেশ আর নাহি
[রহে।
দারুণ বৈধব্য দশা অসীম যাতন,
সহিতে নারিয়া দেখ কত নারীগণ।
অনায়াসে অপথে করিছে পদার্পণ।
ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি অধর্ম্ম অর্চ্চন।
বিধবাবিবাহ কিহে এ হতে দূষণ;
যুক্তি ও স্বভাবসহ নহে কি মিলন
শাস্ত্র কি নিষেধ করে দেখায়ে
[কারণ।
বল হে বল হে সুধী নিষেধ কারণ।
ধন্যরে কুসংস্কার তোমারে বাখানি,
স্বর্গীয় আদেশ লঙ্ঘে তোরে শ্রেষ্ঠ
[মানি।
দুরাচার দেশাচার কি তোর শাসন,
কেমন কঠিন প্রাণ দয়াহীন মন।

অবলার প্রতি কেন এত নিদারুণ,
চির ব্রহ্মচর্য্য বিধি করেছ অর্পণ।
বিধবার দেহ কি হে পাষাণে
[নির্ম্মিত,
জড় পিণ্ডবৎ সুধু চেতনারহিত।
নাহি কি মনোজবৃত্তি নাহি রিপুগণ,
রস রক্তে দেহ কিহে হয়নি সৃজন।
বহু পাপ করিয়া অবলা জা[illegible]ছে,
ভারত মাঝারে হিন্দু রমণী হয়েছে।
একেত অভাবে শিক্ষা বিদ্যালোক
[হীনা,
সদা অন্তঃপুরকদ্ধা বন্দিনী সমানা।
হিতাহিতজ্ঞানহীন পশুর সমান,
তারোপরে এই দশা করেছ বিধান।
করেছ করেছ তাহে ক্ষতি কিছু
[নাই,
তোমাদের কি হইবে ভাবি সদা
[তাই।
ইহারা করেছে পাপ ভোগে হবে
[ক্ষয়।
কিন্তু তোমাদের পাপ হতেছে সঞ্চয়।
রাশি রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ হয়েছে সঞ্চিত,
পরিণাম বলে বোধ নাহি কি
[কিঞ্চিত।
জগত পিতার কাছে কি কথা কহিবে,
অন্তর্যামী তিনি তাঁরে কিসে
[প্রতারিবে।
অপার করুণা তাঁর হেরেও নয়নে,
নহে কি সদয় ভাব আভির্ভাব মনে।

মহারাণী বিক্টোরিয়া ইংলণ্ডবাসিনী,
তাঁরোপরে কত ভক্তি প্রভু বলে
[গণি।
গবর্ণর জেনেরল অধীন তাঁহার,
তাঁরে দেখি নত আঁখি নম্র ব্যবহার।
ভয় কি ভক্তির বলে কর এ প্রকার,
যা হউক করিতে হয় নীতি ব্যবহার।
বলহে সুসভ্যদল জিজ্ঞাসি এখন,
[illegible] পতি ভাব আছি কি
[তেমন।
আছে কি শাসন ভয় আছে
[ভালবাসা।
অপ্রত্যক্ষ বলে কহে অস্তিত্বে
[নিরাশা।
ব্যভারে নাস্তিকবৎ অস্তি বোল
[মুখে,
নতুবা দুর্দ্দশা এত কেন বঙ্গলোকে।
ভ্রূণরক্তে ভারতের কেন হে দূষণ,
কে দিবে বেশ্যার দলে উৎসাহ
[এমন।
প্রতি গ্রাম প্রতি পল্লি পূরেছে
[বেশ্যায়।
নাশিছে অগণ্য শিশু হায় হায় হায়।
অবলার আচরিত পাপ দাবানলে,
দিতেছ অহুতি সবে উৎসাহ অনিলে।
কোথা বিভু কৃপাময় করি নমস্কার,
কাতরা কিঙ্করীগণে হের একবার।

বারাসতস্থ কোন ভদ্র কুলবালা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৭শ সংখ্যা। } আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৪ { ৩য়-ভাগ

শ্রদ্ধা।

(মহাভারত হইতে সঙ্কলিত।)

" অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক ?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! দেহিগণের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা তিন-প্রকার; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অধম। তাহাদের আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানে এই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা প্রকাশিত হইয়া থাকে; এবং তদনুসারে তাহাদিগকে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক লোক বলা যায়।

১—সাত্ত্বিকেরা জীবন, উৎসাহ, বল, আরোগ্য সুখ ও রুচি বর্দ্ধন, রসযুক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী পবিত্র দ্রব্য আহার করিয়া থাকেন। রাজসেরা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অত্যন্ত ঝাল ও দুঃখ শোক ও রোগপ্রদ আহার ভাল বাসেন। তামস লোকে বহুক্ষণের পক্ব, শুষ্ক, দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র ভোজ্য অভিলাষ করেন।

২—ফল কামনা না করিয়া একচিত্তে কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে যে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলে। ফললাভ বা মহত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় তাহাই রাজসিক। সুনিয়ম, দরিদ্রের প্রতি দয়া, গুরুলোকের প্রতি সম্মান ও ভক্তি, এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে যে যজ্ঞ কৃত হয় তাহাই তামসিক।

৩—প্রাজ্ঞ, গুরু ও মহৎ লোকদিগের সম্মাননা, শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা,—শারীরিক তপ; অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং বেদ অভ্যাস,—বাচনিক তপ; চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা, মৌন, আত্ম-নিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি,—মানসিক তপ। ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক। মান মর্য্যাদা, পূজা লাভ ও দম্ভ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে তপ, তাহাই রাজসিক, এই তপস্যা অনিয়মিত ও ক্ষণিক। যে তপস্যা আত্মপীড়া দ্বারা অথবা অন্যের অনিষ্ট সাধন মানসে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসিক।

৪—দান করা কর্ত্তব্য এই জ্ঞানে, দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনায় অনুপকারী ব্যক্তির প্রতি যে দান তাহাই সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকার বা স্বর্গাদির উদ্দেশে ক্লেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই রাজসিক। অনুপযুক্ত স্থানে, অনুপযুক্ত কালে, অপাত্রে এবং অশ্রদ্ধা ও তিরস্কার সহ যে দান তাহাই তামসিক।

মহাভারতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বলিয়া যে তিনপ্রকার লোকের বর্ণনা করিয়াছেন, এই সংসারে আমরা সকল কালে ও সকল দেশে সেইরূপ লোক দেখিতে পাই। পৃথিবীতে চিরকালই উত্তম, মধ্যম ও অধম লোক বাস করিতেছে। উত্তম লোকদিগকে দেবগণের মধ্যে গণনা করা যায়। তাঁহারা সংসারের সুখে উন্মত্ত বা দুঃখে কাতর না হইয়া ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া চিরজীবন ভক্তি

সহকারে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করেন। তাহাদের কোন প্রকার স্বার্থ নাই। তাহারা স্বর্গের সুখের লোভ করেন না এবং নরকের অগ্নিরও ভয় করেন না। সুখ হউক আর দুঃখই হউক সকল অবস্থায় সমানভাবে ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করেন।

রাজসিক লোকেরা মধ্যম প্রকারের লোক। তাহারা লোকের অহিত কামনা করেন না, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু তাহাদের সকল কার্য্যে স্বার্থসাধনই একমাত্র অভিসন্ধি। তাহারা লোককে দান করেন কেন না তাহারা প্রসংশা করিবে, মহৎকার্য্য সাধনের অনুষ্ঠান করেন কেন না তাঁহাদের যশকীর্ত্তি চিরকাল থাকিবে, ঈশ্বরকে পূজা করেন, কেন না আয়ু, যশ, পুত্র পরিবার ও ধন ধান্য বৃদ্ধি হইবে এবং অন্তে স্বর্গের অনুপম সুখ ভোগ হইবে। এরূপ ব্যক্তিদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হয় না।

তামসিক প্রকৃতির লোক সকল অপেক্ষা জঘন্য। তাহারা সাধনের জন্য বা লোকের উপকারের জন্য অভিলাষ করে না, পাপ করিয়া ও প্রাণিগণকে পীড়া দিয়া আপনার সুখ বর্দ্ধন করিতে যায়। তাহারা ইহলোকে অপযশের ভয় বা পরলোকে নরকের ভয় কিছুই করে না। তাহারা চুরি, দস্যুতা, প্রতারণা, বিবাদ ও হত্যা করিয়া আপনাদের সুখ বৃদ্ধি করিতে যায়, কিন্তু শেষে সমূলে বিনাশ পায়। এরূপ লোকে রাক্ষস ও পিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরে নরক সমান আত্মগ্লানি তাহাদের চিরযন্ত্রণার কারণ হয়।

মনুষ্যের যতদূর সাধ্য সাত্ত্বিক পথ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। তাহা দ্বারাই মুক্তিলাভ ও অনন্দ স্বরূপ ঈশ্বরের বিমল সহবাস উপভোগ করা যায়।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার।

এদেশের প্রায় অধিকাংশ লোকের এরূপ সংস্কার আছে, যে স্ত্রীলোকেরা কেবল ক্রীত দাসীর ন্যায় গৃহকার্য্য করিবে, তাহারা গৃহের সামান্য কার্য্য ব্যতীত, পুরুষদিগের ন্যায় কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।

যতদিন পর্য্যন্ত এই দূষণীয় ভ্রম লোকের মন হইতে দূরিভূত না হইতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের জীবনের যথার্থ কার্য্য বুঝিতে না পারিতেছে, ততদিন এদেশের ভাবি উন্নতির অল্পই সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকেরা যে দাসীর মতন নহে, তাঁহাদের যে পুরুষদিগের ন্যায় মনোবৃত্তি আছে, এবং তাঁহারা যে সেই সকল মনোবৃত্তি মার্জ্জিত করিয়া পুরুষদিগের সমতুল্য হইতে পারেন; ইতিহাস পাঠে এবং এই উন্নতিশীল অবস্থার প্রতিদিনের ভাব মনোযোগ করিয়া দেখিলে অনায়াসেই প্রতীতি জন্মিতে পারিবে।

এখনকার নব্য সম্প্রদায় মহাশয়েরা যদিও জ্ঞানেতে বৃদ্ধ দল অপেক্ষা, স্ত্রীলোকদিগের জীবনের কার্য্য অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিতেছেন, তথাপি কার্য্যের সময় তাঁহারা চির-সংস্কার বশতঃ স্ত্রীলোকদিগকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করেন—যাঁহারা গৃহের শ্রী স্বরূপা তাহারা তাঁহাদিগকেই গৃহের দাসী করিয়া রাখেন।

ন্যায়বান ঈশ্বর যখন স্ত্রী পুরুষ সৃজন করেন, তখন উভয়কেই একরূপ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। এই যে ইংরাজেরা, যাঁহাদিগের সাহায্যে আমরা বিদ্যালাভ করিতেছি, যাঁহাদের শাসনাধীন থাকিয়া আমরা এত উন্নতি লাভ করিতেছি, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব মনোবৃত্তি মার্জ্জিত ও উদ্দীপ্ত করিয়া কেমন আপনাদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় উন্নত করিয়াছেন। যাঁহার রাজত্বে থাকিয়া আমাদের এত সুখভোগ হইতেছে তিনি "স্ত্রীলোক" মহারাণী ভিক্টোরিয়া, পুরুষ নহেন। কত স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ভার গ্রহণ করিয়া পুরুষদিগের ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। কত স্ত্রীলোক লোকের হিতের নিমিত্ত পুরুষদিগের ন্যায় পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

মিস্‌কার্পেণ্টার, যিনি সম্প্রতি এই কলিকাতা মহানগরীতে আসিয়াছিলেন, ইনি কত বড় মহৎ লোক। ভয়ানক দুস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইয়া একমাত্র এদেশের স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি পুরুষদিগের সভায়, পুরুষদিগের মধ্যে কেমন প্রকাশ্যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি কত পুস্তক নিজে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিবাহ করিলে পাছে কেবল এক স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় ঐ হিতৈষিণী রমণী বিবাহ করেন নাই। বিলাতে কুমারী কব নামক একজন স্ত্রীলোক কেমন নীতি পূর্ণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব পূরিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অতি পাপীর মনও ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসুক হয়।

এই কলিকাতা নগরেতেও কত বিবি কত লোকের বাটীতে গমন করিয়া শিক্ষা প্রদান করেন, ইহা প্রতি দিনই আমাদের দেশের লোক প্রত্যক্ষ করিয়াও স্ত্রীলোকদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করেন, ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে !!

পুরুষেরা মনে করেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের নিজের অধিকার দিলেই, এবং ভাল পথ প্রদর্শন করিলেই তাহারা আর সংসার কার্য্যে মনোযোগ দিবে না, সর্ব্বদাই পুস্তক ও পশম লইয়াই সময় যাপন করিবে। এই ভয়ানক ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে স্ত্রীলোকদিগের যথার্থ অধিকার দিতে ইচ্ছা করেন না। ইহা যথার্থ বটে যে স্ত্রীলোকেরা গৃহে থাকিয়া গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন

এবং পুরুষেরা বাহিরের কষ্টসহ কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবেন, বলিয়া যে স্ত্রীলোকেরা গৃহের অতি ঘৃণ্য, নিকৃষ্ট কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবে, এবং পুরুষেরা যে তাঁহাদিগের উপর একাধিপত্য করিবে ইহা কখন ন্যায়বান সৃজনকর্ত্তার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

স্বামী পীড়াগ্রস্থ হইলে, স্ত্রী প্রাণ মন শক্তিতে তাঁহার সেবা করেন, যদি সেবার কিছু মাত্র ত্রুটী হয়, স্বামীর আর ক্রোধের সীমা থাকে না; স্ত্রীর পীড়া হইলে স্বামী, তাঁহার সেবা করা দূরে থাকুক, পীড়ার অবস্থাও একবার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করেন না; তিনি নিজের কার্য্যতেই ব্যস্ত থাকেন।

স্ত্রী বিধবা হইলে, তিনি আর বিবাহ করিতে পারেন না; কিন্তু পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইলে, তিনি অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিবেন। স্ত্রীলোক কুপথগামিনী হইলে তাঁহার আর কলঙ্কের সীমা থাকে না, ইহকালে সকলের ঘৃণাস্পদ হইয়া জীবিত থাকিতে হয়; কিন্তু পুরুষ দুষ্কৃয়াশক্ত হইলে লোকে তাহার কোন নিন্দা না করিয়া বরং কখন কখন পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করা, যদি দুষ্কর্ম্ম করা ঈশ্বর নিয়ম বিরুদ্ধ হয় তবে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে যেমন নিয়ম, পুরুষদিগের পক্ষেও তদ্রূপ; কিন্তু পুরুষেরা এমনি স্বার্থপর ও সুখ প্রিয় যে নিজের সুখ কখনই বিস্মৃত হইতে পারেন না।

সন্তান সন্ততি হইলে পুরুষেরা মনে করেন যে কেবল মাত্র স্ত্রীলোকদিগের উপরই তাহাদিগের লালন পালন ও সেবা-সুস্থর ভার। পুরুষেরা সন্তানগণের লালন-পালনের অংশভার গ্রহণ করিতে আপনাদিগকে অবমানিত ও নীচ মনে করেন। সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে, পিতা মাতা উভয়েরই যত্ন চাই, নতুবা কখনই উভয়ের কর্ত্তব্য সাধন করা হয় না। এমন দেখা যায় যে লোকে অবস্থা অনুসারে সন্তান সন্ততির প্রতিপালন জন্য দাস দাসী রাখিতে

পারেন না, এবং সেই সকল সন্তানগণের লালন-পালন জন্য একটী মাত্র স্ত্রীলোককে প্রায় সর্ব্বদা বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, ইহা স্বামী প্রত্যক্ষ করিয়াও স্ত্রীর কষ্টের ভার লাঘব করিতে আপনাকে অপমানিত মনে করেন। পুরুষেরা মনে করেন যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা আমরা স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ, এজন্য তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্য করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন। এই গর্ব্বই এদেশের অনুন্নতির এক প্রধান কারণ। এখন পুরুষ মহাশয়দিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য যে, তাঁহারা নিজের গর্ব্বিত ভাব ও স্বার্থপরতা এককালে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে যথাযোগ্য মান্য ও ভক্তি করিতে শিক্ষা করুন, এবং স্ত্রীলোকেরাও আপনাদিগের নীচ সংস্কার সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবের ন্যায় জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া পুরুষদিগের সাহায্যে অল্পে অল্পে আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিতে যত্নবতী হউন। বঙ্গভূমির এক অর্দ্ধাংশ দিন দিন সভ্য ও উন্নত এবং অপর অর্দ্ধাংশ মলিন ও শুষ্ক হইলে, কখনই মঙ্গল হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

গৃহ ধর্ম্ম।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্ব জ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহি ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবে। তিনি যে যে কর্ম্ম করেন তাহা ঈশ্বরেতে সমর্পণ করেন।

সংসার আশ্রমই মানুষের প্রকৃত আশ্রম। মানুষ স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া সংসারে থাকিবে এবং সংসার ধর্ম্ম পালন করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে যাত্রা করিবে, এইহেতু পরমেশ্বর তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। মানুষ লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিবে ইহা কখন করুণাময় জগৎপিতার অভিপ্রায় নহে।

সংসারই ধর্ম্মের প্রশস্ত ক্ষেত্র। এখানে দীন দরিদ্র দেখিয়া আমাদের মনে দয়ার সঞ্চার হয়. পবিত্র ও মহৎ লোক দেখিয়া আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি প্রবল হইয়া উঠে, পরস্পরে পরস্পরের উপকার করিয়া আমাদের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতা বৃত্তি উৎসাহিত হয় এবং বন্ধুগণের বিশুদ্ধ প্রণয় রস পান করিয়া ও সাধুগণের সহবাস লাভ করিয়া আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ হইতে থাকে। এখানে নানা প্রলোভন ও বাধাবিপত্তি উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসাধনের বিঘ্ন জন্মাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই প্রলোভন ও বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়াই ধর্ম্মের বল দৃঢ়তর হয়। সংসারে যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইয়া জীবন কাটাইতে পারেন তাঁহারই ধর্ম্ম স্থায়ী ও অমূল্য। বনবাসীর ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইতে পারেনা, তাহা হয়ত সংসারের পরীক্ষাতে দাঁড়াইতে পারে না। কষ্টি পাথরে যেমন বিশুদ্ধ সর্ণের পরীক্ষা হয়, সংসার সেইরূপ সত্যধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ সংসার ধর্ম্ম ও সুখের আকর স্থান।

একজন সুপণ্ডিত বলেন যে "সুখের নিমিত্ত সকল ব্যক্তিই লালায়িত, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যে স্থানটি বিশুদ্ধ ও সার সুখের আকর তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিনা। আমরা যে সুখের কারণ দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া বেড়াই তাহা গৃহে বসিয়া অনায়াসে লাভ করা যায়।"

যদি কেহ পবিত্র প্রীতিভাব অর্জ্জন করিতে চাও এবং প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন করিতে ইচ্ছা কর. তবে গৃহ অপেক্ষা সুন্দর স্থান আর কোথাও পাইবে না, করুণাময় পরমেশ্বর পৃথিবীকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাদ্বারা মানবগণের ধর্ম্ম ও সুখ বৃদ্ধি করা কি তাঁহার অভিপ্রেত নহে? আমাদের চিত্ত নানাবিধ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সর্ব্বদা ব্যাকুলিত হইতেছে, সংসারের পাপ, তাপ ও কোলাহলে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, গৃহের কোমল স্নিগ্ধ

ছায়া ব্যতিরেকে আর কিসে তাহার শান্তি ও সুখ বিধান করিতে পারে! মানব প্রকৃতির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যদি দেখিতে চাও, যদি স্বাধীনতা ও অবিচলিত ন্যায়পরতার সহিত নিঃস্বার্থভাব ও উদার করুণার সম্মিলন দেখিতে চাও, তবে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের প্রতি দৃষ্টিপাতকর। তিনি সংসারে তাঁহার কর্ত্তব্যসাধন করিতে যান এবং গৃহে আসিয়া সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করেন। লোকে হিংসা দ্বেষ এবং দুরাকাঙ্ক্ষা পরায়ণ হইয়া ধরাতলকে নর-শোণিতে প্লাবিত করে, কত জনের অশ্রুপাত ও বিলাপের কারণ হয়। কিন্তু গৃহস্থাশ্রম হইতে এরূপ আসুরিক ভাবের উৎপত্তি হয় না। গৃহে আমাদের বীরত্ব এবং অস্ত্র শস্ত্র অন্যপ্রকার। এখানে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও মঙ্গলেচ্ছা রূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া আমরা পাপ ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করি এবং ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের জয় বিস্তারিত করিতে থাকি। গৃহ সকল সময়ে আমাদের অভেদ্য দুর্গ হইয়া দুঃখ বিপদ্ হইতে রক্ষা করে। যে ব্যক্তি গৃহের কল্যাণকর আশ্রয় শিক্ষা পায় নাই, স্বদেশের হিতসাধন, দীন-দরিদ্রের বিপদুদ্ধার এবং সাধারণের মঙ্গল বর্দ্ধনে তাহার চিত্ত কখনই ধাবমান হয় না। গৃহ হইতেই এই সকল সদ্ভাব অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়। পরমেশ্বর অপার করুণা প্রকাশ করিয়া সংসারের শক্তি এরূপ আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে লোকের অসৎ প্রবৃত্তি সকল সহজে দমন হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি চালনা ও পরিমিতাচার শিক্ষার শত শত উপায় সম্মুখে উপস্থিত হয়। ভ্রষ্ট ও নষ্ট স্বভাব লোক যদি দেখিতে চাও, তাহা হইলে পবিত্র ভদ্রাসন হইতে দৃষ্টি স্থানান্তরিত কর। আমোদ প্রমোদ ও বিলাসস্থান দেখ যেখানে তাহাদের অভাব হইবে না। যে যুবা গৃহের প্রতি অনুরাগী নয়, গৃহের সুখ তুচ্ছ করিয়া অন্য সুখের অভিলাষী হয় তাহার চরিত্রে বিশ্বাস করিও না। যে দুর্ভাগা-নারী তাহার সহিত পরিণীতা হইয়াছে, তাহার চিরজীবন বৈধব্যযন্ত্রণা

ভোগ করিতে হইবে, তদপেক্ষা অধিক দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে। কিন্তু বাল্যকাল হইতে গৃহের প্রতি যাঁহার অনুরাগ হয়, এবং গৃহ জনিত পবিত্র সুখে যাঁহার মন আকৃষ্ট হয় তাঁহার নিজের সুখ প্রস্রবণ কখন শুষ্ক হয় না এবং তাঁহার পরিবারবর্গেরও নিত্য কল্যাণ ও আনন্দ লাভ হয়।

সকল দেশের শ্রেষ্ঠ আছে একদেশ,
ঈশ্বরের কৃপা যথা প্রকাশ বিশেষ।
খরতর সূর্য্য যথা করে কর দান,
বিশদ চন্দ্রমা করে স্বর্গের সমান।
বিভাবরী! রূপে গুণে বিক্রমে তাহার,
ধরাতলে সমকক্ষ নাহি দেখি আর।
নবীন যুবক দল প্রণয় পুরিত,
বৃদ্ধগণ তথা জ্ঞানরত্নে বিভূষিত।
নানা দূর দেশে ভ্রমে নাবিক প্রবীণ,
ধনধান্য পূর্ণ ভূমি দেখে অনুদিন।
কিন্তু স্বদেশের মত সুখদ শোভন,
হেরে কোনদেশ কভু তাহার নয়ন?
সুখস্পর্শ স্বাস্থ্যকর যেই সমীরণ,
স্বদেশের অন্য কোথা হয় কি সেবন?
কম্পাস শলাকা যথা ফিরে নানা মুখ,
উত্তর দিকেতে তবু থাকিবে উৎসুক।
নানা দেশ দেখি মন হউক চঞ্চল,
স্বদেশের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে অটল।
এখানে ঈশ্বরের কৃপা আছে সবিশেষ,
জীব শ্রেষ্ঠ মানবের চির প্রিয়দেশ।
সুরপুরী জিনি তথা, আছে সুখালয়,
প্রেমপূর্ণ সুপবিত্র সদানন্দময়।

ভুবন বিজয়ী বীর এক ছত্রধর,
ফেলি অস্ত্র রাজদণ্ড গর্ব্ব আড়ম্বর।
ধরিয়া সামান্যবেশ কোমল হৃদয়,
পিতাপুত্র স্বামীবলি দেনপরিচয়।
নারীর রাজত্ব হেথা! প্রিয় পরিবার,
নিত্য নবসুখ ফুলে সাজায় সংসার।
চির প্রীতি বিকসিত তাহার নয়ন,
দেবতা রক্ষিত যেন, অমর ভুবন।
তার চারি দিকে দেখি সংসারের কাজ,
নাচিছে কোমল শিশু ধরি নানা সাজ।
কোথায় সে দেশ হায় কোথায় সে আলয়?
স্বদেশহিতৈষী তুমি মানুষ তনয়?
অন্বেষ পাইবে যাও যথা ইচ্ছা হয়,
স্বদেশ সে দেশ, নিজালয় সে আলয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। মা! আগুণ কি জড় বস্তু?

মা। বৎসে! জড়বস্তুর গুণ ও লক্ষণত তোমাদিগকে বলিয়াছি, তাহার সহিত আগুণের গুণ ও লক্ষণ মিলাইয়া দেখ না?

সত্য। তুমি বলিয়াছ জড়বস্তু কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, আর যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা টের পাওয়া যায় না, তাহা জ্ঞান বস্তু। আগুণকে চক্ষুদিয়া দেখাযায়, ইহা লালবর্ণ; অতএব আমি বলি ইহা জড়।

মা। ঠিক্ বলিয়াছ, আগুণ জড় বটে। কিন্তু ইহা সামান্য জড়ের মত নয়, ইহাকে সূক্ষ্ম বা বিশুদ্ধ জড় বলা যায়। যন্ত্র দ্বারা বায়ুর ভার মাপা গিয়াছে, কিন্তু আগুণের পরিমাণ কেহ কোনরূপেই মাপিতে পারেন না। একটী লোহার ভাঁটা তপ্ত করিয়া, আর শীতল করিয়া ওজন কর, উভয় বারেই তাহার ভার সমান দেখিবে।

সু। ভাল মা! জড় বস্তু আপনা আপনি কোন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু আগুণের শক্তি দেখিলে কাহার না ভয় লাগে?

মা। আগুণের দাহিকা শক্তি অর্থাৎ অন্য বস্তুকে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু সে তাহার ইচ্ছাধীন নহে, পরমেশ্বরের নিয়মের অধীন। অগ্নিদ্বারা পৃথিবীর পদার্থসকল যেরূপ দগ্ধ হইতে পারে, জল দ্বারা সেইরূপ প্লাবিত এবং বায়ু দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের সকলই ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। প্রাচীন কালের লোকেরা ইহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া ইহাদিগকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনেকেও ইহাদিগকে ভক্তি-ভাবে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা জড় ভিন্ন আর কিছুই নহে, পরমেশ্বরের অদ্ভুত শক্তি ইহাদের মধ্যদিয়া প্রকাশ পায়।

স। পরমেশ্বর অগ্নি বায়ু ও জলের মধ্যদিয়া যে শক্তি প্রকাশ করেন তাহা দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হই, তাঁহার সকল শক্তি কে ভাবিয়া উঠিতে পারে?

সু। অগ্নি জ্বলে কেন?

মা। বায়ুর সংযোগ ব্যতিত আগুণ জ্বলিতে পারে না। বায়ুতে যে অম্লকৃৎ বাষ্প আছে, তাহাতে যেমন আমাদের জীবন রক্ষা করে, সেইরূপ, আগুণ জ্বলিবারও সাহায্য করে। কিছুমাত্র বায়ু না পাইলে আগুণ জ্বলিতে পারে না, এককালে নিবিয়া যায়।

স। এই কারণেই কি আগুণে ফুঁ দিলে বা বাতাস করিলে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে? কিন্তু কিছু আগুণ না থাকিলেও কাটে-কাটে ঘষিয়া আগুণ কিরূপে হয়?

সু। আমিও দেখিয়াছি চকমকীর পাথরে লোহার ঘা দিয়া আগুণ বাহির করা যায়।

মা। সকল পদার্থের মধ্যেই গুপ্ত অগ্নি আছে, অন্যবস্তুর সহিত ঘর্ষণ করিলে তাহা প্রকাশ পায়। তোমাদের হাত যখন শীতল হইয়া যায়, তখন হাতে-হাতে ঘষিলে গরম হইয়া উঠে কেন? হাতের ভিতর অগ্নি থাকে, তাহাই বাহির হয়। কাঠের ও পাথরের মধ্যস্থিত অগ্নিও সেইরূপ খুব ঘর্ষণ করিলে বাহির হইয়া পড়ে।

স। আচ্ছা মা! জলের ভিতরে কি আগুণ আছে?

মা। আগুণ সকল পদার্থেই আছে। তবে যে বস্তু যত শীতল তাহাতে তাপ তত কম। সম্পূর্ণ শীতল বস্তু কিছুই দেখা যায় না। দেখ, জলকে আরও অনেক শীতল করিয়া বরফ করা যায়। বরফে যত তাপ দিলে তাহা জমা হয়, বরফ অপেক্ষা জলে তত পরিমাণে অগ্নি বা তাপ রহিয়াছে, আরও কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সমুদ্রের মধ্যে বাড়বানল বলিয়া এক প্রকার অনল আছে।

সু। জলে যদি আগুণ আছে, তবে আগুণ জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায় কেন?

মা। জল বায়ুর উত্তাপ হরণ করিয়া লয়, ইহাতে অগ্নি বায়ুর সাহায্য না পাইয়া নিবিয়া যায়। জলে একখানি জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলিয়া দিলে কেবল যে নিবিয়া যায় তাহা নয়, তৎক্ষণাৎ জল হইতে কিছু ধোঁয়া উঠিতে দেখা যায়। ঐ ধোঁয়া কোথা হইতে জন্মে? অগ্নির তাপ জলে মিশিয়া যায়, তাহাতে সেই জল আরও বিস্তৃত ও লঘুতর অর্থৎ হাল্‌কা হইয়া ধোঁয়ার রূপ ধারণ করে। এইরূপে অঙ্গারের তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়।

সত্য। আগুণে বাতাস দিলে জ্বলিয়া উঠে, তবে বাতাসে প্রদীপ ও মশাল নিবিয়া যায় কেন?

মা। অধিক বায়ু অল্প পরিমাণ অগ্নির তাপ জ্বালাইতে পারে না, আরও ছড়াইয়া ফেলে, ইহাতে আলোক নিবিয়া যায়।

সু। একটা জিনিষ গরম করিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে আবার শীতল হইয়া যায় কেন?

স। গরম বস্তু হইতে তাপ সর্ব্বদাই বিনির্গত হয় এবং সেই তাপ বাতাস বা নিকটস্থ বস্তু সকলে প্রবেশ করে। এই কারণে গরম বস্তু ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া যায়।

মা। কিন্তু জানিবে, সকল বস্তু সমান তাপে গরম এবং সমান সময়ে শীতল হইয়া যায় না। ধাতু দ্রব্য সকল অগ্নিতে ধরিলে শীঘ্র তপ্ত হয় এবং বাতাসে রাখিলে শীঘ্র শীতল হইয়া যায়। একটী লৌহ শলাকার এক মুখ আগুণে ধরিলে সমুদয় শলাকা গরম হয়। এই জন্য ধাতু দ্রব্য সকলকে তাপ-পরিচালক বলে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যদিয়া তাপ শীঘ্র চালিত হয়। জল ও কাচ প্রভৃতিকে অপরিচালক বলে। একটী কাচের শলাকার একমুখ আগুণে গলিয়া যাইবে কিন্তু অন্য মুখ শীতল থাকিতে

পারে। জলেও উত্তাপ দিলে তাহা এককালে সমুদয় জলে পরিচালিত হয় না; তাহার নিম্নস্থ পরমাণু সকল উত্তাপে লঘু হইয়া উপরে উঠে এবং উপরের পরমাণু সকল নিম্নে পড়িয়াগিয়া উত্তপ্ত হয়, ইহাতে টগবগ করিয়া ফুটিয়া সমুদয় জল গরম হয়। কাচ ও জল উত্তপ্ত হইলে শীঘ্র শীতল হয় না।

সত্য। একটা তপ্ত লোহার শলাকা শীতল স্থানে না রাখিয়া প্রখর সূর্য্যের তাপে রাখিলে শীঘ্র শীতল হয় কেন?

মা। বাতাস শীতল থাকিলে ভারি হয় এবং অগ্নিকে পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যেরতাপে বাতাস লঘু হইয়া বিস্তারিত হয়। এই জন্য তাহাতে লৌহের তাপ বাহির হইবার সুবিধা করিয়া দেয়।

সু। রৌদ্রে আগুন রাখিলে তবেত মিলিয়া যাইতে পারে?

মা। হাঁ, যে বাতাস অগ্নিকে পোষণ করে, সূর্য্য তাহা হইতে অল্পকৃৎ বায়ু কিরণ দ্বারা শুষিয়া লয়; সুতরাং আগুন নিবিয়া যাইতে পারে।

নূতন সংবাদ।

১ম। এডুকেশন গেজেটপত্র সম্পাদক মহাশয় বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে এডুকেশন গেজেট এবং ওয়েল উইসার নামক একখানি ইংরাজী পত্রে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তিনি বিধবাবিবাহ সম্পার্কে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে বিশেষ রূপে উদ্যোগী হইতে বলিতেছেন এবং তৎ কার্য্যে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত অনেক উৎসাহকর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ের নিমিত্ত পল্লীগ্রামে এবং নগর সকলে স্থানে স্থানে দেশহিতৈষীগণের দলবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের এবম্প্রকার কার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ পত্র এবং ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরাজী পত্র লিখিয়াছেন যে মনুষ্যের সৎসাহস এবং ধর্ম্মবলের অভাবই বিধবাবিবাহ প্রচলন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক এবং যতদিন বিধবাবিবাহ ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণনা না হইবে, ততদিন ইহার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইবে না

আর আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণ বিধবাবিবাহ প্রলচন দ্বারা দেশের উপকার সাধন করিতে গিয়া যেন ঈশ্বরের অবমাননা না করেন এই কয়েকটী মর্ম্মে উক্ত সংবাদ পত্রদ্বয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদিগের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় হইতেছে, ফলতঃ ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় বা অন্য উপায় দ্বারা উত্তেজিত না হইয়া মনুষ্য যদি ধর্ম্মের এবং কর্ত্তব্যের আদেশে চালিত হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে বিধবাবিবাহ প্রভৃতি যে সমস্ত দেশহিতকর কার্য্য সাধনে রাশি রাশি বিঘ্নও বাধা চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল কোন বাধাই সেই সৎসাহসিক ও ধর্ম্মবলিষ্ঠ বীরের নিকট বাধা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে এই বাক্যের সত্যতা দর্শন করিতেছি। অর্থবল, জনবল, জ্ঞানবল, ইত্যাদি বিবিধ বল সত্ত্বেও সহস্র সহস্র লোক যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে লোকভয়ে পলায়ন করেন, একমাত্র ধর্ম্মবল প্রভাবে অতি সামান্য লোকেও সেই সকল কার্য্য অকুতোভয়ে সাধান করিতে পারেন।

২য়। রিসড়া বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পাদক উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের বিবরণ লিখিয়া একখান পত্র আমাদিগের নিকট বামাবোধিনীতে প্রকাশার্থে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিষয়টী অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গত ২০সে এপ্রেল শনিবার বেলা দুইটার সময় মৃত দেওয়ান রামনিধি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে রিসড়া বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াগিয়াছে। শ্রীরামপুর কালেজের অধ্যক্ষ রেবারেণ্ড জে, এইচ, এণ্ডারসন সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বালিকাদিগকে রূপার ফুল, রূপার গুঁজি, চিরুণি, ফিতা, পুতুল, পুস্তক মিষ্টখাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। সভাপতি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাহার অর্থ বাঙ্গালাতে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয় যে বিবরণ পাঠ করেন তাহাতে লিখিয়াছেন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দানে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়,

কিন্তু তাহা বিশেষ চেষ্টার দ্বারা অবশেষে পাওয়া হইয়াছে। হিতকরী সভা দ্বারা বাৎসরিক পরীক্ষায় এবৎসর একটী মাত্র ছাত্রী ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাবই এরূপ অনুন্নতির প্রধান কারণ। যে ছাত্রীটী ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছে সেটীও প্রায় দশমাস পীড়া প্রযুক্ত বিদ্যালয়ে অনাগত ছিল। সভাপতি বালিকাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাহার সন্তোষকর উত্তর পাইয়াছিলেন। তিনি পরিশেষে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ, আসিয়া, ইউরোপের মানচিত্রে নগর নদী ইত্যাদি দেখাইতে বলিয়াছিলেন এবং তাহাতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া "বড়ভাল" এই শব্দটী প্রত্যেক বালিকার উত্তরে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৩য়। এডুকেশন গেজেটের কুমিল্লার সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, তত্রত্য বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য দুই জন শিক্ষয়িত্রী এবং এক জন শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত; সংপ্রতি শিক্ষকের পরিবর্ত্তে সেই পদে ঢাকা হইতে একজন শিক্ষয়িত্রী আনয়ন করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৪। ইংলণ্ডের টাইম্‌স নামক সংবাদপত্রের আফিসে এক প্রকার নূতন মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে ২০০০০ বিশ হাজার তা কাগজ এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ছাপা হইতে পারে। সচরাচর যে সকল মুদ্রাযন্ত্রে আমাদিগের দেশীয় পুস্তকাদি হস্তদ্বারা ছাপা হয়, তাহাতে একদিনে এক হাজার তা কাগজের বেসি ছাপা হয় না, এবং যে সকল যন্ত্রে কলদ্বারা ছাপা হয় তাহাতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার তা কাগজ ছাপা হয় কিন্তু যে নূতন যন্ত্রের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল উহাতে এক ঘণ্টার মধ্যে বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র অপেক্ষাও দশগুণ কার্য্য হইয়া থাকে।

৫ম। "জনৈক অশিক্ষিতা মহিলা" এই স্বাক্ষরিত গৌহাটীস্থ একখানি প্রেরিতপত্র এডুকেশন গেজেটে নিম্নলিখিত সংবাদটী লিখিয়াছেন।

"আশামদেশে স্ত্রীলোকদের পাঠশালায় আসিতে কোন আপত্তি নাই, আর বাল্যবিবাহ না থাকাতে অনেক দিন লেখা পড়া শিখিতে পারে। সুতরাং অন্য অন্য দেশাপেক্ষা এই দেশের অবলাদিগকে

শিক্ষা দিতে সহজ। দুঃখের বিষয় যে, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মনোযোগী হন না, এবং বিশেষ কোন উৎসাহ দেন না। মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করাইলে আপনার দেশে বিদেশে যে কত প্রশংসা হয়, তাহা বর্ণনাতীত।

এই দেশে যে স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং কাপড় তৈয়ার করিয়া তাহার উপর নানা প্রকার ফুল লতা তৈয়ার করে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, এবং ইহাকে এক প্রকার শিল্প বলিলেও ক্ষতি নাই। ইহাতেই বোধ হয়, ইহারা যদি শিক্ষা পায়, তাহা হইলে আরও গুণবতী হইতে পারে। অন্য অন্য দেশের মত যদি এই আশামে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে এই স্থানের বিস্তর উপকার দর্শিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই।"

স্ত্রীলোকদিগকে এক্ষণে প্রবন্ধ ভিন্ন এরূপ সংবাদাদি লিখিতে দেখা যায় না। অতএব ইহা যদি বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের লেখা হয় তাহা হইলে আহ্লাদের বিষয়।

৮ম।—একখান ইংরাজী সংবাদ পত্রপাঠে অবগত হওয়া গেল যে কোন পল্লীগ্রামে একজন মেছনী একদিন মৎস্যের ঝাঁকা লইয়া যাইতেছে, এমন সময় তাহাকে সর্পে দংশন করাতে সে সেই স্থানে উপবিষ্ট হইল এবং ক্রমে ক্রমে অচেতন হইয়া মৃতপ্রায় হইল। কয়েকজন বিজ্ঞ ডাক্তার তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকে নানা প্রকার ঔষধ সেবন করাইলেন কিন্তু তাহাতে কিছুই উপকার হইল না। এমন সময় সেই স্থান দিয়া একজন চৌকিদার যাইতেছিল সে তাহা দেখিবামাত্র একটী গাছের কতকগুলি পাতা ছিড়িয়া আনিল এবং সেই পাতা হইতে রস বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটীর মুখের মধ্যে দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন তাহার মৃত্যুবৎ অবস্থা হওয়ায় রস মুখ দিয়া শরীরে প্রবেশ করিল না। তাহার কর্ণ এবং নাসারন্ধ্র মধ্য দিয়া চৌকিদার রস দিতে লাগিল। ঔষধ শরীরে প্রবেশ করিলে কিয়ৎক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটীর চৈতন্য হইল এবং তখন সে আপনার নিকট অনেক লোক দেখিয়া কিছু কুণ্ঠিত এবং লজ্জিত ভাব প্রকাশ করিল এবং ব্যস্তসমস্ত হইয়া আপনার মাছের ঝাঁকা খুজিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ঔষধের গাছের নাম জানিবার

জন্য চৌকিদারকে ডাক্তর কয়েক-জন অনুরোধ করাতে সে বলিল হলকোশা গাছ। ঐ গাছকে ঘল-ঘোসাও বলে। ঐ গাছের ফুল সরস্বতী পূজায় ব্যবহার হয়। এই গাছ আমাদের বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়।

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে যাহারা ইহা অপেক্ষা কোন ভাল ঔষধ জানেন না, তাঁহারা যদি কোন লোককে সাপে কামড়াইতে দেখেন এবং তাহার যদি কোন চিকিৎসা না হয় অথবা চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার না হয়, তবে এই গাছের পাতার রস খাওয়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

বামাগণের রচনা।

হে পরমপিতঃ পরমেশ্বর! তুমি এজগতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন করিয়াছ সকলই উত্তম বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু একটী বিষয় আপাততঃ অধম বলিয়া প্রতীত হয়। নাথ! এই ভারতবর্ষে অধুনা জ্ঞান-হীনা-অবলা জাতির সৃষ্টি হওয়াতে এতদ্দেশে যে কত কুঘটনা হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারি না। নাথ! ইহারা কোন্ সৎকর্ম্মে আসিয়া থাকে, ইহারা না স্বাধীনা, না পরোপকারিণী. না ধর্ম্ম পথাবলম্বিনী কিছুই নহে; কেবল যাবজ্জীবন পরোপাসনার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেছে। এই ঘৃণাকর অবস্থা দ্বারা কুল কামিনীগণ আত্মোন্নতি কি বিদ্যাভ্যাস কি ঈশ্বরোপাসনা কিছুই করিতে পারে না। কেবল ক্লেশ ও যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে, তাহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানের কিরূপে উন্নতি হইবে, তাহা কেহই বিবেচনা করিতে চাহেন না। হে পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর! এই অধীনজনেরা এত কি পাপ করিয়াছিল যে তাহারই ফল ভোগ করিতেছে। অভাগিনী কুলকামিনীরা পশুর তুল্য গৃহ রূপ পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া অন্তকঃরণকে হিংসার বশীভূত করিতেছে। হে দীননাথ! তোমার অনির্ব্বচনীয় করুণাগুণে ইহাদিগকে দাসীত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিলে ইহারা যৎপরোনাস্তি সুখী হইতে পারে।

হে সভ্য মহাশয়গণ! আপনারা সুশীলতা ও ভদ্রতার দ্বারা এতদ্দেশের অসভ্য অবলাজাতির প্রতি এক্ষণে যথেষ্ট যত্ন প্রকাশ করিতেছেন; যাহাতে তাহারা বিদ্যাবতী ও গুণবতী হইয়া স্বামী

পুত্র লইয়া সুখসচ্ছন্দে কাল-হরণ করিতে পারেন তাহাতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন, স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করাতে এতদ্দেশের যে কত দূর উপকার হইতেছে তাহা স্ত্রীলোক হইয়া সামান্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আমার পূর্ব্বাবধি বাসনা ছিল যে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করি, কিন্তু চির দুখিনী কামিনীর তাহা হইবার সম্ভাবনা কি আছে। যদ্যপি বাল্যকাল থাকিত, তাহা হইলে বালিকাদের সহিত শিক্ষালয় গমন করিয়া অমূল্য বিদ্যাধন লাভ করিয়া চির-দুঃখভাগী অন্তঃকরণকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম। সে যাহাহউক এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে ইহাতে কেবল লজ্জা ভয় ও মানাপমান রক্ষা করিলেই স্ত্রীজাতিতে আদরণীয় হইতে পারে, কিন্তু আত্মোন্নতি কি জ্ঞানরত্ন লাভ হইতে পারে না। হে পাঠক মহাশয় গণ! এই দীনা হীনা কামিনীর লেখাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিলে চির বাধিতা হইব; আপনারা পরমন্যায়বান পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবেন যেন অস্মদাদির বিদ্যা ও জ্ঞান ধন লাভ হইতে পারে।

জগদীশ তোমা বিনা কেহ নাহি [আর।
কর কর কর নাথ এই ভবে পার॥
দয়াকর দয়াময় এদীনার প্রতি।
তব পদে থাকে যেন অচল ভকতি॥
হেনাথ সচ্চিতানন্দ আনন্দ বিধান।
বেদে কয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রধান॥
শ্রুতি স্মৃতি অনুমতি অনুক্ষণ করে,
"একমেবাদ্বিতীয়ং" সকলেই [স্মরে।
শোণিত এদেহ প্রাণ কিছুনহে [সার।
ওহে প্রভো তোমা বিনা সকলি [অসার॥
তোমায় ভুলিয়া নাথ থাকে যেই [জন,
অনিত্য জীবনে তার কিবা প্রয়োজন॥
ভাই বন্ধু পরিজন কেহ নহে কার?
তোমা বিনা দেখি আমি সকলি [আঁধার
অবলা সরলা বালা নাহিমম জ্ঞান,
পাপে পূর্ণ এইদেহ কর পরিত্রাণ।
অনর্থক চিন্তা যেন নাহি করি [আর,
তব পদে এই ভিক্ষা চাহি বার [বার॥

বর্দ্ধমানস্থ ভদ্রকুলবালা।

(এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত।)

জানকীর দুঃখ বর্ণন।

পুরুষের তুল্য শঠ নাহি ধরাতলে।
কত দুঃখ দেয় তারা রমণীকে
[ছলে॥
আহামরি কতদুঃখ পায় নারীচয়।
বর্ণিতে স্ব জাতি দুঃখ, হৃদি বিদরয়॥
অবগত আছ সবে কৌশল্যা
[নন্দনে।
বিনাদোষে দিয়াছিল জানকীরে
[বনে॥
কিঞ্চিৎ লিখিতে এবে করিয়াছি
[মন।
অবধান কর যদি দাসীর লিখন॥
নারীদের উপদেশ দিইবার তরে।
প্রকাশিল সীতালীলা অবনী
[ভিতরে॥
আহা কিবা চমৎকার সীতা উপা-
[খ্যান।
হৃদে জ্ঞান উপজিছে শুনে সে
[বাখান॥
আহা মরি কত দুঃখ পেয়েছে সে
[সীতা।
দুঃখ জন্যে হয়েছিল রামের বনিতা।
দুঃখ পান তাঁর কোন ছিলনা
[কারণ।
উপলক্ষ হোল মাত্র রাক্ষস রাবণ॥
যদি না হরিত সেই দুষ্ট দশানন।
তবে কেন দুঃখ পাবে জানকী
[রতন॥
মৃগ অন্বেষণে রাম করিল গমন।
পাপ নিশাচর সীতা করিল হরণ॥
তারপর নিয়েগেল লঙ্কার ভিতর।
মিষ্টভাবে তুষিলেক সীতারে বিস্তর॥
তারবাক্যে ভুলিলনা জনক নন্দিনী।
নিয়ত করিত মুখে রাম রাম ধ্বনি॥
তারপর যুদ্ধ হলো রাম রাবণেতে।
দুর্জ্জয় সমর সেই কে পারে বর্ণিতে॥
লঙ্কাজিনি রাম যবে যান নিজদেশ।
সীতা উদ্ধারিতে সবে কহিল
[বিশেষ॥
অনন্তর অগ্নিকুণ্ডে পরীক্ষা করিল।
পুনরায় বল তারে কেন বনে দিল॥
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন।
শ্রীরাম তখন তারে পাঠাইল বন॥
একাকিনী বিরহিণী বন পর্য্যটনে।
বল দেখি কতদুঃখ পেয়েছিল মনে॥
তথাপিও রামপদে ছিল তাঁর মতি।
ধন্য পতি-পরায়ণা ধন্য সীতা সতী।
এহেন সীতাকে রাম পাঠাইল বন।
বল দেখি রামচন্দ্র নির্দ্দয় কেমন॥

শ্রীমতী উপেন্দ্রমোহিনী
সাং ঠনঠনীয়া।

জে, এন. ঘোষ এণ্ড কোং ওরিএণ্টেল প্রেস।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৮শ সংখ্যা। | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৪ | ৩য় ভাগ।

দুর্ভাগ্য নারীর সৌভাগ্য।

লরা ব্রিজমান্।

কেন গো অবলা তুমি হতেছ হতাশ,
দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে করি বাস?
কত শক্তি তোমারে দেছেন সনাতন,
জানিলে অসাধ্য পার করিতে সাধন।

'চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই' অনেকে এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কথার মত কাজ করিতে কয় জনকে দেখাযায়? মানুষের অবস্থা যত কেন মন্দ হউক না তিনি যদি প্রাণ পণ করিয়া আপনার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন তাহার আশা অনেক পরিমাণে সফল হইবেই হইবে তাহার সন্দেহ নাই। আবার অতুল সুখ সম্পদে থাকিয়াও যদি লোক মহৎ হইবার নিমিত্ত যত্ন না করেন, যদি আপনার শক্তি সকল চালনা ও কর্ত্তব্য সকল সাধন না করেন তাহা হইলে তাঁহার জীবন অতি হীন ভাবে গত হয়। অতএব মানুষদিগের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য অনেক পরিমাণে তাহাদের আপনার আপনার চেষ্টার অধীন। এই সত্যটী পুরুষের পক্ষে যেরূপ, স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ। আমরা ইহার একটী আশ্চর্য্য উদাহরণ দিতেছি।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২১এ ডিসেম্বর আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ প্রদেশের অন্তঃপাতী হানোবর নগরে লরা ব্রিজমানের জন্ম হয়। দুই বৎসর বয়সে তিনি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হন, তাহাতে তাঁহার শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং দর্শন শক্তি এককালে বিনষ্ট হয়; তাঁহার আস্বাদন শক্তিও হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং স্পর্শেন্দ্রিয় তাঁহার জ্ঞানের একমাত্র দ্বার অবশিষ্ট ছিল। তাঁহার চতুর্দ্দিক অন্ধকার ময় হইল; জননীর মধুর স্নেহসম্ভাষণ, জনকের হাস্যজনক প্রফুল্ল বদন কিছুতেই আর তাঁহার মনে আনন্দ সঞ্চারিত করিতে পারিল না।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্যই বিপদ্ প্রেরণ করেন, তাহাতে আমাদের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হউক ইহা কখনই তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি যখন একদিকে অসুবিধা ঘটান, অন্যদিকে সুবিধা বাড়াইয়া দেন। সেই সুবিধা অবলম্বন করিয়া যদি আমরা প্রাণপণে চেষ্টাকরি অশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারি। লরার যেমন অনেক গুলি শক্তি বিনষ্ট হইল, তেমন স্পর্শ শক্তি আরও প্রবল হইয়া উঠিল এবং অভিনিবেশ ও উৎসাহ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হইল। তিনি যখন হাঁটিতে শিখিলেন, তখন সকল বস্তু স্পর্শ করিয়া অবগত হইতে লাগিলেন। তাহার মাতা যে কোন কার্য্য করিতেন তিনি সাধ্যমত তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বুনিতে শিখিলেন। কিছু কিছু সেলাই করিতেও অভ্যাস করিলেন। এইরূপে তাহার বুদ্ধি শক্তির পরিচয় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

এক ব্যক্তি অন্ধদিগের উপকার সাধনে অতিশয় যত্নবান ছিলেন। লরার আট বৎসর বয়সের সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। অন্ধদিগের একটী আশ্রয় স্থান ছিল, ১৮৩৭ অব্দের অকটোবর মাসে তিনিও তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। সেই স্থানে অন্ধদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অতি আশ্চর্য্য কৌশল সকল সৃজিত হইয়াছিল এবং তাহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য ফলও দর্শিত।

লরা এই স্থানে আসিয়া মহা গোলযোগে পড়িলেন। তাঁহার

পক্ষে সকলই অপরিচিত, তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। দুই সপ্তাহ তাঁহার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই, পরে আশ্রয়াধ্যক্ষ তাঁহাকে রীতিমত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তর হাউ নামে একজন চিকিৎসকের উপর অধ্যাপনার ভার ছিল। তিনি অন্ধদিগকে ভাষা ও বস্তুতত্ত্ব শিখাইবার নিমিত্ত কতকগুলি কল্পিত চিহ্ন প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। তিনি একখানি বই এবং একখানি ছুরির উপরে উচ্চ উচ্চ অক্ষরে উহাদের নাম লিখিয়া লরার হস্তে দিলেন। লরা উভয় বস্তু এবং তাহাদের নামের সহিত পরিচিত হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়াও চিনিতে পারিলেন। এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে বস্তু সকলের নাম শিখিতে লাগিলেন।

নাম শিক্ষা হইলে যে যে অক্ষরে এক একটী নাম রচিত হইয়াছে তাহাও শিখিতে লাগিলেন এবং অক্ষর সকল যোগ করিয়া বস্তু সকলের নাম প্রকাশ করিবার উপায় জানিলেন। এত দিন তিনি স্মরণশক্তির প্রভাবেই উন্নতি করিতেছিলেন। এখন তাঁহার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আপনার মনের ইচ্ছা অন্যকে জানাইতে উৎসুক হইলেন। ডাক্তার হাউ বলেন, যখন প্রথমে তাঁহার মনে এই ভাবের সঞ্চার হয় তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তখন তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল এবং যেন কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে বোধ হইল। কোন ইতর জন্তুর ভাবের সহিত সে ভাবের তুলনা হয় না, এক অমর আত্মা যেন অন্য অমর আত্মার সহিত সম্ভাষণ করিতে যাইতেছে এইরূপ বোধ হইল। তখন আমি বুঝিলাম যে এখন কুমারীর শিক্ষার আর কোন বাধা নাই, এখন ধীর ভাবে চেষ্টা করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

ধাতুনির্ম্মিত অক্ষর সকল প্রস্তুত হইল। লরা তাহার দ্বারা বস্তু সকলের নাম ও তত্ত্ব আরও শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক কথার সহিত পরিচয় হইলে অঙ্গুলি সঙ্কেত অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অঙ্গুলি সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপনার দ্বারা সকল অক্ষর প্রকাশ করা যায় এবং অন্ধ ব্যক্তি-

দিগের শিক্ষার পক্ষে ইহা একটী অতি সহজ উপায়। এই উপায়ে লরা আপনার মনোগত ভাব সকল অতি সত্বর জ্ঞাপন করিতে পারিলেন। এক বৎসর অভ্যাস করিয়া তিনি অঙ্গুলি সকল এত দ্রুত চালনা করিতে শিখিলেন যে, বাক্য উচ্চারণ অপেক্ষা কম সময়ে মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্যে যখন অঙ্গুলি নাড়িয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিত, তাহার হাত স্পর্শ করিয়া অনায়াসে সকলই বুঝিয়া লইতেন। নিদ্রার সময়েও তাঁহাকে অঙ্গুলি চালনা করিতে দেখা যাইত এবং বোধ হইত যেন তিনি ঐ প্রকারে কাহারও সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। লরার কি অসাধারণ দৃঢ়তা! তিনি দর্শন, শ্রবণ এবং ঘ্রাণশক্তি সম্পূর্ণ বিহীন হইয়া এবং আস্বাদনশক্তি যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াও কেবল স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহয্যে এতদূর কৃতার্থতা লাভ করিলেন।

লরার গৃহ পরিত্যাগের ছয় মাস পরে তাঁহার মাতা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু লরা একমাত্র স্পর্শ দ্বারা মাতাকে চিনিতে পারিলেন না। ইহাতে জননী অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে কন্যা গৃহে অবস্থান কালে যে কণ্ঠমালা পরিতেন তাহাই তাঁহার হস্তে দিলেন। লরা তাহা বুঝিতে পারিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং তাহা বাটী হইতে আসিয়াছে বলিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতাকে তখনও অপরিচিতের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। গৃহ হইতে আনীত আর একটী বস্তু তাঁহার হস্তে দিলে তখন তাঁহার মন একটু আকৃষ্ট হইল, কিন্তু তথাপি তিনি মাতাকে মাতা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। জননীর মনোব্যথা আরও দ্বিগুণতর হইল।

কিছুক্ষণ পরে মাতা যখন পুনর্ব্বার লরার হস্তধারণ করিলেন তখন তাঁহাকে কন্যা কিছু পরিচিতের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। পরে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে লরার মুখমণ্ডল হঠাৎ হর্ষযুক্ত হইয়া উঠিল। একবার পাণ্ডুবর্ণ আবার রক্তিম এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রাগে তাঁহার মনে হর্ষ ও বিষাদের

উদয় অস্ত প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি মাতাকে মাতা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া অপার আনন্দে তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে স্নেহ আলিঙ্গন ও সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এখন কন্যা মাতাকে পাইয়া বসিলেন, আর কিছুতেই তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে চাহেন না। মাতার বিদায় হইবার সময় লরা অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মনে এতদিন জ্ঞানের সঞ্চার হইতেছিল, এখন আবার স্নেহভাবের প্রাদুর্ভাব হইল। সুতরাং তাঁহার শরীর বিকল হইলেও তাঁহার আত্মা জ্ঞান ও ভাবে পূর্ণ বোধ হইল।

লরার মানসিক ভাব সকল নানাপ্রকারে বিকসিত হইতে লাগিল। তিনি অশিক্ষিত ও অলসগণকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানবান্ সঙ্গীদিগের কাছে থাকিতেন। কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও সঙ্গিগণ আসিলে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অতি প্রবল হইল। তাঁহার চরিত্রের কথা বলিতে হয় না। তাঁহার সদানন্দচিত্ত, তাঁহার উদার প্রীতি, তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, তাঁহার বিপন্ন জনের সহিত সমদুঃখিতা, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মশীলতা এবং পরকালে আস্থা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হইত। তাঁহার মন যে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিত তাহা তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রফুল্লতা দেখিয়াই অনুভূত হইত।

তিনি লিখিতে পারিতেন এবং গণিত শাস্ত্র, ভূগোলও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরিচ্ছদাদি বিষয়ে তাঁহার রুচি অতি সুন্দর ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি আপনার জীবনকে যার পর নাই সুখকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এবং সতত আপনার সৌভাগ্য ব্যক্ত করিতেন। ১৮৪৯ অব্দের আশ্বিন মাসে তিনি মাতাকে এই বলিয়া এক পত্র লেখেন, "আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এই পৃথিবীতে মনুষ্যের অপেক্ষা স্বর্গীয় পরমেশ্বর তোমার কন্যাকে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা প্রদান করিবেন *** আমার ভক্তি এবং প্রীতির নিদর্শন পাঠাইতেছি।

তোমার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত।" লরা এক জড়পিণ্ডের ন্যায় আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহার লেখায় তাঁহার কতদূর উন্নত ভাব প্রকাশ পাইতেছে!!

এই পর্য্যন্ত লরার ইতিহাস শেষ হইল। এই অভাগিনী স্ত্রীলোককে প্রকৃত সৌভাগ্যবতী কে না বলিবেন? ইহাঁর দৃষ্টান্ত দেখিলে যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিলে যে সকলই সিদ্ধ হয় অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। ধর্ম্মভাব উন্নতির একটী প্রধান সহায়। আপনার দুর্ব্বলতা এবং হীনভাব দেখিয়া সময় সময় আমাদের মন নিরাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ঈশ্বরের করুণার উপর যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে মন আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হয়। সরল হৃদয়ে পরমপিতার নিকট যত প্রার্থনা করিতে পারা যায়, তিনি ততই শুভবুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রদান করেন, তাহাতে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়। লরার দৃষ্টান্তে আর একটী উপদেশ পাওয়া যায়। লরার মাতা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া স্নেহ সম্ভাষণ করিলেও লরা যেমন তাঁহাকে জানিতে না পারাতে তাঁহার প্রীতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, সেইরূপ বিশ্বমাতা আমাদের সম্মুখে থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদের উপর করুণাবর্ষণ করিতেছেন কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া তাঁহার স্নেহ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। লরা যেমন মাতাকে মাতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহার কোল ছাড়া হইতে চান নাই, আমরাও সেইরূপ বিশ্বজননীকে চিনিতে পারিলে তাঁহার প্রেম আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া আর কোথাও যাইতে চাহিব না। অনন্তর মঙ্গল পূর্ণ পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলেই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং নিত্যকাল বিশুদ্ধ আনন্দ রস পান করিয়া দেবত্ব লাভ করা যায়।

ভ্রাতৃ ও ভগ্নীস্নেহের আশ্চর্য্য উদাহরণ।

মধুর মিলনে দোঁহে কাটাল জীবন।
মরণে বিচ্ছেদ দাহ না হল ঘটন॥

ইলিয়ার অন্যায়াচারী রাজার দুই কন্যা ছিলেন। পিতার কোন দোষ তাঁহাদের অঙ্গে স্পর্শে নাই। কিন্তু দেশবাসীরা তাঁহাদের বংশের উপর জাতক্রোধ হইয়া অবলাদ্বয়ের প্রাণ সংহারের আদেশ করিল। তাঁহারা উভয়েই পরমা সুন্দরী ও তরুণবয়স্কা ছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরে এরূপ প্রণয় যে এক জন অন্যের মরণ দর্শনে নিতান্ত কাতর। প্রত্যেকেই আপনার মৃত্যু অগ্রে হইবার জন্য কামনা করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহিরো আপনার গলদেশে গ্রন্থি দিয়া কনিষ্ঠাকে তাঁহার অনুগামিনী হইতে কহিলেন কিন্তু কনিষ্ঠা, ভগিনীর মৃত্যু দেখিতে পারিবেন না বলিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে জ্যেষ্ঠা সমধিক ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কনিষ্ঠার কণ্ঠে রজ্জু বাঁধিলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন "হা প্রিয় ভগিনি! তুমি আমার কাছে যাহা চাহিয়াছ, আমি কখন তাহা অস্বীকার করি নাই; অতএব তোমার প্রতি একান্ত স্নেহের প্রমাণ দিবার জন্য তোমার এই শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম, তুমি আমার উপহার গ্রহণ কর"। পরে কনিষ্ঠার মৃত্যু দেখিয়া আপনার শরীর বস্ত্রে আবৃত করিলেন এবং প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে দর্শকগণকে একটী সুমধুর বক্তৃতাতে মোহিত করিলেন। অতি পাষাণ হৃদয়ও ইহা শ্রবণে বিগলিত হইল, এবং নীরস নেত্র হইতেও অশ্রুধারা বহমান হইতে লাগিল।

স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা।

শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া গেল যে এদেশের লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মৌখিক যেরূপ যত্ন দেখা যায় কার্য্যে সেরূপ অতি অল্পই আছে। বিবাহ কাল পর্য্যন্ত কেবল বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঠশালায় প্রেরণ করিয়া ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া, বিদ্যালয় হইতে অপসৃত করা হয়।

এ প্রকারে শিক্ষা প্রদত্ত হইলে, প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য বিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টর মহাত্মা উড্‌রো সাহেব প্রস্তাব করেন যে বয়ঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য "নৈশিক বিদ্যালয়" নাম্নী একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া রাত্রি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। যদিও রাত্রে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া সৎপরামর্শের কার্য্য নহে, কিন্তু বয়ঃস্থা স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এ বিষয়ে আমরা বারম্বার লিখিয়াছি ও এখনও বলিতেছি; তথাপি এতৎকাল কেহই কর্ণপাত করেন নাই। এখন আহ্লাদের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট এরূপ মহৎ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন।

প্রতিবৎসরের শিক্ষা সংক্রান্ত বিবরণ তুলনা করিয়া দেখিলে এবং পূর্ব্বকার অবস্থার সহিত এখনকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার তুলনা করিলে এখনকার অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত উন্নত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু এপ্রকার উন্নতি কখন প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বোধ হয় না।

এই কলিকাতা নগরই বঙ্গদেশের প্রধান স্থান, এখানকার স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি পরীক্ষা করিলে সমুদয় বঙ্গদেশের অবস্থা এক কালে বুঝা যাইবে। এখানকার প্রধান প্রধান লোক, যাঁহারা বালিকা-বান্ধব বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই দেখা যায় যে, সভ্যতার অনুরোধে প্রকাশ্য সভায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া সভ্যতার পরিচয় প্রদান করেন, কিন্তু গৃহে অনুসন্ধান করিলে কিছুই বিদ্যার আলোচনা দেখা

যায় না। উন্নতিশীল যুবকদলের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নতি দেখা যাইতেছে কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সযত্ন না হইলে কেবল তাহাদিগের যত্নে এখন অল্পই উপকার দর্শিবে। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

এই কলিকাতা নগরে দেশীয় বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ৩ টী মাত্র কালিকাবিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে কেবল একটী দেশীয় লোকদিগের যত্নে সংস্থাপিত। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে দেশীয় লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি কেমন যত্ন। বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রতিপল্লীতে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং পিতামাতা কেমন যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।

সদাশয়া মিস্ কার্পেণ্টর এখানে আসিয়া বয়ঃস্থা স্ত্রী ও শিক্ষায়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার জন্য কত যত্ন করিয়া এক সভা সংস্থাপিত করিলেন; কিন্তু আমরা সেই সভার প্রতি অধিবেশনে দেখিয়াছি যে বৃদ্ধেরা ইহার প্রধান বিপক্ষ—সভ্যতার অনুরোধে মিস্ কার্পেণ্টরের সম্মুখে তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিলাত গমনের পর তাঁহারাই আবার বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রকারান্তরে বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। যদিও দেশীয় মহাশয়রা এরূপ শৈথিল্য ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ও এখন করিতেছেন, তথাপি সেই হিতৈষিণী নারী বিলাতে গমন করিয়াও অদ্যাপি এখানকার স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দেশীয় প্রধান লোকদিগের কিরূপ যত্ন।

এখন যাহা কিছু স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা কেবল খৃষ্টান এবং নব্যসম্প্রদায়ী ব্রাহ্মদিগের দ্বারা হইতেছে। খৃষ্টানদিগের প্রচুর অর্থ থাকাতে তাঁহারা কল্পনা সকল কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইতেছেন; ব্রাহ্মরা অর্থের অনটন প্রযুক্ত ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বাঙ্গালীদিগের দ্বারা স্ত্রী শিক্ষার এখন যাহা কিছু উন্নতি হইতেছে

তাহা তাঁহাদিগের চেষ্টায় দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সূচিকর্ম্ম।

পশম।

ইহা নানা প্রকার ও নানা বর্ণে রঞ্জিত। পশম, ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুর লোমে তৈয়ার হয়। পৃথিবীতে যত প্রকার রং আছে, ইহাও তত প্রকার হইতে পারে। কিন্তু সমুদায় রং তিনটী প্রধান রং হইতে হয়। সেই ৩ টী নীল, লাল ও হরিদ্রা। আর সকল রঙ্‌কেই মিশ্রবর্ণ বলা যায়। নীল ও লাল মিশাইলে বেগুনে রঙ্‌ হয়, নীল ও হরিদ্রা একত্র করিলে সবুজ রং হয় এবং লাল হরিদ্রায় পাটল রং হয় ও এইরূপ দুই তিন রঙ্‌ মিশাইয়া আরও অনেক প্রকার বর্ণ হইতে পারে। একটা রঙ আবার নানা প্রকার গাঢ় ও পাতলা করিয়া অনেক রকম রঙ্‌ হইতে পারে। রামধনু ও ময়ুরের পুচ্ছ যে এত সুন্দর, নানা রঙ্‌ ক্রমে ক্রমে সাজান থাকে বলিয়াই হয়। কোন এক বর্ণের প্রথমে গাঢ়, তার পর পাতলা রঙের পশম ক্রমে ক্রমে দিয়া, তার পর অন্য বর্ণের গাঢ় ও পাতলা রঙ্গের পশম ক্রমে ক্রমে সাজাইয়া বুনিলে অতি মনোহর দেখায়। এক এক রঙের ৫।৬ রকম করিয়া পশম কাছে রাখিলে বুনিবার অতি সুবিধা হয়। পশম সাজাইতে পসন্দ চাই এবং সাজাইবার গুণ বা দোষেই বোনা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হইয়া থাকে।

সূঁচি।

পশম বুনিবার স্বতন্ত্র প্রকার সূঁচ আছে, তাহার ছিদ্র আর আর সূঁচ অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ বা চেরাও থাকে। সামান্য সূঁচে যে রূপে সূতা পরাইতে হয় ইহাতে সেরূপ করিতে গেলে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। ইহার এক সুলভ উপায় আছে। এক গাছি দড়ী দিয়া কোন লাঠী বাঁধিতে হইলে যেরূপ করিতে হয়, সেই রূপে ঐ সূত্র টিপিয়া ধরিবে এবং তার পরে ঐ টিপা সূতা সূঁচের ছিদ্র মধ্যে দিয়া টানিয়া লইবে। তাহা হইলে অতি শীঘ্র সূতা পরাইতে পারিবে।

সেলাই।

চতুষ্কোণই হউক অথবা অন্য কোন প্রকারেরই হউক এক খানি কাম্বেশ লইয়া সূঁচে পশম পরাইয়া কাম্বেশের নীচের অর্থাৎ মফস্বল পিঠ হইতে একটি রন্ধ্র দিয়া সম্মুখের অর্থাৎ সদর পিঠে তুলিবে। তাহার পর উহার ঠিক কোণের ছিদ্র দিয়া পুনর্ব্বার নীচের পিঠে লইয়া যাইবে এবং অন্য আর একটী রন্ধ্র অর্থাৎ অবশিষ্ট দুইটির মধ্যে একটি দিয়া তুলিয়া ঠিক্‌ কোণাকুণি যে ঘর তাহা দিয়া নীচে লইয়া গেলেই একটী পশমের গাইট বাঁধা হইবে। এই প্রকারে এক গাঁইট হইতে অন্য গাঁইট বাঁধা যাইতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে গাঁইটের সারি চলিতে পারে।

পার্শ্বের চিত্রটী মনোযোগ দিয়া দেখ। হয় বর একখানি চতুষ্কোণ গড়া। ১ নামক গাঁইট টী বাঁধিতে হইবে। উহার চারি পাশে চারি টি ছিদ্র দেখিতেছ ক, খ, গ, ঘ। প্রথমে নীচের পিঠ হইতে ইহাদের একটির মধ্য দিয়া পশম তুলিতে হইবে। ক রন্ধ্র দিয়া তোল। তাহার পর উহার ঠিক কোণাকুণি ঘ কোণ দিয়া পশম নীচের পিঠে লইয়া যাও এবং আর একটি ছিদ্র অর্থাৎ খ দিয়া তুলিয়া উহার কোণাকুণি যে গ কোণ, তাহা দিয়া নীচের পীঠে লইয়া যাও (তাহা হইলে ১ নামক গাঁইট বাঁধা হইল। তৎপরে ২ নামক গাঁইট বাঁধিতে হইলে চ নামক ছিদ্র দিয়া তুলিয়া পুনরায় ঘ নামক ছিদ্র দিয়া পশম নীচে নামাইয়া গ দিয়া উপর পিঠে তুলিয়া ছ দিয়া নামাইলেই হয়। এইরূপে যত গাঁইট বাঁধিবে বোনা রেখা ততই বৃদ্ধি পাইবে।

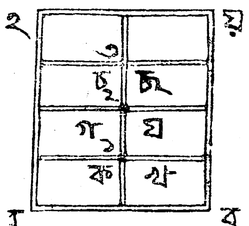

শেলায়ের সময়ে গুটিকত কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যদি একটী রেখা বুনা উদ্দেশ্য হয় তবে একটি সিকার রেখা মধ্যে যত গুলি গাঁইট থাকিবে সে সকল গুলিই বাঁধিতে হইবে। অভ্যাস দ্বারা ইহা ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিবে এবং ইচ্ছামত যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে রেখা বৃদ্ধি করিতে পারিবে। প্রথম বুনন ভাল না হইতে পারে কিন্তু তা

বলিয়া নিরাশ হওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

বরিশালের বিবাহ।

কিয়দ্দিবস অতীত হইল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মসঙ্গত নূতন ও সংস্কৃত প্রণালী অনুসারে বরিশালে দুইটী বিবাহ সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে এই পত্রিকায় উল্লেখ করা হইয়াছিল, জেলা বাখের গঞ্জের অন্তঃপাতী বরিশাল নগরের সন্নিহিত লাকুটিয়া নামক পল্লীগ্রাম নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র রায় এবং বিহারী লাল রায় দুই ভ্রাতায় সপরিবারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অধিক ধন ও মান সম্ভ্রম থাকিলে যে ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অধিক কষ্ট ও ত্যাগসাধ্য হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ সাংসারিক অনুষ্ঠান সকল ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন করিতে গেলে সাধারণ লোকদিগের নিকট অধিক বিরাগভাজন হইয়া সমধিক অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কিন্তু উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয় সামান্য লোকভয়ে ভীত এবং কুণ্ঠিত না হইয়া সংসারের কার্য্য সকলে ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন। উক্ত বিবাহকার্য্য ঐ পরিবার মধ্যে মহাসমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন এবং অনেক গুলি তাঁহার ব্রাহ্মভ্রাতা ও কতিপয় ব্রাহ্ম পরিবার এই বিবাহ উপলক্ষে বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উপস্থিতিতে বরিশালস্থ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হন এবং ভাতৃ ভগ্নী স্নেহোচিত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পরে শুভ বিবাহের কয়েক দিবস সকলে লাকুটীয়ার ভ্রাতাদিগের ভবনে অবস্থিতি করত একত্র ঈশ্বরোপাসনা ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ দ্বারা মহানন্দে কাল যাপন করিয়াছিলেন।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ লাকুটীয়ায় ঐ শুভ বিবাহ হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় তিন শত লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্ম এবং ২৩ জন ব্রাহ্মিকা

উপস্থিত ছিলেন। অপর অধিকাংশ লোক দর্শক ছিলেন। কন্যাটী ঐ লাকুটীয়ার জমীদার মৃত রাজচন্দ্র রায়ের পুত্রী এবং পূর্ব্বোক্ত বিহারী বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠা সহোদরা। তাঁহার নাম শ্রীমতী দীনতারিণী। বয়ঃক্রম ঠিক্ ১৫ বৎসর। বর শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ উপাধিধারী, নিবাস কলিকাতা বাহির সিমলা, বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর। তিনি এক্ষণে মোজাফারপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বর এবং পাত্রীর পবিত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার অগ্রে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে বিশুদ্ধ প্রীতির সঞ্চার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয়, এই পাত্র এবং পাত্রী সম্বন্ধে আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে পারি। পাত্র যেরূপ স্বীয় কর্ত্তব্য এবং গুরুভার বুঝিয়া পাত্রীকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, পাত্রীও যে সেই প্রকার স্বীয় কর্ত্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন; তাহা তাহাদিগের উভয়ের বিবাহ কালীন প্রতিজ্ঞা এবং প্রার্থনাদির স্বাধীন ভাব এবং অপরাপর বিষয় দেখিয়া আমাদিগের বিশ্বাস হইয়াছে।

এই প্রকার উপযুক্ত বয়সে এবং পরস্পরের মনোনীত পাত্রে বিবাহ না হইলে বাল্য বিবাহের দারুণ দোষদূষিত বিবাহকে কখনই প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায় না। এইরূপ ব্রাহ্ম বিবাহ সকল দর্শন করিয়া অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত পুরুষদিগের আর প্রচলিত হিন্দুমতের জঘন্য প্রথানুসারে বিবাহ করিতে কখনই প্রবৃত্তি হয় না।

এই পাত্রীর এই প্রকার সুপ্রণালী অনুসারে সৎপাত্রের সহিত বিবাহ হইবার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের পাঠিকাগণের মনোরঞ্জক হইতে পারে। অতএব তদ্বিষয় কিছু সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে। ইহার পিতা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বিনিযোগ পত্রে অর্থাৎ উইলে এইরূপ লিখিয়া যান যে "আমার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যদি কেহ ধর্ম্মভ্রষ্ট

হয়েন, তিনি আমার বিষয়ের অধিকারী হইবেন না"। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ এবং উপবীত ত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহাদের মাতা তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের গৃহ ত্যাগ করেন। দীনতারিণীর হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য তিনি তাহার মাতার অনুরোধ শ্রবণ না করিয়া ভ্রাতাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতার নিকট না যাইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে মাতা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মমতে কুলীন পাত্রে বিবাহ দিবার সংকল্প করিতে ছিলেন। দীন তারিণী ঐ অশিক্ষিত বহুবিবাহ কারীর পাণি গ্রহণ করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছু ছিলেন কিন্তু তাঁহার মাতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা যেঐ পাত্রে তাহাকে দান করেন, তজ্জন্য দীনতারিণী তাঁহার মাতার নিকট গমন করিলেন না। তিনি তাহার ভ্রাতা দের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে কলিকাতাস্থ জনৈক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক দ্বারা বরিশালে একটী ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভের অধিকতর সদুপায় হইল। এইরূপে ভ্রাতাদিগের নিকট থাকিয়া তাঁহার আত্মোন্নতি হইতে লাগিল এবং বিবাহের সময় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতারা উক্ত প্রচারক দ্বারা সদ্বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পাত্রীর মনোনীত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই বর্ত্তমান বর অবধারণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

কোন্ অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রদেশে লাকুটীয়া গ্রাম। সেই অন্ধকার মধ্যে গিয়া সত্যের আলোক প্রবিষ্ট হইল। সত্যের আশ্রয় লাভের নিমিত্ত জননীর অতুল স্নেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্যা ভ্রাতার আশ্রিত হইলেন এবং কোথা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত জ্ঞান ধর্ম্মশিক্ষা দান পূর্ব্বক মনোমত পাত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ সংঘটন করিয়া দিলেন। কন্যার যাহা মনোবাঞ্ছা, ঈশ্বর তাহাই পূর্ণ করিলেন।

প্রথম বিবাহের পর দিন ১৪ই শ্রাবণ রজনীতে উক্ত বাবুদিগের ভবনে দ্বিতীয় বিবাহটী সম্পন্ন হয়। এই বিবাহেও কলিকাতা এবং বরিশালস্থ ব্রাহ্ম এবং সমস্ত ব্রাহ্মিকাগণ উপস্থিত থাকিয়া শুভ কার্য্যের উৎসব বর্দ্ধন করেন। এই বিবাহটী বিধবা এবং অসবর্ণ বিবাহ। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে কয়েকটী সঙ্কর বিবাহ হইয়াছে তন্মধ্যে এটী পঞ্চম। এই বিবাহ টীর দ্বারা একটী চির দুঃখিনী জীবনমৃত, বদ্ধবাসিনী বিধবাকে সংসার ধর্ম্মের আশ্রয় দিয়া পুনর্জ্জীবন দান করা হইয়াছে। ঐ বিধবাটীর দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তিই ঐ বিবাহে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। এরং যাঁহার একান্ত চেষ্টা দ্বারা এই শুভ কার্য্যের সংঘটন হইয়াছে ও যিনি সেই নিরাশ্রয় অবলার কর গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা যে একটী মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল তাহাকে না মনে করিবেন। এই বিবাহের বর ঐ বরিশালের নিকটবর্ত্তী গৈলা নামক পল্লীগ্রাম নিবাসী মৃত দুর্গাদাস সেনের পুত্র শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সেন। পাত্রী জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বাঘ আঁচড়া গ্রাম নিবাসী মৃত তারাচাঁদ মল্লিকের কন্যা শ্রীমতীভবানী সুন্দরী। ৯ বৎসর বয়সে তিনি বিধবা হন, তাঁহার এখন বয়ঃক্রম ২১ বৎসর। বরের এই প্রথম বিবাহ। তিনি বৈদ্য জাতি এবং কন্যা পিরালী। বৈকুণ্ঠ বাবু উক্ত বাবুদিগের লাকুটীয়া ভবনে অবস্থিতি করেন। অতএব তাঁহার পত্নী তথায় থাকিয়া ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণের সৎসহবাস এবং সদুপদেশ দ্বারা আপনার উন্নতি সাধনের উত্তম সুবিধা পাইবেন।

এক্ষণে আত্মচেষ্টা এবং তাঁহার স্বামীর নিকট সৎদৃষ্টান্ত পাওয়াই নিতান্ত আবশ্যক। এ প্রকার সজ্জনদিগের আশ্রয় পাত্রীর লাভ হওয়ায় বিশ্বজননীর আশ্চর্য্য স্নেহহস্ত তাঁহার দীপ্তশিরে লক্ষিত হইতেছে।

নূতন সংবাদ।

১ম। স্ত্রীশিক্ষানুরাগিণী মহামতি মিস্ মেরী কার্পেণ্টার স্বদেশ

যাত্রা করিয়া ভারতবর্ষের জ্ঞানহীনা অবলা ভগিনীদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি যে কয়েকটী বন্ধুর সহিত এখানে বিশেষরূপে আলাপ পরিচয় করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে যে সকল পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহাতে ভারতবর্ষীয়া ভগ্নীগণের নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ স্নেহ লক্ষিত হয়। তিনি সম্প্রতি একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে আমি ভারতবর্ষীয়া ভগ্নীদিগের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষরূপে মনোযোগী রহিয়াছি। আর অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ বিধানার্থে তিনি ২০টী টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। বোধ করি আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ অবগত আছেন, মিসমেরী কার্পেণ্টরের একটী পোষ্যাপুত্রী আছে, সেই কন্যাটীকে আমাদিগের কোন কোন বন্ধু কোন কোন দ্রব্য কার্পেণ্টরের নিকট উপহার দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য তিনি প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে প্রদাতাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার ভাব এবং সুন্দর হস্তাক্ষর দর্শনে আমরা আহ্লাদ প্রাপ্ত হইলাম।

পাঠিকাগণ! দেখ মিস্ কার্পেণ্টার বিলাতে গমন করিয়াও তোমাদিগকে ভুলিয়া যান নাই। তোমাদিগের উপকার করিবার জন্য তিনি তোমাদিগকে ভুলিতে পারিতেছেন না। তবে তোমরা তাঁহার নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া কি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে?

২য়। গত ১৬ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতায় সিমলায় একটী বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম শ্রীকালীনাথ দে; জাতি কায়স্থ, বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। তিনি শিবসাগরের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার (ইংরাজী প্রধান শিক্ষক) পাত্রীর নাম শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসী। ঢাকা নিবাসী মৃত বাবু রামদয়াল রায়ের কন্যা, বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর। প্রায় কন্যার শৈশবেই প্রথম বিবাহ হয় এবং দশ বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হইয়াছিল। জ্ঞাত হওয়া গেল পাত্রীর পিতা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ঐ বিধবা কন্যাটীর পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন এবং এখন কন্যার পিতৃব্য হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা দ্বারা বিবাহ নির্ব্বাহ হইল।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক।

বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত জ্ঞান হয়। ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার আছে। কি বালক কি বৃদ্ধ কি স্ত্রী কি পুরুষ বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে কাহারও বাধা নাই। বিদ্যা সকলেরই হিতকরী বন্ধু। মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া যদি বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়, তবে পশুতে আর মনুষ্যতে কিছুই প্রভেদ থাকে না। বিদ্যা ধন লাভ করিতে হইলে আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক করে। উহা অর্থের দ্বারা ক্রয় করা যায় না, উহা বাল্যকালের কোমল অন্তঃকরণে শীঘ্র প্রবেশ করে। বিদ্যা মনুষ্যের মনে একবার প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অজ্ঞানতাকে নষ্ট করে। যেমন পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া জগতের অন্ধকার হরণ করে, সেইরূপ বিদ্যার নির্ম্মল কিরণে মনুষ্যের অন্তঃকরণকে আলোকিত করে। বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ অতি-আশ্চর্য্য। সেই যোগ রক্ষা করা বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যা থাকিলেও তাহা বিষময় ফলোৎপাদন করে। অতএব বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিদ্যাহীন ব্যক্তি অপেক্ষা ধর্ম্মহীন ব্যক্তি সহস্র গুণে নিকৃষ্ট। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহকালে সুখী হইতে পারে কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহকালে ও পরকালে সুখভোগের অধিকারী হন। পূর্ব্ব কালে এই ভূমণ্ডলে কত শত ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি তাঁহাদিগের যশঃ কীর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দেখ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বিদ্বান্ ব্যক্তির শোভাই ধর্ম্ম। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্ম পথে থাকা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

নিবাধই বালিকা বিদ্যালয়ের
দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ ছাত্রী
শ্রীমতী গোলাপ মোহিনী দাসী।
সন ১২৭৪ সাল তারিখ ৪ঠা বৈশাখ।

প্রিয়বাক্য কি মধুর।

হে প্রিয় ভগিনীগণ! জগদীশ্বর এই জগতে যে সকল জীব-জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল অপেক্ষা মনুষ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কারণ তাহাদের তুল্য জ্ঞান, বুদ্ধি ও বাক্‌শক্তি কাহাকেও প্রদান করেন নাই। মনুষ্যেরা আপন আপন জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা বিদ্যাভ্যাস অর্থোপার্জ্জন, গৃহ নির্ম্মাণ ও কত প্রকার শিল্প কর্ম্ম করিয়া জগৎ কর্ত্তার জগতে শোভা বিস্তার করত আপনাদিগের জীবন সুখে অতিবাহিত করিতেছে। অতএব আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে সেই বিশুদ্ধ মঙ্গলাকরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম করিয়া আপনাদের স্বজাতির প্রতি সর্ব্বদা প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করি। এই ভারতে প্রিয় বাক্য অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী, রূপবতী ও ধনবতী হইলেও অপ্রিয় বাক্য কহিলে কেহই তাঁহার অনুগত হইতে চাহেন না। ফলতঃ কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয় জাতিরই প্রিয় বাক্য কহা উচিত; কারণ মনুষ্য হিংসা ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি সকলকে প্রিয় বাক্য কহিলে তাঁহার আপন পর প্রভেদ থাকে না; সকলেই তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হইয়া প্রাণপণে বিপদুদ্ধার করিতে চেষ্টা পায়, এবং তাঁহার এতদূর বশীভূত হয় যে তিনি স্বয়ং কি তাঁহার সন্তান সন্ততি রুগ্নাবস্থায় পতিত হইলে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে তিলমাত্র ত্রুটি করে না। ফলতঃ প্রিয় বাক্য কহিলে এ জগতে কাহারো অপ্রিয় হইয়া থাকিতে হয় না। আহা! লোকে ধন দ্বারা দাস দাসী ক্রয় করিতে চাহেন, কিন্তু প্রিয় বাক্যের দ্বারা স্বাধীনকে বশীভূত করিতে চাহেন না। যিনি সর্ব্বদা কটু বাক্য কহেন, তিনি অগ্রে অনুভব করিতে পারেন না যে কি কঠিন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ঐ কটু বাক্যের জন্য তাঁহাকে সকলের অপ্রিয় ভাজন হইয়া পরিণামে সমুচিত ফল ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। ফলে প্রিয় বাক্যে যে রূপ কার্য্য পাওয়া যায়, এরূপ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এমত যে মধুর প্রিয় বাক্য তাহাকে কেহ অপ্রিয় করিতে চেষ্টা করিও না,

প্রিয় বাক্য শুনে মন প্রফুল্ল হইতে থাকে এবং প্রিয়বাদীর কার্য্য সাধনে অসঙ্কুচিত হৃদয়ে সম্যক্ প্রকারে যত্নবতী হইতে ইচ্ছা যায়। যে ব্যক্তি কটুভাষী হয় তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে কাহারো ইচ্ছা হয় না। ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন বিভাবরীতে মন্দ মন্দ বারি বর্ষণ ও বজ্রপতন হইতেছে, এমন সময়ে বহুবিধ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ কোন নিবিড় মহারণ্যে এক বালককে একাকী রাখিয়া আসিলে তৎকালে তাহার মন যেরূপ কাতর ও যেপ্রকার দুঃখিত হয়, হীনপথাশ্রিত সুবুদ্ধি ব্যক্তি অধৈর্য্য ক্রমে একবার উচ্চ পদের সৌরভাভিলাষী হইয়া অসিদ্ধি দ্বারা অবমানিত হইলে তাঁহারও অন্তঃকরণ যেরূপ দুঃখিত হইয়া থাকে, অপ্রিয় বাদীর সম্মুখবর্ত্তী হইতে তাহার অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশ ও যন্ত্রণা বোধ হয়। ফলতঃ কটুভাষী ও কালভুজঙ্গেতে কিছুই ভিন্ন নাই। এই উভয়কেই সমতুল্য জ্ঞান করিও যে হেতু এই উভয় বস্তুর দংশনেই দেহ বিষাকীর্ণ ও প্রাণ অবসন্ন হইতে থাকে; সুতরাং এই উভয়ের নিকটস্থ হইতে কেহই সাহস প্রকাশ করিতে চাহেন না। অতএব ভগিনীগণ! সকলেই প্রিয় বাক্য কহিতে যত্নবতী হও।

প্রিয় বাক্য কহে যেই তার
কোথা পর।
প্রিয় হয়ে পর তার থাকে নিরন্তর ॥
প্রিয় কথা কহিবে গো সদাসর্ব্বক্ষণ।
প্রিয়বাক্যে প্রিয় হন জগতের জন ॥
ধনী মানী জ্ঞানী যদি কটু কথাকয়।
অনুগত হয়ে তার কেহ নাহি রয় ॥
দিবানিশি দগ্ধ হয় আপনার মন।
সকলের হন তিনি অপ্রিয় ভাজন ॥
আপনার মন হয় মার্জ্জিত দর্পণ।
যেমন দেখাবে ভাই দেখিবে
তেমন ॥
যদি কারো প্রিয় হতে ইচ্ছা
থাকে মনে।
যত্ন করে প্রিয় বাক্য রাখিবে বদনে ॥
দাস দাসী ভাই বন্ধু যত পরিজন।
সকলে কহিবে ভাই অমৃত বচন ॥
কহিলে এপ্রিয় কথা ভাল থাকে
মন।
প্রিয় বাক্যে হয় সব মঙ্গল সাধন ॥
প্রিয় বাক্য হতে প্রিয় কিবা আছে
আর।
প্রিয় বাক্য হয় দেখ সংসারের সার ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি
বর্দ্ধমান।

নিম্ন লিখিত কয়েক পংক্তি পদ্য আমার এক পরম স্নেহাস্পদ বন্ধুর জননী কর্ত্তৃক রচিত। এই তাঁহার প্রথম পদ্যে হস্তক্ষেপ : ইহাতে কয়েকটী বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা গিয়াছে, ভরসা করি বামাকুলবন্ধু বামাবোধিনী পত্রিকায়, সদোষ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া, এই প্রথম রচিত প্রবন্ধ প্রকাশপূর্ব্বক লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

২৩ বৈশাখ
কলিকাতা } শ্রীঅ, মো, বসু।

কোথা রৈলে দিন নাথ ওহে দয়া ময়।
হের দুঃখিনীর দুঃখ হইয়া সদয়॥
করুণাসাগর পিতা করুণানিধান।
এদুঃখ সাগর হতে কর পরিত্রাণ॥
বিষয় বিষেতে আমার জেরেছে হৃদয়।
তোমা বিস্মরণে আছি কি হবে উপায়।
অনাথ নিতান্ত আমি কে দিবে সান্ত্বনা।
তোমা বিনা কে জানিবে মনের যন্ত্রণা॥
আমার যে অপরাধ সংখ্যা নাহি তার।
জানিতে পারি না পিতা কিসে হব পার॥
দেখিতেছি তব দয়া অসীম অতুল।
ভরসা হতেছে তাই পাব বুঝি কূল॥
কিন্তু হায় যখন ভাবিয়া দেখি মনে।
তোমাকে সরল চিত্তে ডাকিতে জানিনে॥
তখন হৃদয় মম দ্বিগুণ প্রবল।
হইয়া আমায় করে নিতান্ত বিহ্বল॥
অকূল সমুদ্র হেরে বিষণ্ণ যে মন।
রক্ষা কর এ বিপদে বিপদ ভঞ্জন॥
থাকিতে তুমিগো পিতা ডাকিব কাহারে।
কাহারি বা সাধ্য আছে ত্রাণ করিবারে॥
দয়াময় নাম তুমি দয়ার সাগর।
তবে কেন দুঃখে এত হয়েছি কাতর॥
বল বুদ্ধি হীন আমি না সরে বচন।
তরঙ্গে তরণী হয়ে দেও দরশন॥
সহে না সহে না নাথ! বিলম্ব সহে না।
দুঃখিনীর দুঃখ হেরে প্রকাশ করুণা॥

শ্রীমতী * * *

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৪৯শ সংখ্যা। } ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৪ { ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর চতুর্থ সাংবৎসরিক জন্মোৎসব।

সেই ভাদ্র পুনরায় শিরে শোভাদিল,
আশারশ্মি অবলার চিতে প্রকাশিল।
আনন্দের দিন আজি বঙ্গবাসিনীর,
জনম উৎসব মাস বামাবোধিনীর।

পুনর্ব্বার আমাদের প্রিয় বামাবোধিনীর জন্মমাস উপস্থিত হইল। এই বর্ত্তমান মাসে ইহা চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে পতিত হইল। যদিও অদ্যাপি ইহাকে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা বলিতে হইবে তথাপি আমাদিগের দেশের পত্রিকা সকলের যেরূপ শৈশব-মৃত্যু সংঘটন হইয়া থাকে তাহাতে এই পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম আমাদিগের আনন্দের কারণ হইয়াছে। যাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছাতে জগতে মঙ্গলকর কার্য্যের নিয়ত উন্নতি হইতেছে, তাঁহার চরণে আমরা অদ্য কৃতজ্ঞতা-উপহার প্রদান করি। মঙ্গলের আধিপত্য বিস্তীর্ণ হইবে, সদ্বিষয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইবে; এই মূল বিশ্বাসটী আমাদের প্রিয় বামাবোধিনীর জীবন এবং সেই বিশ্বাসাশ্রিত আমা-

দিগের কার্য্য ইহার কলেবর। নতুবা এক্ষণে বঙ্গদেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদিগের সমস্ত উৎসাহ ও চেষ্টা এককালে শিথিল হইয়া যায়। এই রত্নগর্ভা ভারতভূমির ধন, ধান্য ও জ্ঞানে পৃথিবীর কত স্থান ঐশ্বর্য্যশালী ও জ্ঞানধর্ম্মে সুশোভিত হইতেছে, কিন্তু তাহার স্বীয় সন্তানগণ কায়িক ও মানসিক অন্নাভাবে, অদ্যাপি হীনবল রহিয়াছে। অজ্ঞানান্ধ বঙ্গবাসিনীগণের জ্ঞানানুশীলনার্থে এই একমাত্র পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি ইহার প্রতি কয় জন ব্যাক্তির যথার্থ স্নেহদৃষ্টি পতিত হইয়াছে? অন্তঃপুর হইতে আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে দুই চার জন ব্যাক্তি তাহাতে কাতর হইয়া সেই দুঃখ নিবারণের জন্য আপনাদের ক্ষুদ্রশক্তিকে নিয়োগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি হইতে পারে। দাবানল সম চতুর্দ্দিকে দুঃখের শিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা সেই দুঃখের প্রশমনে আপনাদের শক্তিকে নিয়োগ করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে সহায় সম্পত্তিহীন দেখিয়া অধিকতর দুঃখিত এবং নিরাশপ্রায় হইতেছেন। ভগ্নীগণের দুরবস্থার বার্ত্তা তাঁহারা সর্ব্বত্র পরিঘোষণা করিতেছেন, অর্থবল জ্ঞানবলের নিমিত্ত ভ্রাতার সাহায্য বারম্বার প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু কে তাহাদিগের বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করে। ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করিতে ভূপতির ধনাগার শূন্য হইতেছে: বৈষয়িক মান সম্ভ্রম বিস্তার করিতে জনসমাজের প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। কত সহস্র সহস্র নিরর্থক কার্য্যে বিপুল বিভবের বিসর্জ্জন হইতেছে কিন্তু ভগ্নীর তৃষ্ণার্ত্ত হৃদয়ে একবিন্দু জ্ঞানবারি দিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতেও কেহই ইচ্ছুক নহেন।

ভারতবর্ষের এখন এইরূপ দুরবস্থা। এসময়ে যিনি তাহার হিত সাধনে অগ্রসর হইবেন, একমাত্র আশাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সৎকার্য্য সাধনে সহায় সম্পত্তি লাভকরিবার দিন অদ্যাপি ভারতবর্ষে উপস্থিত হয় নাই; যাঁহারা কোন সদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাদিগকেই এখন এই শোচনীয় বাক্য উচ্চারণ করিতে হইবে।

কাথারিন্ হার্ম্মাণের পতিভক্তি।

পতি বিনা সতীর সে জীবন মরণ
বিপদ্ সম্পদ্ হয় পতির কারণ।
এক মনে যেইচিন্তে পতির কুশল
চিরকীর্ত্তি লাভ তার জীবন সফল।

স্পেন দেশের লোকেরা হলণ্ডের অন্তঃপাতী অষ্টেণ্ড নগর তিন বৎসর তিন মাস তিন দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ওলন্দাজেরা কতকগুলি স্পেনীয়ের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধের নিমিত্ত স্পেনীয়েরা সম্ভ্রান্ত ওলন্দাজ নাবিকগণকে ধৃত করিয়া দাঁড় টানিতে নিযুক্ত করিল। কাথারিন্ হার্ম্মান্ নামে হলণ্ড দেশের একটী সাহসী ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তাঁহার স্বামীও ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন। স্বামীকে মুক্ত করিবার পণ করিয়া তিনি আপনার দীর্ঘ কেশ ছিড়িয়া ফেলিলেন, পুরুষের পরিচ্ছদ পরিলেন এবং বহুকষ্ট অতিক্রম করিয়া অষ্টেণ্ড নগরে উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুপম রূপমাধুরী কিছুতেই ঢাকিতে পারিলেন না। শত্রুপক্ষীয় সকলেই তাঁহার দর্শনমাত্র চমৎকৃত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হইল। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার স্বরের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বিপক্ষ কাউণ্ট মরিসের চর বলিয়া স্থির করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিয়া সেনাপতির নিকট লইয়া গেল। সেনাপতি কাথারিণের পায় বেড়ী দিতে আজ্ঞা দিলেন এবং তাঁহার প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পতির সহিত এক কারাগারে বাস করিবার জন্য তাঁহার একান্ত প্রয়াস ছিল, কিন্তু তিনি এক স্বতন্ত্র কারাগারে রুদ্ধ হইলেন। পরে যখন শুনিলেন তাঁহার পতি যে দলের সহিত কয়েদ হইয়াছিলেন, পরদিবস তাহাদের মধ্য হইতে সাতজনের শিরশ্ছেদন হইবে এবং অবশিষ্টগুলি বেড়ীপায় দাঁড় বাহিবে, অন্যরা স্পেনে প্রেরিত হইবে; তখন

তাঁহার শোকের অবধি রহিল না। মনস্বিনী যখন আশা ও ভয়ে আন্দোলিতচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন এক পুরোহিতকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। কাথলিক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের একটী প্রথা আছে অপরাধীগণের অপরাধ শ্রবণ ও পাপমার্জনা করিবার নিমিত্ত এক একজন ধর্ম্ম-যাজক নিয়োজিত হইয়া থাকেন। কাথারিন্ তাঁহার নিকট আপনার সমুদায় দুঃখ নিবেদন করিলেন। যাজক তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার আশা দিলেন। কেবল আশা দিলেন এমত নয়, তিনি সেনাপতির অনুমতি লইয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়কে এক গৃহে রাখিয়া দিলেন। কাথারিন ইহাতে কিছু সুস্থ হইলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে স্বামীর প্রাণদণ্ড অথবা দাসত্ব আসন্ন, তখন মূর্চ্ছাগত হইলেন। চেতনা পাইয়া তিনি আপনার মানস আর গোপন রাখিতে পারিলেন না। বাক্‌শক্তি স্ফুরিত হইলে তিনি বলিলেন যে স্বামীর উদ্ধার নিমিত্ত তিনি সমুদায় মূল্যবান্ দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়াছেন। এবং ছদ্মবেশ ধরিয়া তাঁহার মুক্তিলাভের উপায় করিতে আসিয়াছেন। যদি তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য না হন, স্বামী যথায় যাইবেন তাঁহার সঙ্গের সঙ্গিনী হইবেন। তাঁহাকে যদি দাঁড় বাহিতে হয় তিনিও দাঁড় বাহিবেন, এবং তাঁহাকে যদি অন্যরূপ কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়, তিনিও তাঁহার অংশভাগিনী হইবেন। পরে সেনাপতি পুরোহিতের নিকট ওলন্দাজ রমণীর আশ্চর্য্য সাহস ও সতীত্বের বিবরণ শুনিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং স্বামীর সহিত তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে অনুমতি দিলেন।

স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্য।

প্রীতি ও আদেশ।

প্রীতি অথবা আদেশ এই দুইটীর একটীর অনুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য পরস্পরের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তি নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে আদেশ করেন এবং সেই আদেশ পালনার্থে তিনি তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রীতিতে বশীভূত হইলে তিনি তাঁহার প্রিয় পাত্রের কার্য্য সাধন করিতে স্বতঃই আহ্লাদিত হয়েন। এইরূপে প্রীতি এবং আদেশ দ্বারা পরস্পরের মনকে পরস্পরে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে।

আদেশ দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা অর্থের আকাঙ্ক্ষা, পদের সম্মাননা বা ভয় ইত্যাদি ভাব হইতে হয়। আদেশ মনুষ্যের আন্তরিক ভাবকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তাহাতে প্রীতির প্রত্যাশা করা যায় না। আদেশ দ্বারা সম্রাটের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসিত হইতেছে; পৃথিবীর অসংখ্য কার্য্য একমাত্র আদেশ দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। কিন্তু আদেশ দ্বারা কখন মনুষ্যের মানস রাজ্য সুশাসিত হয় নাই। মনুষ্যের চরিত্র সংশোধন বা মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন কখনই কর্ত্তৃত্বের আদেশ দ্বারা হয় না। আদেশ মনুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না, উহা বহির্ভাগে থাকিয়া মনুষ্যকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে। মনুষ্য অনেক সময়ে আদেশের অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু অনেক বিষয় এরূপ আছে তাহারা কোন বাহ্যিক আদেশ প্রয়োগ করে না, তথাপি মনুষ্য তাহাদিগের বশীভূত হয়। ইহার কারণ এইযে সেই সকল বিষয়ের এপ্রকার স্বাভাবিক অন্তরাকর্ষণী ক্ষমতা আছে যে তাহারা ক্রমে ক্রমে মনুষ্যের মনকে আপনারদিকে আনয়ন করিতে থাকে। মনুষ্যেরা কখনই সেই সকল বিষয়ের বিপক্ষ হয় না, অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইয়া

পড়ে। সেই অন্তরাকর্ষণী শক্তি যে সকল বিষয়ে আছে, তাহারাই মনুষ্যের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা মনুষ্যের চরিত্র সংশোধন বা মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। নতুবা আদেশ দ্বারা চরিত্র সংগঠন হইতে পারে না।

পৃথিবীস্থ ভিন্ন ভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে চরিত্রের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার প্রধান কারণ এই, চিরপ্রচলিত আচার ব্যবহারের এপ্রকার একটী অন্তরাকর্ষণী শক্তি আছে যে, মনুষ্য যেপ্রকার জনসমাজে চিরদিন অবস্থিতি করে তাহার চরিত্র সেই সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের অনুরূপ হইয়া থাকে। মনুষ্যের চেষ্টা বা আদেশ দ্বারা এইরূপ বিভিন্ন চরিত্র হয় না, প্রীতি আকর্ষণী শক্তি দ্বারা এইরূপ হইয়া থাকে। এক্ষণে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে কর্ত্তৃত্বের আদেশ অপেক্ষা যে বিষয়ের অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিবার বিশেষ শক্তি আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা; তাহা মানসিক ভাবের উপর কার্য্যকরী। তজ্জন্য সেই ক্ষমতা শ্রেষ্ঠ ফল প্রসবিনী।

অতএব সেই অন্তরাকর্ষণী শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা যেমন প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। তেমনি তাহার অসদ্ব্যবহার হইলে জন সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। ফলতঃ এই হিতকরী শক্তির সদ্ব্যবহার না হওয়াতেই বর্ত্তমান জনসমাজের নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বর এই ভূমণ্ডলের যে সমস্ত পদার্থে সেই শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেই কল্যাণকরী শক্তির সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে দায়ী রহিয়াছেন।

যাহাতে যে কার্য্য সাধনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অপর উপায় অবলম্বন করিয়া সে কার্য্যসাধন করিতে গেলে কখনই তাহা সুসিদ্ধ হয় না। কর্ত্তৃত্বের আদেশ যেকার্য্য সাধনের প্রকৃত উপায় নয়, তাহাতে সে উপায় অবলম্বন করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। এক্ষণে জনসমাজের যে পরিমাণে বুদ্ধি বৃত্তির উন্নতি দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সেরূপ উন্নতি দেখা যায় না ইহার একটী প্রধান কারণ এই, যে উপায় দ্বারা

বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সাধিত হইতেছে, সেই উপায়কে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনে নিয়োগ করা হইতেছে। সুতরাং তদ্দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ হইতেছে না। যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রীতি আকর্ষণ করা প্রধান উপায়, তাহা কখন ক্ষমতা বা প্রভুত্ব প্রদর্শন দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে সর্ব্বত্র বিদ্যার অনুশীলন প্রচলন, রাজ্যে সুনিয়ম সকল সংস্থাপন এবং ঐহিক অবস্থার উন্নতি হওয়াই মনুষ্যের সচ্চরিত্রতা এবং ধর্ম্মপরায়ণতা সাধনের প্রধান উপায়। ঐহিক ঐশ্বর্য্য হইতে ঐহিক সুখের উৎপত্তি হয় এবং সেই সুখ হইতে যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এরূপ সংস্কার বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অধিক পরিমাণে বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা যে মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সমালোচনা যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতির প্রধান সাধন এরূপ বলা যায় না। বিদ্বান মণ্ডলীর জীবন রচিত দেখিলেই এবিষয় সপ্রমাণ হইতে পারে। অনেক ব্যক্তি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া এবং বুদ্ধি বৃত্তির সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াও অতি জঘন্য পাপ সকলে আসক্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ মার্জ্জিতবুদ্ধি হইলে যে মনুষ্য ধার্ম্মিক হয় এবাক্য সমূলক নহে। মনুষ্য যদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতি সাধনেচ্ছুক হইয়া, বুদ্ধির অনুশীলন করেন, তাহা হইলে তাহার যথোচিত সাহায্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি স্বয়ং মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তির আলোচনা যেমন মনুষ্যের ইচ্ছা ও চেষ্টা অনুসারে সৎপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধনের সহায় হইতে পারে। তেমনই মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে তাহা আবার অসৎপ্রবৃত্তি আলোচনারও সহায় হইতে পারে। অতএব বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উন্নতির প্রধান সাধন নহে। এক্ষণে মনুষ্যের চরিত্র বিশুদ্ধ করণের প্রধান উপায় কি এবিষয় একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যাহা শৈশবে মনুষ্যের কোমল ও সরল অন্তঃকরণকে প্রীতি দ্বারা বশীভূত করিতে সমর্থ, তাহাই মনুষ্যের চরিত্রকে বিশুদ্ধ

করিবার এবং মনকে সৎপথে লইয়া যাইবার প্রধান উপায়। সেই উপায় অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার অধিষ্ঠান পরিবার মধ্যেই লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ জননীর স্নেহময় হৃদয়েই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "সমাজকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব সকলে সুশোভিত করিতে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শক্তি যেরূপ কার্য্যকারিণী অন্য উপায় সেরূপ নহে।" উপরে যাহা লেখা হইল তদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। রমণীগণ তোমরা যে স্বর্গীয় শক্তি লাভ করিয়াছ তাহার প্রকৃত ব্যবহার করিতে শিক্ষা কর, সাবধান যেন তাহার অসদ্ব্যবহার দ্বারা জনসমাজের অমঙ্গল এবং আপনাদিগের দুর্গতি সাধন করিও না।

স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা।

(৫৫৬ পৃষ্ঠার পর)

এখন স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ প্রণালীতে ও যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগের প্রকৃত উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীশিক্ষার অনুন্নতির এই চারিটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।

১ম। দেশীয় লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে ভ্রম।

২য়। বাল্যবিবাহ।

৩য়। স্ত্রীশিক্ষকের অভাব।

৪র্থ। আন্তরিক যত্নের শিথিলতা।

যদিও দেশস্থ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মহাশয়েরা জ্ঞানেতে বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য তর্কশাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তথাপি তাঁহারা যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম না হইতেছেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সে বিষয়ে ভ্রম আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁহারা যে অনভিজ্ঞ তাহার আর একটী প্রধান প্রমাণ এই যে তাঁহাদের পুত্র সন্তান জন্মিলে তাঁহারা যেরূপ আহ্লাদিত হন, কন্যা সন্তান জন্মিলে সেই রূপ দুঃখিত হন, ইহার প্রধান কারণ এই যে, পুত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, কন্যা চিরকাল মূর্খ থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না।

এইরূপ একটী কথাই আছে "যে মেয়েমানুষে লেখা পড়া শিখিয়া কি চাকরি করবে" এই কথাটিতে দেশীয় সাধারণ লোকের আন্তরিক ভাব পরিচয় দিতেছে।

গত অগ্রহায়ণমাসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য যে সভা হয়, তাহাতে দেশীয় একজন মান্য লোক এই বলিলেন যে আমাদের দেশীয় লোক অর্থোপার্জ্জনই বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করেন, এজন্য বালিকাদিগকে দুই চারি বৎসর বিদ্যালয়ে যৎসামান্য শিক্ষা প্রদান করিয়া আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না।

পাঠিকাগণ! তোমরা ইহা অনেক দিন অবধি শিক্ষা করিতেছ যে, "যেজ্ঞান কার্য্যেতে পরিণত করা না হয় সেজ্ঞান থাকা আর না থাকা দুই সমান"। তাহা শিক্ষা করাও যে ফল! তাহাতে অনভিজ্ঞ থাকাও সেই ফল, কারণ আবশ্যক সময় যদি সেই জ্ঞান কার্য্যে না আইসে তবে সে জ্ঞানের আবশ্যকতা কি? যদি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি প্রতি পদে পদে পাপাচরণ করেন এবং যদি সকলের সমক্ষে আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া মুখে পরিচয় দেন, তথাপি কেহই তাঁহাকে ধার্ম্মিক না বলিয়া সকলি এই বলিবে যে, ধার্ম্মিক হওয়া কাহাকে বলে তাহা, তিনি জানেন না।

বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ে দেশীয়প্রধান ও মান্য ব্যক্তিদিগের পক্ষে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমরা এরূপ বলিনা যে তাঁহারা বিদ্যার উদ্দেশ্য বিষয়ে এক কালে কিছুই জানেন না, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে তাঁহারা উদ্দেশ্য বিষয়ে অল্পই জানেন।

বিদ্যাশিক্ষার, অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য মহৎ। ঈশ্বর প্রদত্ত মনোবৃত্তি সকল উজ্জ্বল ও উন্নত করা এবং তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য। এক জন মহর্ষি বলিয়াছেন যে "কিহবে সে জ্ঞান যাতে তাঁহারে না পাই" যে জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া না যায়, যে জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হওয়া না যায়, যে জ্ঞান দ্বারা

এক মাত্র অর্থই উপার্জ্জন করা-যায়, সে জ্ঞান, জ্ঞানই নহে। অর্থোপার্জ্জন বিদ্যাশিক্ষার একটী নীচ উদ্দেশ্য। এই নীচ উদ্দেশ্য মনে করিয়া যাহারা শিক্ষা প্রদান করেন, তাহাদের মনও নিতান্ত নীচ ও অপ্রশস্ত। যদি বিদ্যা-শিক্ষার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যায় ভালই, নতুবা তাহার জন্য কাতর হওয়া আমাদের নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। যেমন ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করাও কর্ত্তব্য ও শ্রেয়, সেই-রূপ প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি অর্থোপার্জ্জন না হয়, তাহাও স্বীকারকরা কর্ত্তব্য। বিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন নহে। অতএব স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হউক বা নাই হউক, তথাপি তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সেবিষয় অবহেলা করিলে আমরা পাপে পতিত হইব। এক্ষণে দেশীয় লোকদিগের প্রতি আমা-দের নিবেদন যে তাঁহারা বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষা করিয়া, জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করুন, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অনুন্নতির একটী প্রধান প্রতিবন্ধক দূর হইবে।

২য়। বাল্য বিবাহ দ্বারা দেশের যে কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা এখানে বলিবার আবশ্যকতা নাই। সে বিষয় বামাবোধিনীর ২২০ পৃষ্ঠায় একবার বলা হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বাল্য বিবাহ যতটুকু প্রতি বন্ধক তাহাই কেবল বলা হইবে। বাল্য বিবাহ দ্বারা বিদ্যা শিক্ষার বিস্তর ক্ষতি হই-তেছে। বালিকারা ৩। ৪ বৎসর বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা করিয়া পরে ৭।৮।৯ বৎসরের সময় বিবা-হিত হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন; এই পর্য্যন্তই তাহাদিগের বিদ্যার পরিসমাপ্তি হয়। কেহ বোধোদয়, কেহ আখ্যানমুঞ্জরী কেহ বা ১ম ভাগ চারুপাঠঅধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা শিক্ষা শেষ করেন। কেহ কেহ সেইসময় হইতে আর লেখা পড়ার আলোচনা করেন না। কেহ বা গৃহে থাকিয়া বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী প্রভৃতি পুস্তক সকল অধ্যয়ন করিয় বিদ্যার উদ্দেশ্য অপবিত্র করিয়া ফেলেন। বাল্যকালে বিবাহিত হইয়া অনে-কেই শীঘ্রই পুত্রবতী হইয়া পড়েন সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার আরও

প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। রীতি মত বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া, অল্প পরিমাণে শিক্ষা করিলে যেরূপ অশুভ ফল লাভ হয়, ইহাদিগের দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব কন্যাদিগকে বাল্য কালে বিবাহ দেওয়াও স্ত্রীশিক্ষার একটী প্রধান অনুন্নতির কারণ।

৩য়। স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য স্ত্রীশিক্ষকই আবশ্যক। নতুবা প্রয়োজনীয় বিষয় সকল পুরুষেরা উত্তমরূপে তাহাদিগকে শিক্ষা-দিতে পারেন না। পুরুষদিগের যে সকল বিষয় শিক্ষণীয়, স্ত্রীলো-কদিগের তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন। এজন্য স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা প্রণালীও ভিন্ন প্রকার। স্ত্রীশিক্ষক না হইলে স্বজাতীয় অভাব অনু-সারে আর কেহ শিক্ষাদিতে পারেন না। পুরুষ শিক্ষক হইলে তাঁহার এই লক্ষ্য থাকিবে, কিসে তাঁহার ছাত্রী বিদ্যাবতী হন। স্ত্রীশিক্ষক হইলে তাঁহার এই লক্ষ্য থাকিবে, কিসে তাঁহার ছাত্রী সৎগৃ হিণী, সৎমাতা ও সৎস্ত্রী হন। এ তদ্ভিন্ন স্ত্রীশিক্ষকের দ্বারা স্ত্রীশি-ক্ষার অনেক প্রকারে উন্নতি হইতে পারে। আগামী বারে স্ত্রী শিক্ষ-কের আবশ্যকতা বিষয়ে পুনরায় লেখা হইবে, সেজন্য এস্থলে বিস্তারিত রূপে লেখা হইল না।

৪র্থ। "ইচ্ছা থাকিলে সকল কার্য্য সুসিদ্ধ হয়"। যদি দেশীয় লোকের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আন্ত-রিক যত্ন থাকিত, তাহা হইলে এত কাল স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়া, আজও এপ্রকার হীন ভাবে থাকিত না। যত্ন থাকিলে সকল প্রকার সুবিধা করিয়া লই-তেন। স্ত্রীশিক্ষকের অভাবও থাকিত না, শৈশবাবস্থায় বালিকাদিগকেও বিবাহ দেওয়া হইত না, এবং পুরুষ দিগের শিক্ষার নিমিত্ত যত প্রকার সুবিধা হইতেছে স্ত্রীশিক্ষার জন্য সেইরূপ সুবিধা করাও হইত। স্ত্রী-শিক্ষার যত প্রকার অভাব আছে, তন্মধ্যে আন্তরিক যত্নের অভাবই সর্ব্বপ্রধান। এদেশীয় লোকেরা মুখে বা বক্তৃতা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যত কেন যত্ন প্রকাশ করুন না, কিন্তু কার্য্যে তাঁহাদের সেরূপ যত্ন অল্পই দেখা যায়। এক্ষণে দেশীয় বিজ্ঞ ও স্ত্রী-বান্ধক মহাশয়গণের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেমন মুখে স্ত্রীশিক্ষার যত্ন দেখান, যেন কার্য্যেও সেইরূপযত্ন করেন, তাহাহইলে আর স্ত্রীশিক্ষার এরূপ অনুন্নতি থাকিবে না।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, শুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

সত্য। কোন একটা বস্তু আগুনে দিলে তাহা পুড়িয়া যায় কেন?

মা। কোন বস্তু আগুনে দিলে তাহা হইতে জলজন বা জলীয় বাষ্প বহির্গত হয় এবং তাহা বাতাসের মধ্যস্থিত অম্লজন বায়ুর সহিত মিশিয়া ধুম হইয়া উঠে। এই কারণে অগ্নিসংযোগে বস্তু সকল ক্ষয় পাইয়া যায়।

সু। ঠিক্ কথা। মা! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ জলজন ও অম্লজন বায়ু মিশিয়া জল হয়। তা ধোঁয়াও জল। কোন জিনিষ পুড়িলে যখন ধোঁয়া উঠে তখন তাহাতে হাত-দিলে হাতে জল জমিয়া যায়। কিন্তু আগুনে কাঠ যেমন পুড়িয়া যায়, পাথর তেমন যায় না কেন?

সত্য। আমি বোধ করি কাঠে যেমন জলজন বায়ু আছে, পাথরে তেমন নাই।

মা। তাহাই বটে। জলজন বায়ু পদার্থ হইতে বাহির হইয়া বাতাসের অম্লজন বায়ুর সহিত না মিশিলে আর তাহা পোড়ে না। যে বস্তুতে জলজন বায়ু যত অধিক তাহা তত শীঘ্র পোড়ে এবং তাহাকে দাহ্য পদার্থ বলে। গন্ধক, বারুদ, প্রভৃতি পদার্থ দাহ্য পদার্থ।

সত্য। ভিজা কাঠ, কি কাগজ, কি তুলাতেত জলীয় বায়ু আছে তবে তাহা পোড়ে না কেন?

মা। জলজন বায়ু আর জল ভিন্ন পদার্থ। জলে জলজন ও অম্লজন এই দুই বায়ু থাকে। এই কারণে ভিজা বস্তু হইতে এই দুই বায়ু একত্র বাহির হইয়া অগ্নির তাপ বিস্তারিত ও নষ্ট করিয়া ফেলে।

সু। সমান ওজনের কাঠ আর পাথুরে কয়লা পোড়াইলে কাঠের ছাই কম হয় কেন?

মা। কাঠে অধিক জলজন বায়ু থাকে, এইজন্য পোড়াইলে তাহাতেই অধিক ধোঁয়া বাহির হয়, সুতরাং ছাই অল্প অবশিষ্ট থাকে। কয়লাতে সেরূপ হয় না।

সু। আচ্ছা, পোড়া কাঠ কি পোড়া কয়লা ভাল পোড়ে না কেন?

মা। তাহাতে অম্লজন বায়ু জমিয়া থাকে, সুতরাং বায়ুর মধ্যস্থিত অম্লজন বায়ু গ্রহণ করিয়া আর তাহা ভালরূপ দগ্ধ হইতে পারে না।

সু। কাঠ কি কয়লা পুড়িবার সময় অগ্নিকণা সকল উড়িয়া যায় কেন?

মা। কাঠের এবং কয়লার ছিদ্রের মধ্যে বায়ু থাকে। সেই বায়ু অগ্নির তাপে বিস্তারিত হইয়া বাহির হইতে আসিলে যে পরমাণু সকল বাধা দেয় বায়ু তাহাদিগকে ছড়াইয়া ফেলে।

সত্য। আগুনে কাঠ ও কয়লা পুড়িয়া ছাই হয়, কিন্তু ধাতু দ্রব্য সকল গলিয়া যায় কেন?

মা। ধাতুর পরমাণুর মধ্যে যে বাষ্প থাকে, আগুনের তাপ পাইয়া তাহা ধাতুকে বিস্তারিত ও জলের মত তরল করে। কিন্তু কাষ্ঠের মধ্যস্থ জলীয় পদার্থ আগুনের তাপে বাহির হইয়া শুষ্ক ছাই রাখিয়া যায়। ছাইতে অধিক পরিমাণে উত্তাপ দিলে তাহাও জলবৎ তরল হইতে পারে।

সু। সে কি ছাই আবার কেমন করিয়া তরল হইবে?

মা। কাচ কেমন করিয়া তৈয়ার হয় জান? বালুকা এবং ছাই একত্র করিয়া অধিক পরিমাণে উত্তাপ দিলে কাচ হয়। এখানে দেখ ছাই গলিয়া কাচ হইয়া যায়।

সত্য। বাতি এবং প্রদীপ কেমন করিয়া জ্বলে?

মা। বাতি এবং প্রদীপের তৈলে জলজন বায়ু যথেষ্ট আছে। অগ্নির তাপে তাহা বাহির হয় এবং বাতাসের অম্লজন গ্রহণ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

সু। প্রদীপের শিখা উপর-দিকে উঠে কেন?

সত্য। আমি বোধকরি, ধোঁয়া যেমন বাতাসের চেয়ে হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, প্রদীপের শিখাতেও সেইরূপ কিছু হয়।

মা। প্রদীপের শিখাতে আগুন আছে। আগুনে বাতাসকে হালকা করে এবং হালকা বাতাস উপরে উঠিয়া যায়। এই কারণে হাল্‌কা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে শিখাও উপরে উঠে।

সু। শিখার মধ্যে যে কাল দাগ দেখা যায় তাহা কি?

মা। তাহা আঙ্গারক বাষ্প। তাহাতে কোন জিনিষ দিলে

পুড়ে না। একটী শলাকা প্রদীপের শিখার মধ্যে দিলে কালদাগের দুইধার হইতে আগুন তাহাতে লাগিবে, কিন্তু কালদাগের স্থান হইতে লাগিবে না। শলাকা বেশী ক্ষণ রাখিলে ধারের আগুন মাঝে আসিবে।

স। বাতি কিম্বা প্রদীপ যত অধিক দূরে থাকে, তত তাহার শিখা বড় দেখায় কেন?

মা। শিখার চারিদিকে যে বাতাস থাকে, তাহাও দীপ্তিমান্ হয় এবং দূর হইতে শিখার সহিত একত্র হইয়া বড় দেখায়।

স। প্রদীপ কাছে থাকিলে তাহার শিখা চূড়ার মত দেখায়, কিন্তু দূর হইতে গোলাকার দেখায় কেন?

মা। শিখার চারিদিকের বায়ুও ইজ্জ্বল হয়। নিকটে শিখার তেজ অধিক দেখা যায় বলিয়া চারিদিকের বায়ুর উজ্জ্বলতা অনুভব হয় না। কিন্তু দূরহইতে শিখার আলোক ও তাহার বেষ্টনকারী বায়ুর আলোক একত্র হইয়া গোলাকার দেখায়।

সু। প্রদীপ জ্বালিয়া দিলে তাহার তৈল কিরূপে কমিয়া যায়?

মা। কৈশিক আকর্ষণ বলিয়া এক প্রকার আকর্ষণ আছে। তাহাতে প্রদীপের পলিতা ক্রমে ক্রমে তৈল শুষিয়া লইয়া শিখার নিকট উপস্থিত করিয়া দেয়। পলিতার এক মুখ যতক্ষণ তৈলের সহিত সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ অন্য মুখে তৈল আইসে। শিখা না থাকিলেও প্রদীপে তৈল দিয়া যদি পলিতার এক মুখ কুলাইয়া রাখ, ক্রমে ক্রমে সব তৈল পড়িয়া যাইবে।

সত্য। জ্বলন্ত বাতি কিম্বা প্রদীপের পলিতাতে কেবল একটী আলপিন গাঁথিয়া দিলে তাহা নিবিয়া যায় কেন?

মা। আলপিনে তাপ বাহির করিয়া দেয় এবং কৈশিক আকর্ষণের বাধা জন্মায়, এই জন্য তৈল উঠিতে পারে না, সুতরাং আলোক নিবিয়া যায়। বাতি যে পর্য্যন্ত পোড়াইবার ইচ্ছা, সেইখানে একটী আলপিন গাঁথিয়া রাখিলে আর কিছুই করিতে হয় না, বাতি ঠিক্ সেই অবধি পুড়িয়া নিবিয়া যাইবে।

সু। আলো খোলা না রাখিয়া ঢাকিয়া রাখিলে অধিক উজ্জ্বল হয় কেন?

মা। তাহা হইলে তৈল ও বাতির দাহ্য পদার্থ সকল আরও উত্তমরূপে পুড়িতে পারে।

সু। গ্যাসের আলো যে বলে সে কি?

স। হাঁ মা, আমি দেখিয়াছি, তাহাতে তৈল কি মোম কিছুই দিতে হয় না চোঁয়ের ভিতর কি রকম বাষ্প থাকে. তাহাই জ্বলে।

মা। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি জলজন বাষ্প একটি প্রধান দাহ্য পদার্থ। চোঁয়ের মধ্যে এই বাষ্প থাকে, তাহা তৈল অপেক্ষাও উজ্জ্বল ও পরিষ্কাররূপে জ্বলে।

সু। জলজন বাষ্প কিরূপে পাওয়া যায়?

মা। রসায়ন বিদ্যা জানিলে তাহা অনেক প্রকারে সংগ্রহ করা যায়। আমি তোমাদিগকে একটী সামান্য কৌশল বলি। পুকুরের পাঁকের মধ্যে একটী ঘটী উপুড় করিয়া কিছুক্ষণ নাড়িলে চাড়িলে তাহার মধ্যে জলজন বাষ্প জমে। ঘটীর মুখ বন্ধ করিয়া তুলিয়া তাহার উপর একটী পলিতা জ্বালিলে জলের সহিত বাষ্প জ্বলিতে দেখা যায়।

বিবাহ।

বর্ত্তমান হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক দোষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল বিবাহকে প্রকৃত বিবাহ বলা যায় না। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের বন্ধুতা মনোমিলন এবং প্রণয় যথার্থ বিবাহের লক্ষণ। কিন্তু যেরূপ অবস্থায় সরচাচর বিবাহ হইয়া থাকে তাহাতে এই সকলের সম্ভাবনা নাই। পাঁচ বা দশ বৎসরের বালিকা অথবা দশ বার বৎসরের বালক যখন পরস্পর বিবাহ সূত্রে গ্রথিত হয়, তাহারা যে বিবাহের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে ইহা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। তাহারা। যে তাহাদের জীবনের একটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে, তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গমই হয় না। ঐ রূপ বিবাহে ঐ দম্পতীর নিজের কোন হস্ত নাই, উহা বর ও কন্যা কর্ত্তার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে; প্রণয় বন্ধুতা উহাতে স্থান পায় না; বর কর্ত্তার ইচ্ছাই বরের ইচ্ছা এবং কন্যার কর্ত্তার

ইচ্ছাই কন্যার ইচ্ছা। কি ভয়ানক কথা! যাহারা নূতন জীবনে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহারাই তাহা জানে না। ভবিষ্যতে ঐ যোগ দ্বারা তাহাদের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে তাহারা কিছুই অবগত নহে। বস্তুতঃ এইরূপ অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা প্রকৃত বিবাহের মর্ম্ম কিরূপে বুঝিতে পারিবে? লোকে বিবাহ করিয়া থাকে, এবং বিবাহ করিলে সন্তানাদি হয় ঊর্দ্ধকল্প তাহারা এই জানে। এরূপ অবস্থায় বিবাহ করা অথবা বিবাহ দেওয়া কিরূপ অন্যায় তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। হিন্দু সমাজ মধ্যে উন্নত বয়সে যে বিবাহ হইয়া থাকে তাহাতেও বিবাহের ভাব নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিবাহ কি তাহা হিন্দু সমাজ কিছুই জ্ঞাত নহে। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" সন্তানের জন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিবে এই হিন্দু সমাজের বিবাহের ভাব। এইরূপ অশুদ্ধ ভাবে বিবাহ করায় বিবাহ কার্য্য অতিশয় অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছে।

এস্থলে আমরা আমাদের পাঠিকাদিগকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক বিবাহের বিষয় কিছু বলিবার বাসনা করিতেছি। স্ত্রী ও স্বামীর আত্মাতে আত্মাতে যে মিলন হয় তাহাকেই আধ্যাত্মিক বিবাহ বলা যায়। ঈশ্বর মনুষ্য এবং স্ত্রী এই উভয়ের সৃষ্টি করিয়া এবং উভয়ের প্রকৃতিকে পরস্পরের প্রণয়াদি সদ্গুণ দ্বারা মিলন হইবার যোগ্য করিয়া আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্ভব করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য একাকী সংসারে বিচরণ করিলে অত্যন্ত নীরস ও কঠোর জীবন যাপন করে, স্ত্রীও একাকী থাকিলে অতিশয় অসহায় হয়; সেই জন্য উভয়ে পরস্পরের সহায় হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হইলে তাহাদের অতিশয় আনন্দ ও শান্তি হয়। এইরূপে মনুষ্য ও স্ত্রী যখন প্রণয় ও বন্ধুতার সহিত একত্র মিলিত হয় সম্পদে, বিপদে, সুখে দুঃখে, রোগ সুস্থতায় পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য করে, পরস্পরে পরস্পরের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি করে, তখনই যথার্থ আধ্যাত্মিক বিবাহ হয়। শরীরের মিলন বিবাহ নহে; দুই আত্মার মিলনই বিবাহ। যতদিন না ঐরূপ মিলন হয় তত দিন মনুষ্য ও স্ত্রী পরস্পর বিবাহ

করিবেনা; তত দিন প্রকৃত বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু সমাজে যেরূপ অবস্থায় বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে তাহাতে এই সকল বিষয় প্রত্যাশা করাযায় না।

নূতন সংবাদ।

এক জন আশ্চর্য্য শিশুবক্তা।

১ম। সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়াগেল ওয়েল্‌সে একটি একাদশ বর্ষীয় বালক তথাকার এক সভাতে অতি সুস্পষ্ট, তেজস্কর এবং মিষ্ট স্বরে এমনই সত্য সকল ব্যক্ত করিয়া ছিলেন যে, তাহা শুনিয়া বহুসংখ্যক শ্রোতা একবারে চমৎকৃত হইয়াছেন। বক্তৃতাকারী বালকটীর নাম মাষ্টার ইনক প্রোবার্ট।

২য়। ঢাকা প্রকাশ লিখিয়াছে "বঙ্গদেশের লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত গ্রে সাহেব ঢাকা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের পুরপুরস্কারার্থ যে ৭৭ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই পুরস্কার গত মঙ্গলবার বিতরিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে বস্ত্র, প্রধান শিক্ষককে নগদ বিংশতি মুদ্রা, প্রথম শিক্ষয়িত্রীকে ১৫টাকা এবং দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রীকে ১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। পারিতোষিক প্রদানের পূর্ব্বে ডেপুটী ইনেস্পেক্টর মহাশয় দুই চারি কথায় গ্রে সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তৎপরে পারিতোষিক প্রদত্ত হইলে শ্রীযুত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী সুললিত মধুর বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের উপর যে গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করেন। তৎপরে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুরস্কার প্রদাতাকে শত সহস্র সানুনয় ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।"

বামাগণের রচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়।

স্ত্রীশিক্ষা।

অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণ বিদ্যাভূষণে ভূষিতা হইলে দেশের যে কত প্রকার উপকার হইতে পারে

তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শিক্ষাভাবে উহারা যে প্রকার হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে তাহা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ উভয়কে লইয়া সমাজ সংগঠিত হইয়াছে, সুতরাং সমাজের কর্ত্তব্যের ভার সকল তুল্য রূপে পুরুষ এবং স্ত্রীর উপর অর্পিত জানিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীগণ আপনাদের দারুণ মূর্খতা বশতঃ ঐ সকল কর্ত্তব্যভার সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, জানিতে ও পারগ হইতেছেন না। এইহেতু সমাজের নানা প্রকার অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। করুণাময় জগদীশ্বর সকলেরি মনোমন্দির নানা প্রকার উৎকৃষ্ট বৃত্তিদ্বারা শোভিত করিয়াছেন, ঐ সকল মনোবৃত্তি যথানিয়মে পরিচালনা করিলে অপূর্ব্ব নির্ম্মল সুখ উপভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিদ্যা শিক্ষাভাবে স্ত্রীগণের মনোবৃত্তি মার্জ্জিত না হওয়াপ্রযুক্ত তাঁহারা একেবারে ঐ সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণের জীবন, পশু জীবন তুল্যই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে হেতু তাঁহারা কেবল কতকগুলি জঘন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বন্য পশুর ন্যায় আহার বিহারেই রত থাকিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন। বিদ্যাভাবে, সত্য-ধর্ম্মভাবে উহারা কিনা নীচ কর্ম্ম করিতেছেন? নিদারুণ মূর্খতা বশতঃ কেনা উহাদিগের মধ্যে হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া দেববৎ মনুষ্য ধর্ম্মীকে পশুধর্ম্ম পরিণত করিয়াছেন? স্ত্রীগণ গুণবতী হইলে পুরুষদিগের কর্ত্তব্য ভাবের অনেক লাঘব হইবে ইহা বলা বাহুল্য বরং বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনেক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইরূপ আছে যে তাহা পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোক দ্বারা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতে পারে। শিশু সন্তান শৈশব কালে স্বীয় জননী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তৎকালে মাতা তাহাকে যাহা বলেন সে তাহাই করে, যাহা শিখান সে তাহাই শিখে। সুতরাং জননী যদি নিজে রীতিমত বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সন্তানের মাতা হয়েন এবং উপযুক্ত কালাবধি সেই সন্তানকে ধর্ম্মনীতি ও হিতোপদেশ শিক্ষাদেন, তাহা হইলে সন্তান যে অবশ্যই গুণবান হইবেন

ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে কেবল পুত্র গুণবান হইলেই অস্মদেশীয় পিতা মাতা আনন্দ সলিলে প্লাবিত হইয়া থাকেন। কন্যাগণকে যে সেইরূপ শিক্ষা দান করা উচিত তাহা তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন না। আহা! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! বিদ্যা কি কেবল পুরুষদের উপার্জ্জনের জন্যই হইয়াছে? আমাদের দেশেয় রমণীগণও এইরূপ ভাবিয়া থাকেন, তাহা না হইলে তাঁহারা স্বয়ং কন্যাগণকে গুণবতী করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন তাহার সন্দেহ নাই। কি পরিতাপ! কাহাকেই বা কি বলা যায়! যদি শিক্ষার উপায় সত্ত্বে স্ত্রীগণ শিক্ষায় ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে তাহারাই ভৎর্সনার পাত্রী হইতেন কিন্তু এক্ষণে তাহাদিকে ভৎর্সনা করিলে অকারণে নিরপরাধিনীকে ভৎর্সনা করা দোষে দোষী হইতে হয়। পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিচেবনা করিলে অস্মদ্দেশীয় পুরুষ বৃন্দকেই দোষারোপ করিতে হয়। তাহাদিগেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যত দিন এদেশের স্ত্রীলোকেরা গুণবতী না হইবেন ততদিন কোন বিষয়ে উন্নতির সম্ভাবনা নাই। আহা! বঙ্গ দেশীয়া স্ত্রীলোকেরা কত দিনে বিদ্যা ভূষণে ভূষিতা হইয়া অন্য লোককে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

এক্ষণে উহাদের দুরবস্থার বিষয় মনে হইলে বিসাদ সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে কোনক্রমেই সুখলাভের প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। আহা! কত দিনে সকল প্রকার কুসংস্কার অস্মদ্দেশ হইতে তিরোহিত হইবে। বিদ্যালোক সম্পন্না, সুশিক্ষিতা নাহইলে স্বামীর প্রতি ভার্য্যার কি কি কর্ত্তব্য তাহা অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণ জানিতে পারেন না। স্বামী পণ্ডিত কিম্বা মূর্খ হউন ধার্ম্মিক অথবা অধার্ম্মিক হউন, ঐশ্বর্য্যবান হইলেই অজ্ঞ স্ত্রীর দ্বারা পূজ্য এবং আদরণীয় হইয়া থাকেন। কিন্তু স্বামী যদি অতিশয় মিথ্যাবাদী প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক হয় এবং স্ত্রী যদি সত্যবাদিনী, সদাচারিণী এবং ধার্ম্মিকা হন, তবে তিনি নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধর্ম্ম

আচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্লেশানুভব ও গ্লানি প্রকাশ করেন। ফলতঃ বিদ্বান, উদার স্বভাব পুরুষের সহিত বিদ্যাহীনা, কলহপ্রিয়া রমণীর বিবাহ হইলে অশেষ ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠে। বিদ্বান পতি জ্ঞান রসের রসিক হইয়া তদ্বিষয়ের অনুশীলনে অধিক অনুরক্ত থাকেন, সুতরাং মূর্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন ক্রমেই মনস্তুষ্টি জন্মে না। স্বামী আপনার মনোনয়নে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীতি, নীতি ও প্রত্যেক জাতির স্বভাব ও পরাক্রম নিরীক্ষণ করিতেছেন, নভোমণ্ডলের সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির বিষয় চিন্তা করত অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন; কখন বা দেশ পরিভ্রমনান্তর নানা প্রকার নদ, নদী, পর্ব্বত পশু পক্ষাদির সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া নয়ন যুগল সার্থক করিতেছেন। আবার কখন বা প্রবীন পণ্ডিত সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া সাহিত্য ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি নানা প্রকার শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় দম্পতীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কি রূপে প্রীতি হইতে পারে? স্ত্রী যদি স্বামীর ন্যায় জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইতেন এবং স্বীয় পতির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করিতেন এবং তিনি কুসংস্কার বর্জ্জিত হইতেন তাহাহইলে সেই দম্পতীর এই পৃথিবীতে স্বর্গসুখানুভব হইত তাহাতে সন্দেহ কি। আহা! কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কিরূপে সন্তানগণকে শিক্ষা দিতে হইবে, দারুণ মূর্খতা বশতঃ দুর্ভাগা স্ত্রীগণ কিছুই অবগত নহে। ইহা কি সামান্য আক্ষেপর বিষয়! হে সহোদরাসম বঙ্গ দেশীয়া মহিলাগণ! তোমরা বিদ্যাভূষণে ভূষিতা হইয়া এই বঙ্গ ভূমির মলিন মুখ উজ্জ্বল কর আর বঙ্গভূমির মলিন মুখ দেখিতে পারা যায়না। দেখ ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীগণ বিদ্যার গুণে স্বাধীনতাকে লাভ করিয়া আপনাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। তোমরা তাহাদের ন্যায় বিদ্যানুশীলন করিয়া স্বাধীনতা লাভ এবং মনুষ্য জীবন সার্থক কর।

শ্রীমতী কামিনী দত্ত।
খৈপাড়া

কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র শ্রীঅদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ আশ্বিন ১২৭৪

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫০শ সংখ্যা। আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৪ ৩য় ভাগ।

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা-বিবরণ।

২৬শে আশ্বিন শুক্রবার দিবস বেলা ৫টার সময় কলিকাতা পটলডাঙ্গায় শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের ভবনে কলিকাতা বামাবোধিনী সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ছাত্রীদিগের পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সকলে সমাগত হইয়া যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলে, পরীক্ষা-বিবরণ পাঠ করা হয় এবং কলিকাতা বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগট ছাত্রীদিগকে আহ্লাদপূর্ব্বক পারিতোষিক বিতরণ করেন। তিনি সস্নেহ এবং সাদর ভাবে সকল ছাত্রীকে সম্বোধন করতঃ উপদেশের সহিত পুরস্কার প্রদান করিয়া ছিলেন। ছাত্রীগণ ভিন্ন কলিকাতা ইংরাজী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মিস্ প্যারী এবং মিস্ আরকোএট্, মিস্ ম্যাকিলেন, মিসেস্ রব্‌সন্ প্রভৃতি সমুদয়ে ৫জন ইউরোপীয় এবং ১৩ জন দেশীয়া ভদ্রকুলরমণী সভায় সমাগত হইয়া ছিলেন। পাঠিকাগণের গোচরার্থে সভায় পঠিত পরীক্ষা-

বিবরণ এবং যাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম এবং পুরস্কার সকল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"বিগত ১৮৬২ খৃঃঅব্দে, ১২৭০ বঙ্গাব্দে এই কলিকাতা মহানগরীতে 'থিসুটিক্ ফ্রেণ্ডেস্ সোসাইটী' নামে একটী ব্রাহ্মবন্ধুসভা সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থে কিয়ন্মাস পরে উক্ত সভার অন্তর্গত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাসভা নামে একটী স্বতন্ত্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে প্রকার সংস্কার আছে তাহাতে প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে স্ত্রীদিগের শিক্ষা লাভ হয় না। ঊর্দ্ধকল্প ৮।১০ বৎসর কাল প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া শিশুর শিক্ষোপযোগী কয়েকখান সামান্য পুস্তক পাঠ করত সকল বালিকাই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে এবং অতঃপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চির জীবনের মত অন্তঃপুর মধ্যে অবরুদ্ধ হয়। সেখানে তাহাদিগের অধিকাংশেরই বিদ্যানুশীলন এককালে পরিত্যক্ত হয়। যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে তদ্বিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহারা অবকাশ ক্রমে কেবল কতকগুলি মন্দ পুস্তক পাঠ করিয়া আপনাদিগের আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করেন। সুতরাং তাঁহারা শৈশবে যাহা কিছু শিক্ষা করেন তদ্দ্বারা কোন ইষ্ট ফলোৎপত্তি না হইয়া বরঞ্চ অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য এদেশের স্ত্রীদিগকে বিদ্যার আস্বাদন প্রদান করিতে হইলে, অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষা প্রথা প্রচলিত করা তাহার উৎকৃষ্ট উপায় জানিয়া ব্রাহ্মবন্ধু সভা ঐ প্রণালী সংস্থাপিত করেন।

যদিও শিক্ষিকার অভাব এই প্রকার শিক্ষা প্রণালীর উন্নতি সাধনের একটী প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল, তথাপি সভার যথোচিত যত্ন এবং সুনিয়ম সকল দ্বারা উহার সমধিক উন্নতি হয়। মফঃস্বলের এবং কলিকাতাস্থ প্রায় ২০। ২৫টী ছাত্রী ইহার শিক্ষাধীন ছিলেন। ছাত্রীদিগের স্বামী পিতা অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি বিশ্বাস্য আত্মীয় জনের প্রতি তাহাদিগের শিক্ষা দানের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তাঁহাদিগের নিকট ত্রৈমাসিক শিক্ষা-

বিবরণপত্র সকল প্রেরণ করিয়া নিয়মিতরূপে ছাত্রীদিগের শিক্ষোন্নতির বিবরণ গ্রহণ করা হইত। বর্ষের শেষে সভা দ্বারা মনোনীত হইয়া পরীক্ষাপ্রশ্ন সকল প্রেরিত হইত। শিক্ষকগণ স্ব স্ব ছাত্রীদিগের সেই সকল বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের প্রদত্ত উত্তর সকল সভায় প্রতি প্রেরণ করিতেন। এইরূপ নিয়মে ব্রাহ্মবন্ধুসভা ঐ স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী দুইবৎসর কাল অবলম্বন করিয়া ছাত্রীদিগের পরীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক পারিতোষিক প্রদান করেন।

প্রথম।

বৎসরের পরীক্ষা বিবরণ ১২৭১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধুসভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত ১২টী ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করেন। তন্মধ্যে চতুর্থ বৎসরশ্রেণীর অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর দুইটী, তৃতীয় বৎসর শ্রেণীর পাঁচটী, দ্বিতীয় বৎসরের একটী এবং প্রথম বৎসরের তিনটী আর অতিরিক্তা ছাত্রী একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন।

এই পুরস্কার প্রদত্ত হইলে, অনন্তর ১২৭১ বঙ্গাব্দের শেষে ব্রাহ্মবন্ধুসভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ভার বামাবোধিনী সভার হস্তে সমর্পণ করেন। তদবধি বামাবোধিনী সভা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবলম্বিত প্রণালীর সহিত তাহা একত্রিত করেন এবং ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় সভ্যদিগের অনুমত পরীক্ষা পুস্তক সকলের একটী নূতন তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সময় পাঁচ বৎসরে বিভক্ত করা হয় এবং এই স্বল্পকালের মধ্যে যাহাতে ছাত্রীগণ অনেক বিষয়ের স্থূল স্থূল জ্ঞানলাভ করিয়া ভবিষ্যতে অন্যের সাহায্য না পাইলেও আপন আপন চেষ্টা দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তদুপযোগী পুস্তক সকল এবং তাহাদিগের পাঠের সীমা নির্দ্ধারিত করা হয়। ১ম বর্ষের পরীক্ষা শুদ্ধ বোধোদয় এবং পাটী-

গণিতের সংকলন, ব্যবকলন ও নামতা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চম বর্ষের পরীক্ষায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট হয়। সমুদয়ে ২৪ জন ছাত্রী এই শিক্ষাপ্রণালীর অন্তর্গত হয়েন। তন্মধ্যে ৫ জন ভিন্ন সকলই পল্লীগ্রামবাসিনী। অনেকগুলি পুরাতন ছাত্রী তৎকালে ইহা হইতে বহির্ভূত হইলেন এবং তৎ পরিবর্ত্তে কতিপয় নূতন ছাত্রী প্রবিষ্ট হইলেন। বৎসরের শেষে যথারীতি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ হয়, তাহাতে সমুদয়ে ২৪ জন ছাত্রীর মধ্যে ২০ জন মাত্র শিক্ষাবিবরণপত্র পূর্ণ করিয়া তাহা সভায় প্রত্যর্পণ করেন এবং পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েন। কিন্তু কয়েকটী কারণ বশতঃ ৮ জনের পরীক্ষা গৃহীত হয় নাই, ১২ জনের মাত্র পরীক্ষা গৃহীত হয়। তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদানার্থে অদ্য এই পারিতোষিক-বিতরণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ৩৬শ সংখ্যক বামাবোধিনী পত্রিকায় ঐ পরীক্ষাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা যাইতেছে (বামাবোধিনী সং ৩৬, পৃ ৩১২)।

পরীক্ষার ফল যেরূপ পাঠ করা হইল, তাহাতে ইহা প্রতীত হইতেছে যে ছাত্রীগণ কোন কোন বিষয়ে অতি সন্তোষকর উত্তর প্রদান করিয়াছেন। সম্পূর্ণ সংখ্যা ১০০ একশত, তন্মধ্যে ছয় জন ছাত্রী ৮১, ৮০, ৭৩, ৭১, ৬৮, ৬৪ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ অর্দ্ধেকের বেসি সংখ্যা পাইয়াছেন। তিন জন ৫৫, ৪৩, ৪১, সংখ্যা পাইয়াছেন। অবশিষ্ট তিন জন ৩০, ২৫, ২৪ সংখ্যা পাইয়াছেন। এই তিন জন ব্যতীত অপর সকলেরই পরীক্ষা উত্তম হইয়াছে। শ্রেণী অনুসারে উন্নতির তুলনা করিলে চতুর্থ বৎসর শ্রেণীর পরীক্ষা উত্তম হয় নাই কিন্তু অপর সকল বৎসর শ্রেণীর পরীক্ষা উত্তম হইয়াছে। তন্মধ্যে তৃতীয় বৎসর শ্রেণীর পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং উহার অন্তর্গত ছাত্রী শ্রীমতী চণ্ডীমণি ঘোষ অপর সকল ছাত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

উপরে যেরূপ বিবরণ পাঠ করা হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ১২৭০ বঙ্গাব্দ হইতে ১২৭৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত, এই পাঁচ বৎসরকাল

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১২৭০। ১২৭১ এই দুই বৎসর ব্রাহ্মবন্ধুসভার হস্তে তাহার ভার থাকে। এবং ১২৭২। ৭৩। ৭৪। এই তিন বৎসর উহা বামাবোধিনী সভার হস্তে আসিয়াছে। এই পাঁচ বৎসর মধ্যে ইহা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ উন্নতি হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ একমাত্র শিক্ষয়িত্রীর অভাব। প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিতে গেলে যেখানে অগ্রে শিক্ষয়িত্রীর অভাব মোচন হয় নাই সেখানে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হওয়াই সম্ভাবিত নহে। অন্তঃপুর শিক্ষার বিষয় উত্থাপিত হইলেই প্রথমতঃ এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উত্থিত হয়, ছাত্রীদিগকে শিক্ষা দিবে কে? এদেশের স্ত্রীলোকদিগের এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ অন্যায় ব্যবহার সকল প্রচলিত আছে তাহাতে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রথা প্রচলিত করাই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের প্রধান উপায় বটে, কিন্তু সেই অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষা দিতে হইলে শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হয়। সুতরাং শিক্ষয়িত্রীর অভাব মোচন না হইলে অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি প্রত্যাশা করা যায় না। এই শিক্ষয়িত্রীর অভাব ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইবারও একটী প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। কারণ এক্ষণে যাহারা এই শিক্ষা প্রণালীর অধীন হইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা সকলেই আমাদিগের পরিচিত এবং বিশ্বাস্য বন্ধুগণের আত্মীয় জন। অপরিচিত ব্যক্তির শিক্ষাধীন ছাত্রীকে আমরা এককালে গ্রহণ করিতে পারি না। যেহেতু তাঁহাদিগের সহিত বিশেষরূপে পরিচয় না হইলে সহসা তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার ইহা একটী প্রধান প্রতিবন্ধক।

বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্য কোন সদুপায় না থাকাতেই অগত্যা আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রণালীর ভার পুরুষদিগের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। নতুবা পরিবারস্থ পুরুষদিগের দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার যে বিবিধ বিঘ্ন রহিয়াছে

তাহা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। পুরুষেরা সংসারের নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহাদিগের সকলের চিরদিন একস্থানে অবস্থিতি হয় না; অনেককেই কার্য্যবশতঃ সময়ে সময়ে স্থানান্তরিত হইতে হয়। এই সকল কারণে তাহাদিগের দ্বারা নিয়মিত শিক্ষা লাভ ছাত্রীগণের পক্ষে দুর্লভ হইয়া পড়ে। যে তিনটী ছাত্রীর পরীক্ষাফল উত্তম হয় নাই, আমি বিশেষরূপে জানি তাহাদিগের মধ্যে দুইজন সম্বৎসর কাল মধ্যে প্রায় শিক্ষকের সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ আপনার চেষ্টায় তাঁহারা যে অল্প সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবেক। এইকারণে সেই সকল ছাত্রীদিগকে আমরা এক কালে পুরস্কার লাভে বঞ্চিত করি নাই। যাহারা উত্তম পরীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও কয়েকজন সমুদয় বিষয় শিক্ষা করিতে শিক্ষকের সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। অতএব অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার ফল যদিও আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ হয় নাই, তথাপি বঙ্গ-দেশের স্ত্রীশিক্ষার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার মধ্যে এবং এই সকল প্রতিবন্ধক সত্ত্বে এই পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে ইহা দ্বারা যে প্রকার ফল লক্ষিত হইয়াছে তাহা আমাদিগের চেষ্টার আমরা যথেষ্ট পুর-স্কার জ্ঞান করিয়াছি। এই পাঁচ বৎসর মধ্যে যদি পাঁচটী বঙ্গবালার বিদ্যার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ স্থাপিত হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদিগের যত্ন ব্যর্থ হয় নাই। এখন ইহা আমাদিগের সুস্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে যে শিক্ষয়িত্রীর অভাব মোচন হইলে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী দ্বারা বঙ্গদেশের স্ত্রীশিক্ষার মহতী উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এবং আমরা আশা করি যে অচিরাৎ সেই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত পুনরায় সমুচিত চেষ্টা হইবেক।

পরিশেষে ছাত্রীদিগকে কয়েকটী কথা বলিয়া আমরা বক্তব্য বিষ-য়ের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। ভগ্নীগণ! তোমাদিগের মধ্যে যাহারা শিক্ষকের সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া শুদ্ধ আপনার পরিশ্রম এবং চেষ্টা দ্বারা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহা-দিগের প্রাপ্ত সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় তাঁহারা পারিতোষিক অপেক্ষাকৃত

অল্প পাইবেন, তজ্জন্য তাঁহারা যেন নিরুৎসাহ হয়েন না। তাঁহারা শুদ্ধ আপন যত্নে বিদ্যানুশীলন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহা-দিগের প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। ভবিষ্যতে যিনি এরূপ স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইবেন, আমরা আহ্লাদ-পূর্ব্বক তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিব এবং যাহাতে তাঁহার শিক্ষা পক্ষে সাহায্য লাভ হয় তাহার চেষ্টা করিব। তোমরা সন্তানের মাতা হইলেই তোমাদিগের মধ্যে অনেকের শিক্ষাব্রত পরিত্যক্ত হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর অধীন থাকিয়া এক্ষণে ইহার বহির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদিগের অনেকের দ্বারা এই বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। বস্তুতঃ তোমাদিগের ক্রোড়ে সন্তানের ভার পড়িলেই যে তোমাদিগকে শিক্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। শিক্ষা মনুষ্যের চিরজীবনের কার্য্য। যত্ন থাকিলে অতি দুঃসাধ্য বিষয়ও সংসাধিত হয়, আর যত্ন না থাকিলে অতি সুসাধ্য বিষয়ও সাধিত হয় না। তোমাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বাল্যা-বস্থায় শিক্ষা প্রাপ্ত হও নাই, তজ্জন্য শিক্ষার প্রতি তোমাদিগের এখন বিশেষ যত্ন ও অনুরাগের প্রয়োজন হইতেছে। তোমরা কেহ কেহ শৈশবে যৎসামান্য শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবে কিন্তু তদ্দ্বারা তোমাদিগের বিদ্যার প্রতি অনুরাগ স্থাপিত হয় নাই এবং তাহার প্রকৃত স্বাদ তোমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ হও নাই। সেই হেতু তোমরা সময়ে সময়ে অবকাশ ক্রমে যদিও ইচ্ছামত দুই একখান পুস্তক পাঠ কর, তদ্দ্বারা তোমাদিগের উন্নতি লাভ হয় না। এই নিমিত্ত তোমাদিগের পক্ষে কোন নির্দ্ধারিত শিক্ষা প্রণালীর অধীন থাকিয়া নিয়মিতরূপে পুস্তক সকল পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথা উন্নতি লাভের সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে বঙ্গদেশে তোমাদিগের স্বজাতীয় ভগ্নীগণের দুরবস্থা তোমরা চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতেছ। বঙ্গনারীসমাজের ভ্রম, কুসং-স্কার এবং অজ্ঞানতার ঘোরান্ধকারময় রজনীর মধ্যে তোমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া যে এখন এই বর্ত্তমান অবস্থাকে প্রাপ্ত হই-য়াছ ইহা তোমাদিগের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্য নহে। তোমা-

দিগের ন্যায় কত অসংখ্য বঙ্গরমণী অদ্যাপি বিদ্যার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে পারেন নাই। গৃহসামগ্রী ব্যতীত তাঁহাদিগের হস্ত কখন পুস্তক দ্বারা শোভিত হয় নাই। আমি জানি এক পল্লীগ্রামের একটি ভদ্র বংশীয়া রমণী বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত অতিশয় ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন পরিজন দিগের ভয়ে দিবসের মধ্যে পুস্তককে লুক্কায়িত স্থান হইতে একবার বাহির করিতে সমর্থ হইতেন না তজ্জন্য, নিশীথ সময়ে শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদ্যালাভ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। কতজন শিক্ষার জন্য কতপ্রকার নিন্দা, অপবাদ, তিরস্কার সহ্য করিয়াছেন। অতএব তোমরা এরূপ অনুকূল অবস্থায় পতিত হইয়াছ যে নির্ব্বিঘ্নে পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পাও, ইহাই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট সৌভাগ্য। তাহাতে আবার যদি স্বামী ভ্রাতা প্রভৃতি শিক্ষকের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলে বঙ্গদেশের নারী বলিয়া তোমাদিগের আর সুবিধার কি অবশেষ রহিল? এমন অনুকূল অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া এবং এপ্রকার শিক্ষার সুবিধা সকল লাভ করিয়া তোমরা যদি বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত না হও, বিদ্যার প্রতি প্রকৃত অনুরাগ লাভ করিতে না পার, তবে তোমাদিগের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য জীব আর বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে আছে? অতএব তোমরা কেহই আর বৃথা কাল ক্ষেপণ করিও না। আলস্য শয্যা হইতে উত্থিত হও। শৈথিল্য পরিত্যাগ কর। উদ্যোগী হও, পরিশ্রমী হও। যে সুবিধা সকল সম্মুখে উপস্থিত, তাহাদিগের সদ্ব্যবহার করিয়া লও। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলন দ্বারা স্ব স্ব আত্মোন্নতি সাধন কর এবং বঙ্গনারী সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ব্রতে ব্রতী হও।

আমরা আশা করি যাঁহারা এই শিক্ষা প্রণালীর বহির্ভূত হইয়া নিয়মিত পাঠাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বর্ত্তমান বর্ষে পুনরায় ইহার শিক্ষাধীন হইবেন, এবং যাঁহারা অদ্যাপি ইহার অন্তর্গত হয়েন নাই, তাঁহারা এই শিক্ষা-

প্রণালীর অধীন হইয়া নিয়মিত পাঠানুশীলন অভ্যাস আরম্ভ করিবেন।

যে সকল মহিলা নিয়মিতরূপে বামাবোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করাও আমাদিগের উদ্দেশ্য। তজ্জন্য শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষকে পুরস্কার প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বে কয়েকটী মহিলা নিয়মিতরূপে রচনা প্রেরণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে বহুদিনাবধি তাঁহাদিগের রচনা পাঠান এককালে বন্ধ হওয়ায় তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না। ভবিষ্যতে যিনি নিয়মিতরূপে বামাবোধিনীতে লেখা পাঠাইবেন তাঁহাকে আমরা পুরস্কার দিতে চেষ্টা করিব। যিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন, তিনি আরো নিয়মিতরূপে রচনা পাঠাইলে আমরা অধিক সন্তুষ্ট হইব এবং তদুপযুক্ত পুরস্কার প্রদানে যত্নশীল থাকিব।

নিম্ন লিখিত ছাত্রীগণ নিম্ন লিখিত দ্রব্য ও পুস্তক সকল পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ বৎসর।

১ম। শ্রীমতী কামিনী দেবী।—
কাচের দোয়াত, পেনকাটা ছুরী, পত্র আঁটিবার হাড়ের সিল, রঙ্গিন কাগজ, কলম, ইত্যাদি দ্রব্য সহিত কলমদানী বিশিষ্ট টিনের বাক্স।

বামাবোধিনী পত্রিকা ২য় ভাগ ১ম খণ্ড, শ্লোক সংগ্রহ, স্ত্রীবোধ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।

২য়। শ্রীমতী সরস্বতী সেন।—
শ্লোক সংগ্রহ, বামাচরিত, স্ত্রীবোধ।

৩য় বৎ

১ম। শ্রীমতী চণ্ডীমণি ঘোষ।—
২৬ রকম হাতের দ্রব্য এবং উপরোক্ত সমুদয় দোয়াত ছুরী, কাগজ ইত্যাদি সম্বলিত চিত্রময় চিন দেশীয় সুন্দর বাক্স।

প্রার্থনা মালা, শ্লোক সংগ্রহ, স্ত্রীবোধ, নারীচরিত, ভূগোল-পট।

২য়। শ্রীমতী ফুলকিশোরী দত্ত।—
চতুর্থ বৎসরের ১ম পুরস্কারের ন্যায় সমুদয় দ্রব্য সম্বলিত টিনের বাক্স।
বামাবোধিনী ২য় ভাগ ১ম খণ্ড, স্ত্রীবোধ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, বস্তুসার, ভূগোলপট।

৩য়। শ্রীমতী গোলাপীগুপ্ত।—
প্রার্থনামালা, শ্লোকসংগ্রহ, বামা চরিত, স্ত্রীবোধ।

৪র্থ। শ্রীমতীযোগমায়া চক্রবর্ত্তী।—
বামাচরিত, স্ত্রীবোধ, শিশুপালন ২য় ভাগ, ভূগোলপট।

৫ম। শ্রীমতী পতিতপাবনী দত্ত।—
শ্লোক সংগ্রহ, স্ত্রীবোধ, বামাচরিত।

২য় বৎসর।

১ম। শ্রীমতী মুক্তকেশী মজুমদার।
উপরোক্ত প্রকার সমুদয় দ্রব্য সহিত টিনের বাক্স।
প্রার্থনামালা, স্ত্রীবোধ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তরমালা, ভূগোলপট।

২য়। শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী
ঐ সকল দ্রব্যসহিত বাক্স।
নারীচরিত, শ্লোকসংগ্রহ, স্ত্রীবোধ, বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা।

৩য়। শ্রীমতী কাদম্বিনী গুপ্ত।
শ্লোকসংগ্রহ, স্ত্রীবোধ, বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর মালা।

১ম বৎসর।

১ম। শ্রীমতী জগদম্বা রক্ষিত।
পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সহিত টিনের বাক্স।
শ্লোক সংগ্রহ, স্ত্রীবোধ, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তরমালা।

২য়। শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী।
ঐরূপ দ্রব্য এবং বাক্স।
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ, স্ত্রীবোধ, নীতি সন্দর্ভ, বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রশ্নোত্তরমালা।

শিল্প বিষয়।

শ্রীমতী পতিত পাবনী দত্ত।
পশম, হাতীর দাঁতের গজ, হাড়ের দুই রকম কাটী, কাঁচি, সূঁচ, সুতা, ফিতে ইত্যাদি দ্রব্য সম্বলিত শিল্প দ্রব্য রাখিবার উপযোগী টিনের বাক্স।

শ্রীমতী চণ্ডীমণি ঘোষ।
ঐসকল দ্রব্য এবং বাক্স।

নীতি বিষয়।

শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী।
বামাবোধিনী পত্রিকা ১ম। ২য় ভাগ এবং শিশুপালন দুই খণ্ড।

এই সকল পুস্তক এবং দ্রব্য তিন দুই খান ২য় ভাগ ২য় খণ্ড বামাবোধিনী পুস্তক এবং কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতিরিক্ত পুস্তক ছাত্রী দিগকে দেওয়া হইয়াছে।

বামাবোধিনী পত্রিকায় নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য পুরস্কার।

শ্রীমতী স্বর্ণলতাঘোষ—
প্রার্থনামালা।

ধাত্রী-বিদ্যা।

গর্ভাবস্থায় প্রসূতিদিগের কুসংস্কার ও মূর্খতা বশতঃ নানা প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকে, এজন্য গর্ভ ও প্রসবাবস্থার কর্ত্তব্য গুলি তাহাদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক।

ধাত্রী-বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইলে, বস্তিদেশ, জননেন্দ্রিয় এবং গর্ভ সঞ্চার, জরায়ু মধ্যে শিশুর ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলি অগ্রে শিক্ষা করা আবশ্যক কিন্তু বামাবোধিনীতে সে সকল বিষয় লেখা যুক্তি সঙ্গত হয় না।

ধাত্রী বিদ্যার যে সকল বিষয় স্ত্রীলোকেরা পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, সেই সকল বিষয় কেবল ইহাতে লিখিত হইবে।

গর্ভের লক্ষণ।

শূন্য-গর্ভা-স্ত্রীর শরীরের শোণিত যেরূপ বেগে সঞ্চারিত হয়, গর্ভবতী স্ত্রীর রক্ত তদপেক্ষা অনেক গুণে দ্রুত বেগে সঞ্চরণ করে, এবং তাহার রক্তে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সূত্রজনক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং রক্তের গুণেরও তারতম্য হইয়া পড়ে। এসময় স্ত্রীলোকদিগের শরীর দিন দিন পুষ্ট হইতে থাকে। এই প্রকার শরীরগত অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কিন্তু যে গুলি গর্ভের স্পষ্ট ও বিশেষ লক্ষণ সেই গুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। * * *
২য়। বিবমিসা
৩য়। লাল নিঃসরণ

৪র্থ। দুগ্ধ নিঃসরণ

৫ম। বর্দ্ধিত উদর

৬ষ্ঠ। ভ্রূণ সঞ্চার

৭ম। আকর্ষন

৮ম। জরায়ু পরিবর্ত্তন

২য়। বিবরণ।—জরায়ুর সহিত আমাশয়ের এমনি সংযোগ যে গর্ভের সঞ্চার হইলেই প্রাতঃকালে বমনেচ্ছা ও কখন২ বমনও হইয়া থাকে। একজন সুবিখ্যাত ডাক্তর বলেন "গর্ভের প্রথম অবস্থায় বমনেচ্ছা না হইলে গর্ভস্থ শিশু সুনিয়মে বর্দ্ধিত হয় না।"

৩য়। লাল নিঃসরণ।—জরায়ুর সহিত লালসরণ গ্রন্থিরও বিশেষ সংযোগ আছে, এজন্য ঐ সকল গ্রন্থি হইতে সর্ব্বদাই লাল নিঃসৃত হয়।

৪র্থ। দুগ্ধনিঃসরণ।—দুই মাস গর্ভের সঞ্চার হইলে গর্ভিণীর স্তনে বেদনা অনুভব হয়, এবং ক্রমে ক্রমে স্তন অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্তনের অগ্রভাগ কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং অবশেষে স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

যত গুলি বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় তন্মধ্যে এইটী গর্ভের স্পষ্ট এবং প্রধান লক্ষণ।

৫ম। বর্দ্ধিত উদর। জরায়ু মধ্যে শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে সুতরাং জরায়ুপেশী সমুদয় স্থিতি স্থাপকতাগুণে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়, এজন্য উদরও ক্রমেই বর্দ্ধিত দেখায়। উদরের উচ্চতা দেখিয়া গর্ভের কালও নির্ণয় করা যাইতে পারে

৬ষ্ঠ। ভ্রূণ সঞ্চার।—প্রায় ৩মাস গর্ভের পর চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে প্রসূতি গর্ভ মধ্যে শিশুর সঞ্চরণ অনুভব করিতে পারেন।

৭ম। আকর্ষন।—বক্ষঃ নীক্ষণ যন্ত্রের এক ভাগ প্রসূতির উদরের উপর রাখিয়া অপর ভাগের উপর কর্ণ রাখিলে শিশুর হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ সুস্পষ্ট শুনা যায়। পঞ্চম মাস গর্ভের সময় এক মিনিটে ১৬০ বার এবং নবম মাসে ১১০ বার শব্দ গণনা করা যায়।

৮ম। জরায়ুর পরিবর্ত্তন।—গর্ভসঞ্চারের পর হইতে জরায়ুর আকার ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। শূন্যগর্ভ জরায়ু ত্রিকোণ কিন্তু পূর্ণগর্ভ জরায়ু ডিম্বের ন্যায়। শূন্যগর্ভ জরায়ু ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ২ ইঞ্চি প্রস্থ কিন্তু পূর্ণগর্ভ জরায়ু প্রসব কালে ১৩ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৮ ইঞ্চি প্রস্থ হয়।

গর্ভের সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুমুখও বিস্তৃত হইতে থাকে।

ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ।

(বামাবোধিনী ৩২০ পৃষ্ঠার পর)

সংজ্ঞা — লিঙ্গ।

৮১। সংজ্ঞা পদের লিঙ্গ, সংখ্যা এবং কারক ভেদে আকার ভেদ হয়। (৪৪)

লিঙ্গ নির্দ্দেশ।

৮২। প্রাণীমাত্রেই স্বভাবতঃ পুরুষ বা স্ত্রী, এবং অপ্রাণী বস্তু মাত্রেই লিঙ্গহীন অর্থাৎ পুরুষও নহে স্ত্রীও নহে।

শব্দের যে আকার ভেদ দ্বারা শব্দার্থ পুরুষ বা স্ত্রী অথবা লিঙ্গহীন প্রকাশ পায়, তাহাকে ব্যাকরণে লিঙ্গ কহে।। ৪৫।

৮৩। লিঙ্গ চারি প্রকার, পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ (*) ও উভলিঙ্গ (**)

বাঙ্গালা ভাষায় যে শব্দ পুরুষ বুঝায় তাহা পুংলিঙ্গ, যথা—বালক। যাহা স্ত্রী বুঝায় তাহা স্ত্রীলিঙ্গ, যথা—বালিকা। যাহা লিঙ্গহীন অপ্রাণী বস্তু বুঝায় তাহা ক্লীবলিঙ্গ, যথা—নগর বৃক্ষ, নদী, ধর্ম্ম ইত্যাদি। এবং যে প্রাণীর লিঙ্গ নির্দ্দেশ করা যায় না, অথবা করা আবশ্যক বোধ হয় না, তদ্বোধক শব্দ উভলিঙ্গ, যথা—কীট; চিল, বন্ধু ইত্যাদি।

ক। সংস্কৃত হইতে নীত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় শিষ্টাচার প্রযুক্ত সংস্কৃত লিঙ্গ নির্দ্দেশ ও লিঙ্গভেদেরই নিয়মে ব্যবহৃত সুতরাং সম্পূর্ণ লিঙ্গ জ্ঞান অভিমান

---

(৪৪) অনেকে সংজ্ঞাপদের ব্যক্তিগত ভেদ স্বীকার করিয়া তাবৎ সংজ্ঞা পদকে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে কল্পনা করেন। কিন্তু সংজ্ঞার ব্যক্তিগত কোন আকার ভেদ নাই বলিয়া এস্থলে ব্যক্তির উল্লেখ করা গেল না। বাস্তবিক প্রতি সংজ্ঞা ও ক্রিয়া পদেরই ব্যক্তি আছে। সংজ্ঞা ক্রিয়া পদের তৃতীয় ব্যক্তির সহিত যুক্ত হয় বলিয়া তৃতীয় ব্যক্তি বাচ্য হইয়া থাকে

(৪৫) সংস্কৃত এবং অন্য অনেক ভাষার লিঙ্গ স্বাভাবিক লিঙ্গানুযায়ী নহে। যথা-সংস্কৃত ভাষায় কলত্র (স্ত্রী) স্ত্রী বুঝাইয়াও ক্লীবলিঙ্গ; লতা ও বৃক্ষ ক্লীব হইয়াও স্ত্রী ও পুংলিঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য, এবং দার (স্ত্রী) স্ত্রী বুঝাইয়া পুংলিঙ্গ।

(*) ইহা অপেক্ষা নির্লিঙ্গ বলা ভাল। কারণ অপ্রাণী বস্তুকে ক্লীব না বলিয়া লিঙ্গহীন বলা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণে ঐ শব্দ ব্যবহৃত বলিয়া ইহার পরিবর্ত্ত করা বিধেয় বোধ হয় না।

(**) উভলিঙ্গকে বিশেষরূপে লিখিবার প্রয়োজন এই যে ইহার লিঙ্গভেদ স্বতন্ত্র নিয়মে হয়।

এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ সাপেক্ষ *। পারসী ও ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দ বাঙ্গালা ভাষান্তর্গত হইলে প্রায়ই বাঙ্গালা ভাষার চলিত নিয়মানুসারে লিঙ্গনির্দেশ ও লিঙ্গভেদ হয়।

লিঙ্গ ভেদ। (৪৬)

৮৪। লিঙ্গভেদের কতিপয় চলিত বাঙ্গালা নিয়ম (৪৭) নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

লিঙ্গ ভেদ—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ।

প্রথম নিয়ম। জাতিবাচক * *

---

* বাঙ্গলা ব্যাকরণ সংস্কৃত লিঙ্গভেদের নিয়ম দর্শাইতে অক্ষম; তথাপি অধিকাংশ সাধুভাষান্তর্গত শব্দ সংস্কৃত নিয়মে বদ্ধবলিয়া উহার কতিপয় সঙ্কেত পাঠকদিগের সুবিধার জন্য দেওয়া যাইবেক।

** ব্যাকরণ (৩৯) টীকা বা, বো দ্বিভাগ ২৯৯ পৃষ্ঠা দেখ।

৪৬ কোন এক লিঙ্গ বোধক শব্দ বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় যোগে বা যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়া অন্য লিঙ্গ বোধক হয়। কখন কখন ভিন্ন শব্দ দ্বারা একার্থের ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গ প্রকাশ হয়। যে নিয়মাদি দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয় তাহা লিঙ্গ ভেদের অন্তর্গত।

৪৭ অপর ভাষার শব্দ সম্পূর্ণ ভাষান্তর্গত হইলে যে নিয়মের অধীন হয় তাহাই ভাষার চলিত নিয়ম। তৎপ্রমাণানুসারে

পুংলিঙ্গ শব্দের পর স্ত্রী অর্থে স্ত্রী লিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়। যথা:—

পুং	স্ত্রী
তেলী	তেলিনী*
বাঘ*	বাঘিনী*
কৈবর্ত্ত	কৈবর্ত্তিনী
ধোবা	ধোবানী
কলু	কলুনী
জেলে*	জেলেনী বা জেলিনী
মেছো*	মেছোনী বা মেছুনী
মোগল(মোগলা)	মোগলানী
সরকার	সরকারনী

সাপ—সাপিনী, চাকর—চাকরানী, ঢুলে—ঢুলিনী, বেদে—বেদিনী, কামারনী, ছুতরনী, বাঙ্গালনী, চাঁড়ালনী, গোয়ালানী, ময়রানী, শেকরানী, বাগ্দিনী, হাড়িনী ইত্যাদি।

লিঙ্গভেদের উল্লিখিত নিয়ম গুলি চলিত বাঙ্গালা নিয়ম। যথা—

পুং		স্ত্রী
পণ্ডিত	সংস্কৃত	পণ্ডিতনী
মোণ্ডল	ঐ অপভ্রংশ	মোণ্ডলনী
সর্দ্দার	পারসী	সর্দ্দারনী
ডাক্তার	ইংরাজী	ডাক্তারনী
সর্ব্বনাশা	সংস্কৃত	সর্ব্বনাশী
দেবা	ঐ অপভ্রংশ	দেবী
সাহজাদা	পারসী	সাহজাদী

ইত্যাদি।

* নী পরে শব্দের ঈ কার স্থানে ই—কার এবং কখন আ—কার ও এ কার স্থানে ই-কার এবং ও—কার স্থানে উ—কার হয়।

উপস্থিত বিষয়।

বোম্বাইয়ের বিদ্যা শিক্ষার অধ্যক্ষ বলিয়াছেন, মিস্ কার্পেণ্টর আসাতে বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষার অনেক উন্নতি দেখা যাইতেছে। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বোম্বাইয়ে ৩০৭টী বিদ্যালয় ও ১২৪৬৮ জন ছাত্রী অধিক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাহায্যহীন বিদ্যালয় সকলে ২৩০০ বালিকা বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। মিস কার্পেণ্টরের আগমনে কলিকাতায়ও একটী বিষয়ে উপকার দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এখন শিক্ষিকার নিমিত্ত অতিশয় অভাব বোধ হইয়াছে। দেশীয় ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র বিশেষে তদ্বিষয় সময়ে সময়ে লিখিয়াছে এবং সেই অভাব মোচনার্থে ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সামান্য প্রকার চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু এতাবৎকাল গবর্ণমেণ্টের তাহাতে মনঃসংযোগ না হওয়ায়, সে অভাব দূর করণের কোন ফলদায়ক উপায় অবলম্বিত হয় নাই। মিস্ কার্পেণ্টর এখানে আসিয়া এই প্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া যেপ্রকার আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এত দিনের পর, গবর্ণমেণ্টের উহাতে মনোযোগ দেখা যাইতেছে। এই কলিকাতা নগরে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত উক্ত মহিলা যে সভা স্থাপন করিয়া যান এবং ঐ বিষয়ের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, তাহা আমরা পাঠিকাগণকে পূর্ব্বে জ্ঞাত করিয়াছি। গবর্ণর জেনেরেল এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের নিকট তিনি ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা-বিষয়ে আপনার যে অভিপ্রায় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, সেই বিবরণ মধ্যে শিক্ষিকার আবশ্যকতা বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ সকল দেখাইয়া একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করিয়া যান।

গবর্ণমেণ্ট সেই প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যক্ষ এটকিনসন সাহেব দ্বারা ঐ বিষয়ে এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের মত জানিতে চাহিয়াছেন। তিনি তজ্জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় জানিতেছেন। প্রস্তাবটী দেশস্থ লোকদিগের অভিমত হইলে গবর্ণমেণ্ট

তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। আমরা আশা করি যে শিক্ষাধ্যক্ষ এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে শুদ্ধ কতিপয় প্রাচীন সম্প্রদায়ী লোকের মত লইয়াই ক্ষান্ত হইবেননা। উন্নতি-প্রার্থী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়েরও মত গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ প্রকৃতরূপে দেশীয় লোকের অভিপ্রায় জানিতে হইলে, শুদ্ধ প্রথমোক্ত সম্প্রদায় এবং তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী কতিপয় লোকের মত লইয়া কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করিলে তাহা নিশ্চয় ভ্রমাত্মক হইবে।

নূতন সংবাদ।

১ম। ইণ্ডিয়ানডেলিনিউস নামক ইংরাজী সংবাদ পত্র লিখিয়াছে, মিস্ কার্পেণ্টর বোম্বাইয়ে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং যাহাতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন, শুনা যাইতেছে তাহা শীঘ্র সংস্থাপিত হইবে। বিদ্যালয়ের উপযোগী একটী বাটী নির্ম্মাণের নিমিত্ত স্থানীয় দান হইতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। দেশীয়সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সন্তানগণ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবে এবং বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাহারা অধ্যয়ন করিবে। এক্ষণে যে প্রকার বিষয় সকলে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তদপেক্ষা উচ্চ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্রীগণের শিক্ষোন্নতি অনুসারে ২০। ১৬। ১০ টাকা করিয়া তাহাদিগকে ছাত্রীবৃত্তি প্রদত্ত হইবে। একজন ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়িকা এবং এক জন প্রধান শিক্ষিকা ৪৫০। ২৫০ টাকা মাসিক বেতনে ইংলণ্ড হইতে আসিবেন। মিস্ কার্পেণ্টর তাহাদিগকে মনোনীত করিয়া দিবেন। যদি এই বর্ত্তমান বিদ্যালয় ফলজনক হয় তাহা হইলে মান্দ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ও পঞ্জাবে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

২য়। আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পাত্রিকায় একটি সংবাদ দৃষ্ট হইল, আমরা পাঠিকা গণের গোচরার্থে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে যোড়াসাঁকো নিবাসিনী কমলিনী দাসী গত ৩১ বৈশাখ তাহার মৃত্যু কালে নিজ বন্ধু বান্ধবগণকে সমক্ষে ডাকাইয়া তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট যাহা উদ্বৃত্ত হইল তৎ সমুদায় অর্থাৎ সিংহ বাবুদিগের বারদ্বারির বাগানস্থিত এক খানি খোলার বাটী ও নগদ ৬১ এই সমাজের সাহায্যার্থে দান করিয়া গিয়াছে। কমলিনী দাসী পতি পুত্র বিহীনা ছিল এবং তাহার আর উত্তরাধিকারী কেহই নাই। সে চিরকাল সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়িক পরিশ্রমে কাল যাপন করিত, মৃত্যুকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার যেপ্রকার আন্তরিক শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। সামান্য স্ত্রীলোকের মৃত্যু কালে এইরূপ শুভ কর্ম্মে দান আমাদিরের দেশে আমরা এই প্রথম দেখিলাম। বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত অনেকের উৎসাহ সঙ্কুচিত করিবে।"

৩য়। সোমপ্রকাশ পত্র পাঠে জানা গেল "পৃথিবীতে এক্ষণে ১২০। ১৩০ কোটি লোক আছে। সামান্যতঃ প্রতি বৎসর ৩২০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, অর্থাৎ প্রতি দিন ৮৮,০০০, প্রতি ঘটিকায় ৩০০০, প্রত্যেক মিনিটে ৬০ জন প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু প্রতি মিনিটে ৭০ জনের জন্ম হয়। এই প্রকারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে"।

৪র্থ। কলিকাতা মেডিকেল গেজেট নামক ইংরাজী চিকিৎসা পত্র লিখিয়াছে এবৎসর বিলাত হইতে একটী বিবি ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। তিনি অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের রোগের চিকিৎসা করিবেন এবং তাহাদিগকে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষাদিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

৫ম। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস নামক ইংরাজী সংবাদপত্র এদেশস্থিত ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগকে এদেশের স্ত্রীদিগের উন্নতির জন্য যত্ন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। তত্ত্ববিকাশিনী পত্রিকা লিখিয়াছে "চর্চ্চমিসন সমাজের অন্তঃপুর শিক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান মহিলা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের বিদ্যালোচনার জন্য মিস্ নিকল্‌সন্ একটি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন।"

তাঁহাদিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার হইতে পারে।

৭ম। উক্ত পত্রিকা আরো লিখি-

য়াছে রেবারেণ্ড লংসাহেবের গৃহিণী, যিনি এদেশের রমণীকুলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন, পীড়িতা হইয়া স্বদেশ গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে জাহাজে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

৮ম। পারিসের রমণীগণ ভারতবর্ষের অলঙ্কার সকল বিশেষতঃ হীরার কণ্ঠী দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

৯ম। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে মহীসুরের মধ্যে বঙ্গেলোরে মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ৮০টী বালিকা এক্ষণে তাহাতে অধ্যয়ন করিতেছে। মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার কিছুই উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যাহাতে এইরূপ বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয় তজ্জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীর স্বামী কি পদার্থ।

জগদীশ্বর এজগতে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সৃষ্টি করিয়া আপনার অনন্ত গুণের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উভয় জাতি পরস্পর পরিণয় শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে স্ত্রী ও স্বামী বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ইহাদের পরস্পর ক্রমে গাঢ় প্রণয় হইয়া উঠিলে উভয়ে উভয়ের সুখ দুঃখ মানাপমান ও সম্পদ বিপদের ভাগী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন। স্বামীই ফলে স্ত্রীর এক মাত্র সহায় ও এক মাত্র বন্ধু। যে স্ত্রী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী হয়েন তিনি পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। পতিই পতিপরায়ণা কামিনীর প্রণয় মন্দিরের এক মাত্র পরমারাধ্য দেবতা, পতির চরণ সেবাই সতীর সুবর্ণ ভূষণ, পতির পূজাই সতীর জীবন যাত্রা। স্বামীই যে স্ত্রীলোকের জীবন সর্ব্বস্ব ও অমূল্য ধন ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আহা! যে কামিনী এমন অমূল্য ধনে বঞ্চিতা হইয়াছে, তাহার দুঃখ ক্লেশ ও যন্ত্রনা বর্ণন করিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। হায়! পুরুষের হৃদয় কি কঠিন। কামিনী গণের দুরবস্থা দেখিয়াও তাঁহাদিগকে যত্ন বা স্নেহ করিতে চাহেন না, কেবল সামান্য পরিচারিকার ন্যায় বোধ করিয়া দিবা নিশি অনাদর করিয়া থাকেন। নিরন্তর ঐরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করায় তাহাদের স্বভাবের একপ্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। আহা! যেপ্রকার পূর্ণচন্দ্রকে রাহুতে গ্রাস করিলে চন্দ্রের জ্যোতিঃ হ্রাস পাইতে থাকে, হতভাগিনী পতি হীনা কামিনীগণেরও তদ্রূপ মুখচন্দ্র মলিন, দেহক্ষীণ, মন অসহিষ্ণু, প্রাণ অপ্রফুল্ল, জীবন ভারস্বরূপ ও জগৎ শূন্য হইয়া পড়ে। ফলতঃ তাহারা মনের ভাব, দেহের অসুস্থতা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রার্থনা কাহার নিকট জানাইবে? কেইবা তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইবেন? কতকত মহাত্মা লোক কত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু পতিহীনা অবলাগণের প্রতি কেহই নয়ন-গোচর করিতে চাহেন না। হা জগদীশ্বর! তোমার দীনা পতিহীনা কন্যাগণের উপায় কি হইবে! নাথ! তুমি তাহাদের এক মাত্র অবলম্বন হইয়া তাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর।

কামিনীর পতি হন অঙ্গের ভূষণ।
কামিনীর বেশ ভূষা পতির কারণ॥
কামিনীর পতি প্রতি কতই যতন।
হেরিলে আনন্দ হয় পতির বদন॥
পতি হন অবলার পরম দেবতা।
পতি পত্নী হয় যেন বৃক্ষ আর লতা॥
পতির আদরে হয় কুলবতী সতী।
পদ্মিনী প্রফুল্ল যথা হেরে দিবাপতি॥
শুন শুন বন্ধু গণ, অধীনীর নিবেদন,
পতিহীনা কত ধৈর্য্যহীন।
মোহে বিমোহিত চিত, দুঃখ পায় যথোচিত,
ভাবনায় দেহ হয় ক্ষীণ॥
অপ্রকাশ্য মনকথা, মনে মনে পায় বেথা,
প্রকাশ করিবে বা কেমনে।
অবলার পতি বই, গতি আর দেখি কই,
গতি মুক্তি পতির চরণে॥

থাকে সদা যন্ত্রণায়, কিছুতে না সুখ পায়,
শুক হারা হয় যেন শারী।
দিবা নিশি নাহি জ্ঞান, জ্ঞানে হয়ে হত জ্ঞান,
নিরুপায় হয় কুলনারী ॥
অঙ্গের মলিন ভাব, বদনের অন্য ভাব,
মনে ভাবে বসে একাকিনী।
কি করিবে হায় হায়, পদে পদে নিরুপায়,
পক্ষী ছাড়া যেমন পক্ষিনী ॥
পরিজন কটুবলে, সর্ব্বক্ষণ অঙ্গ জ্বলে,
জ্বলেতে না যুড়ায় জীবন।
কবে বা মরণ হবে, কেমনে নিস্তার পাবে,
এই ভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
ওহে জগতের পতি, পতিহীনা কুলবতী,
তব পদে এই ভিক্ষা চায়।
তোমার অনন্ত গুণে, মজে যেন রাত্রি দিনে,
অন্তে যেন তোমাকেই পায় ॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি।
বর্দ্ধমান।

বিজ্ঞাপন।

২৬ শে আশ্বিন অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ছাত্রীদিগের পারিতোষিক বিতরিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

কলিকাতার এবং বরিশাল, খাটুরা, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, হালীসহর, জশড়া এই সমস্ত স্থানের যে সকল ছাত্রী এই শিক্ষা প্রণালীর অধীন হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এবং তাহাদিগের শিক্ষকগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ব্বে যাহাতে ছাত্রীগণ বর্ত্তমান বর্ষীয় পরীক্ষা দিতে সমর্থ হন এরূপ প্রস্তুত হইবেন। এবং এবৎসর যেরূপ কতিপয় মহিলার কৃত শিল্পদ্রব্য সকল দেখিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি, সেইরূপ শিল্পদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা সভায় পাঠাইতে সকল ছাত্রা যত্নশীল হইবেন।

কালকাতা সুজাপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ২৫ অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ। ১২৭৪।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫১শ সংখ্যা। কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৪ ৩য় ভাগ।

শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়।

স্ত্রীজাতির বিদ্যানুশীলন বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের যেমন দিন দিন অনুরাগ হইতেছে, শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতাও সেই পরিমাণে সকলে অনুভব করিতেছেন। বঙ্গদেশের যে স্থানে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, সেই স্থানে এখন শিক্ষয়িত্রীর অভাব সম্যক্‌রূপে অনুভূত হইয়াছে। এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা যিনি অল্প পরিমাণে অবগত আছেন, তিনিও এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিবেন। ফলতঃ শিক্ষয়িত্রীর অভাব বঙ্গ দেশের প্রায় সর্ব্বত্র বোধ হইয়াছে এবিষয়ে কোন সংশয় উত্থাপন করা যাইতে পারে না।

স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন তো সর্ব্বত্র সমানরূপে লক্ষিত হয়, অধিকন্তু, এ

দেশের অবলাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইবার প্রাক্‌কালে বিদ্যালয় হইতে অপসৃত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে অবরুদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত থাকায়, শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা তাহাদিগের নিমিত্ত অধিক পরিমাণে অনুভব হয়।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বত্র প্রচলিত করিতে গেলে আপাততঃ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনই তাহার উপায় বটে, কিন্তু স্ত্রীদিগকে বিদ্যার আস্বাদ প্রদান করিতে হইলে, অথবা বিদ্যাবতী নারী প্রস্তুত করিতে হইলে, অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত না করিলে প্রকৃত অর্থে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইবে না। তাহার কারণ উপরেই বলা হইয়াছে, শিক্ষার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ এবং ফল লাভ করিবার যে সময়, সেই সময়ই এদেশীয়া রমণীদিগকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয়। অতএব এরূপ অবস্থায় অন্তঃপুর মধ্যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত না হইলে স্ত্রীদিগকে আর কি প্রকারে বিদ্যার আস্বাদগ্রাহিণী করা যাইতে পারে? এবং সেই অন্তঃপুর মধ্যে বয়ঃস্থা স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে বিদ্যাবতী শিক্ষয়িত্রীর অভাব সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হয়। মিস্ মেরী কার্পেন্টর বিলাত হইতে এদেশে আসিয়া অতি অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াও এই শিক্ষয়ত্রীর অভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। এদেশীয় সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত লোকদিগের সহিত একত্রিত হইয়া তিনি কলিকাতায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের

প্রস্তাব করেন এবং বিশেষ যত্নবতী হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট তজ্জন্য আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার ঐ আবেদন পত্র দিবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কলিকাতা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা মিস্ পিগট শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তৎসঙ্গে বিদ্যালয় সংস্থাপনের সমুদায় নিয়মাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উক্ত মহিলার প্রদত্ত আবেদন পত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন নাই। মিস্ কার্পেন্টর সদৃশ সম্ভ্রান্ত মহিলার আবেদন পত্র প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যালয়ের প্রস্তাবের প্রতি মনঃসংযোগ করিলেন এবং দেশীয় শিক্ষিত সমাজের অভিপ্রেত হইলে এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় একটী সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যাঁহারা এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া দেশের একটী মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া লইবেন, তাঁহারাই সেই মহৎ কার্য্যটী সাধনের বিঘ্ন পথে দণ্ডায়মান হইলেন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়-সভার কতিপয় সভ্যের প্রতি ঐ বিষয়ের মত প্রদানের ভার অর্পিত হয়, তাঁহারা অনুকূল অভিপ্রায় প্রকাশ না করাতেই গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সংস্থাপনে বিরস্ত হইলেন।

তাঁহারাই যে উক্ত বিদ্যালয় সংস্থাপনের বিঘ্নকারী হইলেন, এই বাক্য বলিবার আমাদিগের প্রবল যুক্তি

এই যে, প্রথম যে দিবস সভা হইয়া বিদ্যালয়টীর প্রস্তাব হয় এবং তৎপরে যে সমুদয় সভা হইয়াছে, ঐ সমস্ত সভাতে কতিপয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি মিস্ কার্পেন্টরের সমক্ষে, সভ্যদিগের সমক্ষে, জষ্টিস্ ফিয়াব সাহেবের সমক্ষে সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিদ্যালয় সংস্থাপনের সম্বন্ধে প্রধান যে বিবেচ্য বিষয় অর্থাৎ ভদ্রবংশীয়া হিন্দুরমণী পাওয়া যাইবে কি না? তাহার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের কোন বিঘ্ন হইবেক না; ভদ্রকুল-রমণী পাওয়া যাইবেক। অর্থই আমাদিগের চক্ষুতে আপাততঃ এক মাত্র প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। এক জন বিশ্বাসযোগ্য সভ্য সভার সমক্ষে পাঁচটী ছাত্রী সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সভাতে প্রকাশ্যরূপে এইরূপ বাক্য সকল ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, এদেশের এক্ষণে সর্ব্বত্র এরূপ উন্নতিশীল শিক্ষিত ও ভদ্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, যাঁহারা শূন্য বাক্যদ্বারা দেশের হিতৈষী বলিয়া আপনাদিগের আর পরিচয় দিতে চাহেন না। তাঁহারা আপনার এবং সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের নিমিত্ত এরূপ মহোপকারী বিদ্যালয়ে আপনাদিগের অধীনস্থ মহিলাগণকে প্রেরণ করিতে অগ্রসর আছেন। বিদ্যালয়ের স্থান, শিক্ষিকা এবং ছাত্রীগণের গমনাগমনের যান ও সমুদয় নিয়মাদি ভদ্রকুলবালার অবস্থার উপযোগী এবং তাঁহাদিগের মতানুরূপ হইলেই বিদ্যালয়ে মহিলাগণকে পাঠাইবার তাঁহাদিগের আর কোন

বাধা বা আপত্তি উত্থাপিত হইবেক না। বিদ্যালয়ের উপরোক্ত বিষয় গুলি তাঁহাদিগের মতানুযায়ী না হইলেই ছাত্রী পাঠাইবার পক্ষে তাঁহাদিগের প্রধান আপত্তি হইবেক, অন্যথা তাঁহাদিগের আপত্তি নাই।

এই সকল বাক্য যেমন সভায় ব্যক্ত হইয়াছে, তেমনি সংবাদ পত্রেও এইরূপ ভাবার্থ বাক্য সকল প্রকাশিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান মিরার নামক দেশীয় ইংরাজী পত্রে সংপ্রতি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সম্বন্ধে মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও দ্বাদশটী ছাত্রী সম্পাদক দিতে পারেন এরূপ বাক্য স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। বয়ঃস্থা ভদ্রকুল রমণী পাইবার এই সকল প্রমাণসত্ত্বেও যাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতেছেন যে এরূপ বিদ্যালয়ে ছাত্রী পাওয়া যাইবার সময় এখনও বঙ্গদেশে উপস্থিত হয় নাই, তজ্জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা নিরর্থক, এপ্রস্তাব এককালে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ এবং এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে যখন বিদ্যালয় সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেও এককালে নিরস্ত করিলেন, তখন তাঁহাদিগকে ঐ মহোপকারী প্রস্তাবটী সংসাধন পথের বিঘ্নকারী না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে?

তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে এখন বঙ্গদেশে শিক্ষয়িত্রীর অভাব সম্পূর্ণরূপে বোধ হইয়াছে। এবং বলিতেছেন, যে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় বটে; মিস্ মেরী-

কার্পেন্টর যে মহোপকারী প্রস্তাবটী করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি যে প্রকার সদাশয়তা ও হিতৈষিতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা সংপূর্ণরূপে আন্তরিক অনুমোদনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। কিন্তু আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে তাঁহার প্রস্তাবটী সময়োপযোগী হয় নাই। সুতরাং প্রস্তাব এখন কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না।

যখন শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যকতা তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন এবং সেই অভাব মোচন করিবার কোন উপায় হওয়াও প্রার্থনীয় বলিতেছেন, তখন সে প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপায় অবলম্বিত হইলে তাহা পরিণামে নিষ্ফল হইবে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে তৎকার্য্য হইতে নিরস্ত করিতেছেন কেন? ইহাতে তাঁহাদিগের প্রধান বক্তব্য এই যে ভদ্রবংশীয়া বয়ঃস্থা নারী পাওয়া যাইবেক না। অতএব শুদ্ধ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে গেলে পরিণামে তাহা কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইবে। তজ্জন্য এই রূপ বিষয়ে এখন গবর্ণমেণ্টের, হস্তক্ষেপ না করাই শ্রেয়ঃ। যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন তদুপযোগী কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করা দূরদর্শী এবং বিবেচক লোকের কর্ত্তব্য।

এই বাক্যের অযৌক্তিকতা আমরা এই বাক্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতেছি।—যখন সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিবিশেষ প্রকাশ্যরূপে বলিতেছেন যে ন্যূন

কল্পে ১২ জন ছাত্রী তিনি প্রদান করিতে পারেন এবং সভার সভ্যগণের মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি ছাত্রী দিবার সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়াছেন, তখন ছাত্রী পাওয়া যাইবে না এরূপ বাক্য উত্থাপন করাই সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। যখন ছাত্রী পাইবার এরূপ নিশ্চিত সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে তখন সে বিষয়ে কোন কথাই উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি ছাত্রী পাইবার এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া না যাইত তথাপি যখন বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিতেছেন তখন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথোচিত চেষ্টা হইলে, অথবা বিদ্যালয়ের সমুদয় আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইলে এবং নিয়মাদি সমুদয় উপযোগী হইলে যে ছাত্রী পাওয়া যাইবে না এরূপ স্থির সিদ্ধান্তও আমরা অনুমোদন করি না।

গবর্ণমেণ্ট যখন পল্লীগ্রাম সকলে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় সকল প্রথম সংস্থাপন করেন, তৎকালে অনেক স্থানের গ্রামের লোক তাহার আবশ্যকতাও উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন নাই। এখন সেই সকল স্থানে বিদ্যার প্রতি এরূপ, যত্ন দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে সেই সকল স্থানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন। তৎকালে যদি এই আপত্তি উত্থাপন করা হইত যে, এখনও এরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় উপস্থিত হয় নাই, তাহা হইলে সেখানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় হওয়া দূরে থাকুক আজও গবর্ণমেণ্ট আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় উপস্থিত

হইত না। ফলতঃ আমরা যদি সময়কে না আনি, সময় আপনি আসিবে না। সকল বিষয়েরই প্রারম্ভে বহুপ্রকার বাধা বিপত্তি এবং দুষ্কর বিষয় উপস্থিত হইয়া থাকে কিন্তু তাহা বলিয়াতো কোন প্রকার হিতকর কার্য্য পরিত্যজ্য হইতে পারে না। উপস্থিত বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রথম দুই এক বৎসর তাদৃশ সন্তোষকর না হইতে পারে কিন্তু তজ্জন্য কে বলিতে পারেন যে ততোধিক কালেও বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না?

গবর্ণমেণ্টের প্রভূত ধন রাজ্যের অসংখ্য কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। কত সামান্য বিষয়ের চেষ্টা ও পরীক্ষাতে কত সহস্র মুদ্রার অপব্যয় হইতেছে। অতএব এরূপ অত্যাবশ্যক এবং মহোপকারী বিষয়ের চেষ্টাতেও যদি গবর্ণমেণ্টের কিছু অর্থব্যয় হয় তাহাতে কোন্ ব্যক্তির বিশেষ আপত্তি বা দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে? বস্তুতঃ যাঁহারা যথার্থরূপে দেশের হিত আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদিগের কখনই তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, বরঞ্চ হিতকর কার্য্য সাধনের চেষ্টা দেখিয়া তাঁহাদিগের মনোমধ্যে হর্ষেরই উদ্রেক হইবে।

আমরা এ বিষয়ে অধিক তর্ক করিয়া শূন্য বাক্য ব্যয় করিতে চাহি না। ছাত্রীর অভাব যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রধান প্রতিবন্ধক নয় অর্থাভাব প্রধান প্রতিবন্ধক আমরা সেই বিষয় কার্য্যে প্রতিপন্ন করিতে চাহি। আমরা গত ভাদ্র মাস হইতে বামাবোধিনী পত্রিকায় "শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়" এই শিরোনামে একটী বিজ্ঞাপন দিয়াছি। আমরা স্ত্রীশিক্ষানুরাগী মহোদয়গণের নিকট এই নিবেদন এবং অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বিজ্ঞাপনটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদিগের যাঁহার যেরূপ সামর্থ্য, তিনি তদনুসারে কিছু মাসিক দান দিতে যত্নশীল হউন। একমাত্র অর্থের অভাব মোচন হইলে যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারে, তাঁহারা সকলে অদ্য অর্থ প্রদান করুন, কল্য আমরা সে বাক্য সপ্রমাণ করিতেছি।

বৃথা কল্পনা ও শূন্যবাক্য লইয়া এদেশের বিদ্যা বুদ্ধির বাহ্যিক আড়ম্বর প্রদর্শনের একশেষ হইয়াছে। আর শুদ্ধ বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং সভায় স্ত্রীশিক্ষাকে রাখিবার সময় নাই। এখন স্ত্রীশিক্ষাকে গৃহপ্রবেশ-অধিকার প্রদান করিতে হইবে। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত বামাকুলহিতৈষী মহোদয়গণের সমক্ষে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা স্বীকার করেন, তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য দ্বারা অগ্রসর হইয়া দেশের একটী কল্যাণকর কার্য্যের সূত্রপাত করুন।

সকলের সাহায্য দ্বারা কতদূর মহৎ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সাধিত হইতে পারে, তাহা ইউরোপবাসীদিগের দৃষ্টান্তে আমরা নিয়ত দর্শন করিতেছি।

বহুব্যয়সাধ্য বিষয় সকল তাঁহারা শুদ্ধ সাধারণের সাহায্য দ্বারা সম্পন্ন করিতেছেন। অতএব আমরা এই সামান্য ব্যয়সাধ্য এমন মহোপকারী এবং অত্যাবশ্যক বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠা করিতে কি আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইব না?

পাঠিকা ভগ্নীগণকেও বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে কাহারও কি এই বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বোধ হয় নাই? কেহই কি ইহার জন্য উৎসুক চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছ না? কাহার কি ইহাতে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য নাই? তোমাদেরই জন্য এই বিদ্যালয়। তোমরা এই হিতকর কার্য্যের আনুকূল্যে অগ্রগামিনী হইয়া হৃদয়ের অভিলাষ ব্যক্ত কর। তোমরা যদি অতি যৎসামান্য দান দিতে সমর্থ হও, আমরা তাহাও আহ্লাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিব এবং সাধারণের নিকট তাহা গৌরবের সহিত প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে দানের জন্য উত্তেজনা করিব।

ধাত্রীবিদ্যা।

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শুশ্রূষা।

স্ত্রীলোকদিগের এ সময়টীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এটী অতিশয় গুরুতর সময়। স্ত্রীলোকেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া যতকাল অনূঢ়া ছিলেন, তত দিন কেবল আপন আপন উন্নতির প্রতি দৃষ্টি করিতেন: ক্রমে যখন বিবাহিত হইলেন, তখন আর এক জনের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইল এবং এই গর্ভাবস্থায় আর একটী নূতন জীবের প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইল।

স্বামীর উন্নতির প্রতি স্ত্রী দৃষ্টি

পাত না করিলে তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত অম্পই জন্মিবার সম্ভাবনা, কিন্তু গর্ভস্থ শিশুর প্রতি দৃষ্টির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইলে শিশু এককালে নষ্ট হইতে থাকে।

প্রসূতির উন্নতিতে শিশুর উন্নতি, প্রসূতির দুর্গতিতে শিশুর দুর্গতি, প্রসূতির বলেই শিশুর বল, প্রসূতির পুষ্টিতেই শিশুর পুষ্টি, প্রসূতির রক্তেই শিশুর রক্ত, প্রসূতির জীবনেই শিশুর জীবন, প্রসূতির মৃত্যু হইলে শিশু ক্ষণকাল মাত্র জীবিত থাকিতে পারে না; প্রসূতির সহিত শিশুর এই প্রকার গুরুতর সম্বন্ধ। অতএব এমন গুরুতর অবস্থায় প্রসূতির কি পরিচ্ছদ, কি খাদ্য, কি বায়ুসেবন, কি পরিশ্রম, কি মানসিক ভাব, সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসূতির অতি সামান্য অনিয়ম দ্বারা এমন প্রাণের ধন, এমন যত্নের ধন যে শিশু, তাহাকে মাতৃগর্ভ পরিত্যাগ করিতে হয়।

এখানে আমরা ঈশ্বরের করুণা কেমন উপভোগ করি, ঈশ্বরের এমনই মঙ্গলময় নিয়ম যে গর্ভের সঞ্চার হইতে ক্রমাগত ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে; তিনি স্বয়ং গর্ভস্থ শিশুর রক্ষার জন্য প্রসূতিকে অধিকতর সুস্থ রাখেন।

১ম। পরিচ্ছদ।—পরিচ্ছদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত আবশ্যক। পরিধেয় বস্ত্র কসিয়া পরিধান করা উচিত নহে। কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা ঢিলে করিয়া পরা উচিত, নতুবা প্রসূতির ও গর্ভস্থ শিশুর অনেক অপকার হইতে পারে; এমন কি শিশু গর্ভেই মৃত হইয়া অকালে পৃথিবী স্পর্শ করে এবং প্রসূতিও নানাপ্রকার গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। যখন দেখা যাইতেছে যে প্রসূতির পুষ্টিতে শিশুর পুষ্টি এবং প্রসূতির রক্তে শিশুর রক্ত, তখন কোমর কসিয়া কাপড় পরিধান করিলে শিশুর শরীর মধ্যে রক্ত প্রবেশ করিবার ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং রক্ত সঞ্চারিত না হইলে নিশ্চয়ই শিশুর মৃত্যু হইবে।

শিশুর নাভির সহিত প্রসূতির জরায়ু-মধ্যস্থ ফুলের সহিত যে নাড়ীর সংযোগ আছে, তাহাকে নাভিনাড়ী বলে। ঐ নাভিনাড়ীর দুই দিকে ধমনী ও শিরা সংলগ্ন আছে। ঐ নাড়ী, ধমনী ও শিরা

দ্বারা প্রসূতির পুষ্টিকর পদার্থ সকল এবং রক্ত শিশুশরীরে সঞ্চারিত হয়। অপরিষ্কৃত ও আর্দ্র বসন পরিধান করা অকর্ত্তব্য। শুভ্র বসন পরিধান করিলে শরীর ও মন উভয়ই ভাল থাকে, সুতরাং শিশু ও প্রসূতির বিপদেরও আশঙ্কা থাকে না।

২য়। খাদ্য।—ভোজন বিষয়েও সাবধানতা আবশ্যক, নতুবা ইহার দ্বারা বিবিধ অপকারের সম্ভাবনা আছে। গর্ভাবস্থায় গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত নহে। যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে উদরাময় হইবার একটুমাত্র সম্ভাবনা থাকে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। নতুবা পেটের পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভস্থ শিশুও নির্গত হইতে পারে।

পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক এপ্রকার দ্রব্য ভোজন করা উচিত। অতিভোজন যেমন নিষিদ্ধ, অনশনও সেইরূপ নিষিদ্ধ। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া গর্ভিণীদিগের ক্ষুধা বোধ হয়, সে সময় উপবাস করিয়া ক্ষুধাশান্তি করা উচিত নহে। দুগ্ধই সে সময়ের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা হয়; তন্মধ্যে আচার, ফল, পাতখোলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল ভক্ষণে কোন উপকার না হইয়া বরং অপকারের অধিক সম্ভাবনা থাকে। প্রসূতি যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিবেন তাহা যদি প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহার গর্ভস্থ শিশুর কোন বিশেষ অপকারক না হয়, তাহা হইলে সেই বাঞ্ছিত বস্তু দ্বারা তাঁহার ক্ষুধা শান্তি করা উচিত। এদেশে যে "সাধ" প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অনাবশ্যক বোধ হয় না।

৩য়। বায়ুসেবন।—প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সন্ধ্যার সময় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন স্বাস্থ্যের প্রধান উপায়। ইহাতে শরীর মন উভয়ই ভাল থাকে। স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কার বশতঃ সন্ধ্যার সময় বায়ুসেবন করিতে গৃহের বাহির হয় না এবং ছাদের উপরেও ভ্রমণ করে না, তাহাদের ভূতের ভয় এমনই প্রবল যে স্বাস্থ্যের এমন মহৎ উপায় পরিত্যাগ করিয়া নানা রোগে পীড়িত হয়।

বায়ুসেবন দ্বারা দুইটী মহৎ উপকার সাধিত হয়—প্রথমতঃ শরীরের পুষ্টি—দ্বিতীয়তঃ পরিশ্রম।

৪র্থ। পরিশ্রম।—প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করা উচিত। অতি পরিশ্রম যেমন অপকারী, অলস হওয়াও তেমনই অপকারী। অতি পরিশ্রমে গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা এবং অলস হইলে প্রসব কালে প্রসূতির কষ্ট হয় এবং শিশু জড়ের ন্যায় হয়।

গর্ভাবস্থায় দেশ বিদেশ গমন করা উচিত নহে। গাড়ীতেই হউক বা পালকীতেই হউক, কোন দূরদেশে গমন করিলে গর্ভপাতের অধিক সম্ভাবনা; এজন্য গর্ভের ১০ মাস কাল এক স্থানে অবস্থিতি বিধেয়।

গর্ভের প্রথম তিন মাসের মধ্যে প্রায় গর্ভপাত হইয়া থাকে, এজন্য ঐ তিন মাস কাল বিশেষ সাবধান হইয়া থাকা উচিত।

বিজ্ঞ ডাক্তরেরা বলেন এবং পরীক্ষা দ্বারাও দেখা যায় যে ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তিরা প্রসবকালে কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, মধ্যবিধ লোকদিগের মধ্যে প্রসূতিরা প্রায় কষ্টভোগ করেন না; কারণ তাহারা ধনীদিগের ন্যায় অলস হইয়া দিন যাপন করে না এবং দরিদ্রদিগের ন্যায়ও অতি পরিশ্রম করে না।

৫ম। মানসিক ভাব।—মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, যে কর্ম্মে মনে আনন্দ জন্মায়, সেই সকল কার্য্য করণীয়, কিন্তু যে সকল চিন্তায় ও যে সকল কার্য্যে মন মলিন ও দুঃখিত হয়, সে প্রকার ভাবনা, সে প্রকার কর্ম্ম পরিত্যাজ্য, এবং যে স্থান ভয়ানক, সে স্থানে গমন করাও উচিত নহে। এদেশে গর্ভিণীকে একাকী কোন স্থানে গমন করিতে না দিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা উত্তম নিয়ম।

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির মনের ভাব যেরূপ থাকে, গর্ভস্থ শিশুর মনের ভাবও সেইরূপ হয়। যিনি সর্ব্বদা শোকদুঃখে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহার শিশুর স্বভাবও ম্লান হয়; যাঁহার মন সর্ব্বদা ভয়ে ভীত থাকে, তাহার শিশুর স্বভাবও ভীত হয় (আটাশে ছেলের ন্যায়); যাঁহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাঁহার শিশুর স্বভাবও সেইরূপ হয়। অতএব গর্ভাবস্থায় মনের প্রফুল্লতা রক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

বিশ্রাম।—পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরিশ্রম যেমন কর্ত্তব্য,

বিশ্রামও তেমনই আবশ্যক। নিম্ন লিখিত ৪প্রকারে বিশ্রাম হইয়া থাকে। যথা-শয়ন ও নিদ্রা, পরিহাস, আমোদ ও ক্রীড়া। ইহাদের বিবরণ পশ্চাৎ যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে। আমাদের শরীরের এক প্রকার ধর্ম্ম আছে যে আমাদের শরীর যে কোন প্রকারে একবার উত্তেজিত হইলে পরক্ষণেই আবার তাহা অবসন্ন হয় এবং শরীর অবসন্ন হইলে পুনরায় উত্তেজিত হয়। ইহাকে প্রতিক্রিয়া কহে। এই গুণ থাকাতেই আমাদের শরীর পরিশ্রমকালে উত্তেজিত হইয়া পরে ক্লান্ত হয়। এবং বিশ্রামকালে শরীর নিস্তেজ হইয়া পরে পুনর্ব্বার সতেজ হয়। এজন্য বিশ্রাম আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। বিশ্রাম দ্বারা শরীরের ক্লান্তি দূর হয়, উত্তেজনা সাধিত হয়। অতএব সকলেরই কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য।

১। শয়ন ও নিদ্রা।—শয্যায় শরীর প্রসারণপূর্ব্বক আলস্য পরিত্যাগের নাম শয়ন এবং স্নায়ু কার্য্যের বিরামের নাম নিদ্রা। নিদ্রাই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্রাম। নিদ্রাকালে আমাদের শরীর সর্ব্বতোভাবে বিশ্রান্ত হয় অর্থাৎ তৎকালে শারীরিক সর্ব্ব যন্ত্র ক্রিয়াশূন্য থাকে। এমন কি সুষুপ্তিসময়ে আমাদের মনের কার্য্যও নিশ্চেষ্টিত থাকে। কিন্তু আনিদ্রাসময়ে তাহার কার্য্য প্রচলিত থাকে। ইহাকে অর্থাৎ নিদ্রাকালীন মনের কার্য্যকেই আমরা স্বপ্ন বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিদ্রাকে মৃত্যুর প্রতিকৃতি এবং স্বপ্নকে পরকালের আভাসলক্ষণ বলিয়া প্রতীতি হয়। নিম্ন লিখিত নিদ্রাবিষয়িণী নিয়মাবলী স্মরণ রাখা উচিত।

১। প্রতি রাত্রিতে অন্যূন ৬ ঘণ্টা অবধি অনধিক ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য।

২। অধিক রাত্রিতে ঘুমাইবে না।

৩। প্রতি দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে।

৪। সকালে শয়ন আর সকালে উত্থান, মনুষ্যকে করে সুস্থ ধনী জ্ঞানবান্। * এই বাক্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে।

* রজন্যাদৌ শয়নঞ্চ
প্রাতরুত্থানমেব চ।
ধনাঢ্যং সুস্থমভিজ্ঞং
মানবং হি করোতি চ॥

৫। দিনমানে নিদ্রা যাওয়া অকর্ত্তব্য।

৬। এক বিছানায় দুজনের অধিক নিদ্রা যাওয়া ভাল নহে।

৭। যে গৃহে বায়ু সর্ব্বদা অবরুদ্ধ থাকে সে গৃহে এবং অপরিস্কৃত শয্যায় নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে।

৮। অনর্থক রাত্রি জাগরণ অকর্ত্তব্য।

৯। রাত্রিকালীন আহারান্তেই নিদ্রা যাওয়া অনুচিত।

১০। সংক্রামক রোগীর শয্যায় শয়ন করা উচিত নহে।

১১। রাত্রিকালে শিশিরে ও তরুতলে নিদ্রিত হইবে না, কিন্তু দিবাভাগে রৌদ্রসময়ে বিশুদ্ধ বায়ুসেবিত সুশীতল তরুতলে বিশ্রাম করিলে সাতিশয় উপকারক হয়।

১২। পরিহাস, আমোদ ও ক্রীড়া। অনেকে মনে করেন এসকল আবশ্যক নহে, কিন্তু তাহা ভ্রম; কারণ এ সমস্ত শারীরিক স্বাস্থ্যপক্ষে বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ও মানসিক সুখোৎপাদক। কিন্তু ইহা নির্দ্দোষ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা সদোষ আমোদ প্রমোদ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। এ দেশীয় নারীগণ বাসর গৃহে ও দ্বিতীয় বিবাহ কালে যে সকল আমোদ ও পরিহাস করেন, তাহা সাতিশয় ঘৃণিত ও লজ্জাজনক! যে সকল পরিহাস ও ক্রীড়া দ্বারা অনেকের ক্ষতি ও মনঃক্ষোভ হয় তাহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। এ দেশীয় ব্যক্তিগণ সুরা ও বেশ্যা লইয়া যে সকল প্রমোদ সম্ভোগ করেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণ্য ও ত্যজ্য। বিশুদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ দ্বারা ও প্রণয়পবিত্র সখীগণ সঙ্গে বিশুদ্ধ সদালাপ দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিবে। পরিহাসচ্ছলে অশ্লীলবাক্য মুখে আনিও না।

সঙ্গীত আমাদের বিশ্রাম পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অতএব বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সুমধুর বাদ্য শ্রবণে যে কি অনুপম আনন্দ উদ্ভূত হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

কদাপি অশ্লীল বিষয় সংক্রান্ত গান গাওয়া বা শ্রবণ করা উচিত নহে। পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করাই সকলের পক্ষে বিধেয়।

———

ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ।

(বামাবোধিনী ৬০০ পৃষ্ঠার পর)

৮৫। দ্বিতীয় নিয়ম। জাতিবাচক ভিন্ন প্রায় সমুদায় শব্দ এবং মামা আদি কতিপয় সম্পর্ক-বাচক শব্দ প্রায় পুংলিঙ্গে আ-কারান্ত (৪৮) এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-কারান্ত হয়।*

পুং	স্ত্রী	
মামা	মামী	স্ত্রীঅর্থে
খুড়া	খুড়ী	,,
জেঠা	জেঠী বা জেঠাই	,,
কাকা	কাকী	,,
শালা	শালী	তজ্জাতীয় স্ত্রী-অর্থে
পাগলা (পাগল)	পাগলী	,,
বামনা (বামন)	বামনী	,,
বেটা	বেটী	,,
সখা	সখী	,,
বুড়া	বুড়ী	,,
(†) খোকা	খুকী	,,
(†) ঘোড়া	ঘুড়ী	,,

ছাগলা (ছাগল)—ছাগলী; পাঁটী; ভেড়ী, নেংটী, খাঁদী, নেড়ী; বোবা-বুবী; ছোকরা-ছুকরী ইত্যাদি।

(৪৮) দ্বিতীয় নিয়মোক্ত পুংলিঙ্গের অন্তস্থ আ-কারও যে স্ত্রীলিঙ্গ ঈ-কারের ন্যায় ও ভাবমাত্র, তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। অনেক গুলি শব্দ আ-কার বা ঈ-কার প্রত্যয়হীন হইয়া উভয়লিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা ছাগল, পাগল, বামন। কতকগুলি ঐ রূপে সংযুক্ত পদে ব্যবহার হয় যথা খুড়তুত, জেঠতুত, ঘোড়-গাড়ী ইত্যাদি।

* প্রথম নিয়ম সুদ্ধ স্ত্রী অর্থে; এ নিয়ম সম্পর্কবাচক কতিপয় শব্দে স্ত্রী অর্থে নতুবা প্রায়ই তজ্জাতীয় স্ত্রী অর্থে। যথা পাগলিনী—পাগলের স্ত্রী, —পাগলী—স্ত্রী পাগল।

(†) স্ত্রীলিঙ্গের ঈ-কার পরে শব্দের ও-কার, উ-কারে পরিবর্ত্ত হয়।

নূতন সংবাদ।

১ম। ১৬ই কার্ত্তিক শুক্রবার দিবস যে ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ করি আমাদিগের বঙ্গবাসিনী কোন পাঠিকারই অবিদিত নাই। ১২৭১ সালের ২০শে আশ্বিন যে ঝড় হইয়াছিল, ইহার বল, বিক্রম তদপেক্ষা কম বোধ হয় না। এই ঝড় রাত্রিকালে হওয়াতে বহুসংখ্যক গো মনুষ্য প্রভৃতি জীবহত্যা হইয়াছে। দুই চারি জন লোকের মৃত্যু হয় নাই এমন গ্রাম অতি বিরল। কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ও গঙ্গা নদীতে প্রায় দুই সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে এরূপ সংবাদ শুনা যাইতেছে। এই ঝড় দক্ষিণ অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। ইহাতে যে কত লোকের গৃহ, ঐশ্বর্য্য, ধন প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঈশ্বর যাঁহাদিগের হস্তে ধন দিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ দুঃসময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া বিমল সুখ সম্ভোগ করুন। আমাদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এই বিপদ্ কালে আপনাদিগের সভ্যতা ও ধর্ম্মের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। সাধারণ চাঁদা হইতে যত টাকা উঠিবে, গবর্ণমেণ্ট তত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

২য়। ২৬শে আশ্বিন কলিকাতা হইতে রেলওয়ে বোম্বাইয়ে যাইবার পথ খুলিয়াছে। কলিকাতা হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে গিয়া তথা হইতে উত্তম ডাকের গাড়ীতে বোম্বাই রেলওয়ের শেষ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে হয়, পরে পুনরায় রেলের গাড়ীতে উঠিয়া বোম্বাইয়ে পৌঁছন যায়। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ২৩১ টাকা। বোম্বাইতে পৌঁছিতে পাঁচ দিন মাত্র লাগিবে।

৩য়। শুনা যাইতেছে, কলিকাতার নিকটস্থ গঙ্গানদীর ভিতর দিয়া পারাপার যাতায়াতের নিমিত্ত পথ প্রস্তুত হইবার কথা হইয়াছে। এরূপ সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইবে যে, তাহার মধ্য দিয়া রেলের গাড়ী এবং অন্যান্য গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে যাইতে পারিবে।

৪র্থ। ইণ্ডিয়ান মিরার নামক ইংরাজী সংবাদ পত্রে এক ব্যক্তি

সহর সেরপুর হইতে লিখিয়াছেন তারামণি চৌধুরী নাম্নী এক জমীদাররমণী তারাপান্থশালা নামে তথায় একটী পান্থশালা স্থাপন করিয়া পথিক এবং আগন্তুক ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

৫ম। বারাশতের সন্নিহিত দিঘড়া নামক গ্রাম হইতে এক ব্যক্তি সোমপ্রকাশ পত্রে লিখিয়াছেন, গত ১৮ই ভাদ্র তথায় একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়াছে। বামাসুন্দরী নাম্নী একটী বিধবা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ঐ ডাকাইতি হয়। ঐ বিধবার স্বামিদত্ত প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ছিল, দস্যুগণ তৎসমুদয় লইয়া গিয়াছে। এই গৃহস্বামিনী ডাকাইত পড়িবার সময় যেরূপ সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠিকাগণের গোচর করিবার নিমিত্ত এই সংবাদটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। যখন দস্যুগণ তাঁহার বাটীর পশ্চাদ্দ্বার ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তিনি সেই দ্বার ভাঙ্গিবার শব্দ শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার দ্বারা প্রতিবাসী এবং গ্রামস্থ লোকদিগকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। পরে যখন তাহারা বাটীর ভিতরের দ্বার ভাঙ্গিতে লাগিল, তখন এরূপ বলপূর্ব্বক তাহা ধরিয়াছিলেন যে, দ্বার ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া জনৈক দস্যু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে। তথায় গিয়া লৌহসিন্ধুকের চাবির জন্য তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তথাপি তিনি তাহা দেন নাই। পরিশেষে তাঁহার একমাত্র কুমারী কন্যার গলদেশে ছুরিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিতে উদ্যত হওয়ায়, এবং লৌহসিন্ধুকের উপর তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মস্তক আহত করায় সিন্ধুক হইতে অর্থ লইতে সমর্থ হয়। এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও দস্যুগণের গৃহ পরিত্যাগের সময় গৃহস্বামিনী মালের সন্ধান করিবার জন্য তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে অনেক দূর পর্য্যন্ত একাকিনী গমন করিয়াছিলেন, পরে এই ভাবিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন যে "যদি আমার গমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক আমার ধর্ম্ম নষ্ট করে"।

অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের এরূপ সাহসিক কার্য্য প্রায় দেখা যায় না।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! আমি সর্ব্বদাই রোগের দারুণ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইতেছি, একবার তোমাকে অন্তঃকরণের সহিত স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হে নাথ! আমি যখনই কাতর হইয়া তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করি, তখনই রোগের যন্ত্রণা আসিয়া আমাকে নিতান্ত অস্থির করিতে থাকে, একবারও তোমাকে স্মরণ করিতে দেয় না। কিন্তু হে হৃদয়নাথ! আমি কি এই সামান্য রোগের যন্ত্রণা বশতঃ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব! একবারও কি তোমার শান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিব না? আমি এক্ষণে একবার রোগের যন্ত্রণা হইতে অবকাশ লইয়া তোমার পবিত্র চরণ দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তোমাকে হৃদয়ে না দেখিয়া আমি কোন কার্য্যই করিতে পারিতেছি না। অতএব হে নাথ! তুমি এক্ষণে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার ব্যাকুলতা দূর কর। রোগের যন্ত্রণায় আমি তোমাকে অনেক ক্ষণ ভুলিয়া ছিলাম। কিন্তু দেখ নাথ! এক্ষণে যেন আর আমি তোমাকে বিস্মৃত না হই। আমি পীড়ার জন্য যতই কেন কষ্ট পাই না, তোমাকে যেন একবারও ভুলি না। যেন সর্ব্বদাই আমি এই বলিতে পারি যে, হে নাথ! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হউক। হে করুণাময় পরমেশ্বর! হে হৃদয়নাথ! যদিও আমি রোগের যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইতেছি, তথাচ নাথ! আমি সর্ব্বত্রই তোমার করুণাচিহ্ন সকল দেখিতেছি। হে করুণাসিন্ধু জগদ্বন্ধু! আমি তোমার অপার করুণা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি। হে দীননাথ! আমাদের যে সকল অভাব আছে, তাহা তুমি সকলই জানিতেছ এবং জানিয়া তুমি তাহা পূর্ণ করিতেছ। আমাদের যে সকল অভাব আছে, তাহার কিছুই তোমাকে জ্ঞাত করিতে পারি না; কিন্তু নাথ! তুমি সেই সকল অভাবই জানিতে পারিয়া মোচন করিতেছ। তোমার দুর্ব্বল কন্যাদিগের প্রতি আরও কত করুণা প্রকাশ করিতেছ। এই বিদেশে থাকাতে আমাদের ধর্ম্মোপদেশের

অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল, কিন্তু নাথ! তুমি তাহা জানিতে পারিয়া তোমার সাধু পুত্রদিগকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ। এবং তাঁহারাও আমাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া তোমার অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতেছেন। নাথ! তোমার যে কত করুণা, তাহা কে বলিতে পারে। আমাদের ধর্ম্মের অভাব দেখিয়া আমাদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিবার জন্য তুমি চেষ্টা করিতেছ এবং আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া সাধুশিক্ষা দিয়া তোমার ক্রোড়ে লইবার জন্য তুমি কতই যত্ন করিতেছ। পিতা মাতা যেমন আপন শিশু সন্তা-নের ক্ষুব্ধ বদন দেখিয়া সচেষ্ট হইয়া তাহাকে আহার দিয়া থাকেন, তেমনই নাথ! তুমি আমাদিগের ধর্ম্মের অভাব দেখিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাক। আমরা ধর্ম্মের অভাব প্রযুক্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কালযাপন করিতেছিলাম, এবং সর্ব্বদাই মনে করিতাম যে, কতদিনে দেশে যাইয়া সাধুদিগকে দর্শন করিব এবং সাধুদিগের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিব। কিন্তু নাথ! তুমি আমাদের এই ব্যাকুলতা অগ্রেই জানিতে পারিয়া তোমার এক সাধু পুত্রকে আমাদের সমীপে প্রেরণ করিলে এবং সেই সাধু ভ্রাতাও এখানে আসিয়া আমা-দিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও সাধুশিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার অসীম সাহস ও গম্ভীর স্বভাব দেখিয়া আমা-দের মনের ভাব সকল উন্নত হই-তেছে। নাথ! তুমি আমাদের সুখের জন্য কি না করিতেছ, তুমি সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্য প্রেরণ করিতেছ। তুমি আমাদের ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য তোমার আর দুই সাধু পুত্রকে আনাইয়া দিলে। পিতা এই দুই সাধু ভ্রাতা এখানে আসাতে আমরা আরও সুখলাভ করিলাম। নাথ! তুমি অন্ত-র্যামী, সকলের মনের ভাব জানিতে পার এবং সেই জন্যই তোমার সাধু পুত্রদিগকে এখানে পাঠা-ইয়া দিলে। ধন্য নাথ তোমার করুণা! কিন্তু নাথ! পুনরায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন রোগের যন্ত্রণায় আকুল না হই। রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও যেন সর্ব্বদাই তোমাকে ডাকিতে পারি।

শ্রীমতী সারদা।
মোজাফ্ফরপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫২ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৪ | ৩য় ভাগ।

প্রাণিবিদ্যা।

"তোমারি এ রাজ্য ধনধান্যপূর্ণ শোভাময়, তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।
জীব জন্তু অগণনা পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অখিল বিশ্বরচনা তোমারই রচন।"

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে প্রাণিদিগের আকৃতি ও স্বভাবের বিষয় অবগত হওয়া যায় তাহাকে প্রাণিবিদ্যা কহে। জীবিত জন্তু মাত্রেরই নাম প্রাণী। সকল প্রাণীরই একটী শরীর আছে কিন্তু সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমান নহে। কোন কোন জন্তুর একটী মাত্র মস্তক, কাহার বহু মস্তক। কোন কোন জন্তুর দুইটী চক্ষু কাহার একটী চক্ষু, কাহার বা বহু চক্ষু আছে। কোন কোন জন্তুর দুইটী হস্ত, কাহার চারিটী হস্ত, কাহার কাহার হস্ত নাই। কোন কোন জন্তুর পদ নাই, কাহার দুই পদ কাহার বা চারিটী এবং কাহার কাহার বহু পাদ থাকে। কাহার লাঙ্গুল আছে, কাহার ডানা আছে। সকল জন্তুর গাত্রের আবরণ এক প্রকার নহে; মনুষ্যের গাত্রে সূক্ষ্ম ও কোমল চর্ম্ম, অশ্ব হস্তী প্রভৃতির চর্ম্ম কর্কশ ও স্থূল; পক্ষীর শরীর পালকে আবৃত;

মৎস্যের শল্ক; শঙ্খ শম্বুকাদির এক প্রকার কঠিন চূর্ণময় আবরণ। জগদীশ্বরের সকল কার্য্যেই এইরূপ বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়। আমরা সৃষ্টির যে কোন রাজ্য অবলোকন করি, চেতন, উদ্ভিদ, কি খনিজ ধাতু প্রস্তরাদি, সেই খানেই এইরূপ বিচিত্রতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। আমরা প্রাণিরাজ্যে যেরূপ বিচিত্রতা দেখিলাম, উদ্ভিজরাজ্যেও সেইরূপ। কত জাতীয় বৃক্ষ এবং তাহাদের কত প্রকার পত্র, পুষ্প ফল আছে তাহা অদ্যাপি কেহ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। ধাতু, প্রস্তরেরও প্রকার গণনা করা কাহার সাধ্য নহে। জগদীশ্বর একই প্রকার বস্তু সৃষ্টি করিলেও করিতে পারিতেন কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে এইরূপ বিচিত্রতা থাকিলে মনুষ্য তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি ও মহিমা দর্শনে আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইবে এই জন্যই তিনি জগৎকে শোভার আকর করিয়াছেন। আকাশে অগণ্য নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, পৃথিবীর পৃষ্ঠে নানা জাতীয় জন্তু ও উদ্ভিজ, জলের মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী সুখে বিহার করিতেছে এই সমস্ত দেখিয়াও যে পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয় না তাহার জীবনকে ধিক, তাহার দুর্গতির শেষ নাই।

প্রাণীমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে মনুষ্য সকল প্রাণী অপেক্ষা সুগঠিত এবং উন্নত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট, সেই জন্য প্রাণীমণ্ডলীর জাতি বিভাগের সময় মনুষ্যকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং অপরাপর প্রাণীদিগের মধ্যে যাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে মনুষ্যের সহিত যত সৌসাদৃশ্য আছে তাহাকে তত উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। সমুদায় প্রাণী রাজ্যকে প্রথমতঃ দুইটী শাখা রাজ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল

জন্তুর মেরুদণ্ড অর্থাৎ পৃষ্ঠে শিরদাঁড়া আছে তাহাদিগকে এক শাখান্তর্গত করা হইয়াছে, তাহার নাম মেরুদণ্ডী এবং যে সকল জন্তুর মেরুদণ্ড নাই তাহারা অপর শাখান্তর্গত; তাহার নাম অমেরুদণ্ডী। অমেরুদণ্ডী প্রাণিগণ আবার চারিভাগে বিভক্ত*। সেই চারি শ্রেণীকে আবার নানা বর্ণ, গণ, ও জাতিতে বিভাজিত করা গিয়াছে। যথা;—

১। মেরুদণ্ডী—অর্থাৎ যে সকল জন্তুদিগের শরীরে অস্থি, শিরা, লোহিত রক্ত আছে; যথা; মনুষ্য, গবাদি পশু, পক্ষী, মৎস্য, মণ্ডুকাদি।

২। সপর্ব্বদেহী—যাহাদের শরীর পর্ব্বে পর্ব্বে বিভক্ত, যেমন বৃশ্চিক, কেন্নুই, মক্ষিকা, কাঁকড়া, চিংড়ীমাচ, জোঁক ইত্যাদি।

৩। কোমলদেহী—যাহাদের শরীর অত্যন্ত কোমল এবং একখানি কঠিন ত্বকদ্বারা আবৃত, যেমন শঙ্খ, শম্বুকাদি।

৪। অংশুশিরাল—যাহাদের দেহের শিরা সকল অংশু-রেখার ন্যায় একটী কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ণ হইয়াছে; যথা পুরুভুজ প্রভৃতি।

৫। অপরিব্যক্ত দেহী—যাহাদিগের শরীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ইহারা প্রথম জন্তু এবং ইহারাই উদ্ভিজ ও জীবরাজ্যের মধ্য-স্থানে রহিয়াছে। যথা স্পঞ্জ, প্রবালকীট, ইত্যাদি।

আমরা ক্রমান্বয়ে এই পাঁচ শাখারাজ্যের বিবরণ প্রদান করিব। সর্ব্ব প্রথমে মেরুদণ্ডী প্রাণীরাজ্যের বিষয় লিখিত হইতেছে।

---

* অতএব সমস্ত প্রাণীমণ্ডলী পাঁচটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটী শ্রেণী মেরুদণ্ডী অপর চারিটী অমেরুদণ্ডীর অন্তর্গত।

মেরুদণ্ডী।

মেরুদণ্ডী প্রাণিগণ পঞ্চবর্গে বিভক্ত; যথা.—

১ম বর্গ। স্তন্যপায়ী—অর্থাৎ যাহারা শাবকদিগকে স্তন্য পান করায়, যেমন মনুষ্য, পশ্বাদি।

২য় বর্গ। বিহঙ্গ—অর্থাৎ পক্ষিজাতি।

৩য় বর্গ। সরীসৃপ—অর্থাৎ যাহারা বক্ষদেশ ভূমিতে সংলগ্ন অথবা ভূমির নিকট স্থাপিত করিয়া গমন ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যথা; সর্প, গোসর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ, ইত্যাদি।

৪র্থ বর্গ। মাণ্ডুকেয়—অর্থাৎ ভেক প্রভৃতি প্রাণী।

৫ম বর্গ। মীন—অর্থাৎ মৎস্য জাতি।

শারীর ক্রিয়া।

আহার পরিপাক, নিশ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়াদ্বারা মানব-শরীর সর্ব্বদা সুরক্ষিত ও জীবিত রহিয়াছে তাহার নাম শারীর ক্রিয়া। শারীর ক্রিয়ার জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই অতি আবশ্যক। তদ্বিষয়ক জ্ঞান না থাকিলে কিসে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে এবং কিসে আমাদের শারীরিক অপকার হয় তাহা অবগত হওয়া যায় না। অতএব নিম্নে শরীরের কতিপয় প্রধান প্রধান ক্রিয়ার বিষয় সামান্যতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

আহার পরিপাক।—আমাদের খাদ্য দ্রব্য দুই প্রকারে পরিপাক হয়, প্রথম বাহ্যিক ও দ্বিতীয় আভ্যন্তরিক; অর্থাৎ প্রথমে খাদ্য অগ্নি বা রৌদ্র দ্বারা পক্ক করিয়া ও পরে শরীরস্থ

পাকরসে পরিপক্ক হইয়া থাকে। খাদ্য দ্রব্য কাঁচা ও অসিদ্ধ হইলে তাহা দুষ্পাচ্য হয় এজন্য তাহা রন্ধনপূর্ব্বক আহার করিতে হয়। খাদ্যদ্রব্য ৪ প্রকার, যথা আণ্ডলালিক,* স্নৈহিক,† শ্বেতসারী,‡ ও জলীয়¶। এই চারি প্রকারই আমাদের শরীরের উপকারী; যদি অন্যতমের অভাব হয় তবে তাহাতে আমাদের শরীর কদাপি সুস্থ, জীবিত ও সুশৃঙ্খল থাকিতে পারে না।

খাদ্যদ্রব্য সকল প্রথমতঃ দন্তদ্বারা চর্ব্বিত ও মুখমধ্যস্থ লালারসের সহিত মিশ্রিত হয় তাহাতে শ্বেতসারী পদার্থ লালাদ্বারা পরিপাচ্য হয়। পরে তথা হইতে অন্ন গলনালীতে যায়। এস্থলে পরম কৌশলকর্ত্তার এক চমৎকার কৌশল দৃষ্ট হয়। আমাদের গলদেশে দুইটী নালী আছে অগ্রনালীদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাসের বায়ুর গমনাগমন হয় তাহার নাম কণ্ঠনালী বা শ্বাসনালী। আর পশ্চাৎনালী দ্বারা খাদ্যদ্রব্য আমাশয়ে প্রবিষ্ট হয় ও বমন দ্বারা ভক্ষিত দ্রব্য নির্গত হয়। ইহার নাম গলনালী বা অন্ননালী। খাদ্যদ্রব্য মুখ হইতে গলনালীতে যাইবার সময় শ্বাসনালীতে পতিত ও তদ্দ্বারা জীবন নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথায় এক আবরণ দ্বারা করুণাময় পরমেশ্বর সে বিপদের সম্যক নিরাকরণ করিয়াছেন। তথায় এক উপাস্থি থাকাতে তাহা সেতু স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যদি দৈবাৎ শ্বাসনালীতে খাদ্যদ্রব্য প্রবিষ্ট হয় তাহা কাশীদ্বারা তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া থাকে ইহাকেই বিষম লাগা কহে।

---

* মৎস্য মাংসে এই দ্রব্য যথেষ্ট আছে।
† তৈল, ঘৃত ইত্যাদি সব ইহাতে পাওয়া যায়।
‡ তণ্ডুল, গোধূম প্রভৃতিতে ইহা প্রচুর আছে
¶ জল আদি তরল দ্রব্যে ইহা প্রাপ্য। কেহ কেহ খাদ্য দ্রব্যে সৌত্রিক পদার্থ নামে এক অংশ আছে বলিয়া থাকেন।

অন্ন. অন্ননালী হইতে আমাশয়ে যায়, তথায় এক প্রকার অম্ল রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া আশুলালিক পদার্থ পরিপাক হয়, এজন্য আহারের ২।১ ঘণ্টা পরে বমন হইলে মৎস্য মাংস তাহাতে দৃষ্ট হয় না। তথা হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে যায় এই স্থানে যকৃতের সহিত পিত্তনালী দ্বারা সংযোগ থাকায় যকৃৎ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হইয়া খাদ্য সহ মিশ্রিত হয়। পিত্ত দ্বারা নিম্ন লিখিত ৪টী উপকার হয়। ১ম, পিত্ত দ্বারা শারীরিক উষ্ণতা উৎপন্ন হয়। ২য়, ইহা দ্বারা শারীরিক অপকারক পদার্থ নির্গত হয়। ৩য়, ইহা দ্বারা মিশ্রিত হয় বলিয়া ভক্ষিত দ্রব্য পচিয়া দুর্গন্ধ হয় না। ৪র্থ, ইহাতে কোষ্টশুদ্ধি হয় ও পিত্তমিশ্রিত থাকাতে মল পীতবর্ণ হয়। এই স্থানে ক্লোম নামক আর এক যন্ত্র হইতে এক প্রকার রস আসিয়া অন্নসহ মিশ্রিত হয়। এই রসের নাম ক্লোমরস, ইহা দ্বারা স্নৈহিক ও শ্বেতসারী পদার্থ পরিপাক হয়।

এইরূপে খাদ্যদ্রব্য আমাশয় হইতে ক্ষুদ্রান্ত্রে ও পরে স্থূলান্ত্রে আসিয়া তাহার অসারাংশ সরল অন্ত্রদ্বারা মলরূপে নির্গত হয়। মুখগহ্বর হইতে মল দ্বার পর্য্যন্ত যে নালী অন্ন পরিপাকের প্রধান যন্ত্র, তাহার নাম অন্নবহ নালী। খাদ্য দ্রব্য যখন ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকে তখন অন্ত্র হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় তাহার নাম অন্ত্ররস, তাহা দ্বারা খাদ্য দ্রব্য অধিকতর তরল হইয়া শোষণযোগ্য হয়। অন্ত্র প্রভৃতির এক প্রকার সংকোচন শক্তি আছে তাহার নাম আন্ত্রিকক্রিয়া, তদ্দ্বারা খাদ্যদ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়। খাদ্যদ্রব্য যখন স্থূলান্ত্রে যায় তখন ঐ অন্ত্র গাত্রস্থ এক প্রকার শোষক ও আচূষক নাড়ী দ্বারা উহার সারাংশ ও জলীয়াংশ আকৃষ্ট হয়। সারাংশ আচূষক নাড়ী হইতে বক্ষনালী দিয়া বামস্কন্ধের এক

শিরায় গিয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়। তদ্দ্বারা রক্তের ক্ষতি অংশ পূরণ করে। রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইলে উহার সারাংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। খাদ্যের জলীয়াংশ পরম্পরা সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কতিপয় শরীরের অনিষ্টকর পদার্থ সহ প্রস্রাবরূপে নির্গত হয়। স্থূলান্ত্রে সারাংশ আচূষিত হয় এজন্য মল কঠিন হইয়া থাকে। পেটের অসুখ হইলে যে তরল মল নির্গত হয় তাহা ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে আগত হয়। যে শ্বেত বর্ণ তরল সারাংশ রক্তের সহিত মিলিত হয় তাহার নাম লসীকা এবং অসারাংশকে বিষ্ঠা বা মল কহে। খাদ্যদ্রব্য হইতে রক্ত ও রক্ত হইতে মেদ ও মেদ হইতে অস্থি, চর্ম্ম, পেশী প্রভৃতি শরীরের অপরাপর সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়।

ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ।

[৬২২ পৃষ্ঠার পর।]

৮৬। তৃতীয় নিয়ম। কতকগুলি শব্দের অনিয়মে কিছু কিছু প্রভেদ দ্বারা লিঙ্গ ভেদ হয়। যথা,—

সংস্কৃত		বাঙ্গালা	
পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
জনক	জননী	শ্বশুর	শাশুড়ী
পতি	পত্নী	দাদা	দিদি
সন্তান	সন্ততি	শালা	শালাজ(শালাজায়া)
নন্দন	নন্দিনী	ভাই	ভাজ (ভ্রাতৃজায়া)
যুবা বা যুবক	যুবতী	নন্দাই	ননদ

গৃহস্থ	গৃহিণী	বুনাই	বুন
রাজা	রাজ্ঞী বা রাণী	পিসে	পিসী*
		মেসো	মাসী*
নর	নারী		

৮৭। চতুর্থ নিয়ম। কতিপয় স্ত্রীপুরুষ অর্থে—সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়। যথা;—

সংস্কৃত		বাঙ্গালা	
পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
পিতা	মাতা	বাপ	মা
পুত্র	বধূ	পো	ঝি
পুত্র	কন্যা	জামাই	ঝি
বর	কন্যা	ভাসুর, দেবর	যা (যাতৃ)
ভ্রাতা	ভগিনী		
জামাতা	দুহিতা	ছেলে বা বেটা	মেয়ে
ভর্ত্তা	ভার্য্যা		
স্বামী	স্ত্রী	এঁড়ে	নই
শুক	শারী	ষাঁড় ও দামড়া...	গাই
কর্ত্তা	গৃহিণী (গিন্নি)	সাহেব	বিবি
		আজা	আই
পুরুষ	প্রকৃতি (মেয়ে)	ঠাকুরদাদা	ঠাকুরমা (পিতামহী)
		,,	দিদিমা (মাতামহী)
		পোঠাকুর দাদা	ঝিমা

লিঙ্গভেদ—উভলিঙ্গ।

৮৮। পঞ্চম নিয়ম। উভলিঙ্গের পূর্ব্বে স্ত্রী ও পুরুষ বোধক শব্দ যোগে লিঙ্গ ভেদ হয়।

* পিস্ ও মাস্ শব্দ হইতে অনিয়মে সিদ্ধ। সংযুক্ত শব্দে আমরা ঐ মূল শব্দ প্রাপ্ত হই যথা পিস্‌তুত, মাস্-শাশুড়ী।

নিম্ন লিখিত শব্দগুলি লিঙ্গ চিহ্ন স্বরূপ সচরাচর ব্যবহার হয়।

পুং	স্ত্রী
পুরুষ	স্ত্রী..... (সংস্কৃত)
মর্দা	মাদী (পারসী)
মর্দ, বা মর্দ	মেয়ে
বেটা বা পুরুষ	মেয়ে (বাঙ্গালা)

ক। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় বোধক শব্দ যোগে। যথা;—

পুং	স্ত্রী
পুরুষ-রক্ষক	স্ত্রী-রক্ষক
পুরুষলোক বা পুরুষ	স্ত্রীলোক
পুরুষ-বন্ধু	স্ত্রী-বন্ধু
পুরুষ-মুটে	মেয়ে-মুটে
বেটাছেলে	মেয়েছেলে
মর্দা বিড়াল	মাদী-বিড়াল
মর্দা-চিল	মেয়ে-চিল
মর্দ-লোক	মেয়ে-লোক

খ। স্ত্রীবোধক শব্দযোগে। যথা;—

পুং	স্ত্রী
শশারু	স্ত্রী-শশারু

গ। পুরুষবোধক শব্দযোগে। যথা;—

পুং	স্ত্রী
পুরুষ রাঁধনী	রাঁধনী (রন্ধনী)
পুরুষ-ধাই	ধাই (ধাত্রী)

ধাত্রীবিদ্যা।

সূতিকাগার।

(৬১৯ পৃষ্ঠার পর।)

আমাদের দেশের লোকেরা কুসংস্কার ও মূর্খতা বশতঃ বাসগৃহে সন্তান প্রসব হইতে দেয় না। এজন্য এদেশে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত আছে। বাড়ীর মধ্যে যে স্থানটী অতিশয় নিকৃষ্ট, জঘন্য ও অপকার-জনক দুর্গন্ধময় বায়ুতে পরিপূর্ণ, যে স্থানে নীরোগী বলবান্ ব্যক্তি এক দিন মাত্র বাস করিলে পীড়াগ্রস্ত হয় এমন দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা হয়; এবং সে গৃহও এমনই সামান্য যে ষড়্ঋতুই তাহার মধ্যে উপভোগ করা হয়।

কোথায় এসময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিয়মে থাকা উচিত, তাহা না হইয়া বরং যাহাতে স্পষ্ট অপকার হয় সেই প্রকার কার্য্য করা হয়। সূতিকাগারের দোষে অনেক শিশু ও প্রসূতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণ-ত্যাগ করিতেছে। প্রতিদিনের পরীক্ষাতে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দেশীয় লোকদিগের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় না। "পেঁচোয় পাওয়া" রোগ প্রভৃতি সূতিকাগারে শিশুর যে সকল পীড়া হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশরোগই সূতিকা-গারের অনিয়ম হেতু সংঘটিত হয়। যে সন্তানের জন্য লোকে লালায়িত হয়, যে সন্তানের জন্য লোকে হোম যাগ ও তপস্যা করে, যে সন্তানের জন্য পিতা মাতা কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে কু-ণ্ঠিত বা কাতর হন না—সেই প্রাণধন শিশু সন্তানকে কুসংস্কার ও মূর্খতা বশতঃ এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

সূতিকাগারে যে প্রকার অত্যা-চার হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কোন শিশুই জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু পুত্রবৎসল জগৎ-পিতার এমনই অসদৃশ কৃপা ও দয়া, যে এমন গুরুতর অত্যাচার সত্ত্বেও শিশু জীবিত থাকে, এজন্য সেই জগৎ পিতা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণ কি প্রকার গৃহে প্রসব হওয়া উচিত তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

অবস্থাভেদে সকল লোকের গৃহ সমান নহে এজন্য বাটীর মধ্যে যে গৃহটী সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট তাহাই সূতিকাগৃহের উপ-যুক্ত স্থান। আমাদের দেশের প্রচ-লিত প্রথা ইহার ঠিক্ বিপরীত।

প্রথম-তলগৃহ অতিশয় আর্দ্র এবং তৃতীয়তল গৃহ অতিশয় বায়ু বিশিষ্ট, এজন্য দ্বিতীয়তল গৃহই সাধারণতঃ সূতিকাগারের উৎকৃষ্ট স্থান।

যে গৃহ প্রশস্ত, যাহার মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিবার জন্য উত্তর, দক্ষিণে জানেলা আছে, যে গৃহের নিকট কোন দুর্গন্ধ-পূর্ণ স্থান না থাকে, যে গৃহে আবশ্যক রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে, সেই গৃহই কেবল প্রসবের যোগ্য স্থান।

প্রসব বেদনা।

জরায়ু মধ্যে শিশু বর্দ্ধিত হইলে অবশেষে নয় মাস দশ দিবসে বা দশ মাসে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। জরায়ুর পেশী সকলের সঙ্কোচনই কেবল প্রসব ক্রিয়ার উপায়; এজন্য জীবন্ত শিশু যে প্রকার সহজে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে মৃত শিশুও সেই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য গর্ভস্থ শিশুর কোন যত্ন পাইতে হয় না।

সকল স্ত্রীলোকের বা সকল গর্ভের এক প্রকার বেদনা নহে, ভিন ভিন্ন স্ত্রীলোকের এবং ভিন্ন ভিন্ন গর্ভের স্বতন্ত্র প্রসববেদনা হয়।

প্রসব বেদনার লক্ষণ।

প্রসব বেদনার উপক্রম হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। ১ম—জরায়ুর আকার পরিবর্ত্তন, ২য়—* * ও বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের রসালতা ও তাহার পেশী সকলের শিথিলতা; ৩য়—মানসিক চিন্তা।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। ১ম—বার-ম্বার মল মূত্র পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ২য়—বমনেচ্ছা ও বমন হওয়া। ৩য়—শরীর মধ্যে কম্প হওয়া, ৪র্থ—* * হইতে রক্ত মিশ্রিত এক প্রকার রস নির্গত হওয়া; ৫ম—বেদনা অনুভব করা।

ধাত্রীবিদ্যা।

সূতিকাগার।

(৬১৯ পৃষ্ঠার পর।)

আমাদের দেশের লোকেরা কুসংস্কার ও মূর্খতা বশতঃ বাসগৃহে সন্তান প্রসব হইতে দেয় না। এজন্য এদেশে সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ প্রথা প্রচলিত আছে। বাড়ীর মধ্যে যে স্থানটী অতিশয় নিকৃষ্ট, জঘন্য ও অপকার-জনক দুর্গন্ধময় বায়ুতে পরিপূর্ণ, যে স্থানে নীরোগী বলবান্ ব্যক্তি এক দিন মাত্র বাস করিলে পীড়াগ্রস্ত হয় এমন দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে সূতিকাগার নির্ম্মাণ করা হয়; এবং সে গৃহও এমনই সামান্য যে ষড়্ঋতুই তাহার মধ্যে উপভোগ করা হয়।

কোথায় এসময় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিয়মে থাকা উচিত, তাহা না হইয়া বরং যাহাতে স্পষ্ট অপকার হয় সেই প্রকার কার্য্য করা হয়। সূতিকাগারের দোষে অনেক শিশু ও প্রসূতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া অকালে প্রাণ-ত্যাগ করিতেছে। প্রতিদিনের পরীক্ষাতে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও দেশীয় লোকদিগের কিছুমাত্র চৈতন্য হয় না। "পেঁচোয় পাওয়া" রোগ প্রভৃতি সূতিকাগারে শিশুর যে সকল পীড়া হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশরোগই সূতিকা-গারের অনিয়ম হেতু সংঘটিত হয়। যে সন্তানের জন্য লোকে লালায়িত হয়, যে সন্তানের জন্য লোকে হোম যাগ ও তপস্যা করে, যে সন্তানের জন্য পিতা মাতা কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে কু-ণ্ঠিত বা কাতর হন না—সেই প্রাণধন শিশু সন্তানকে কুসংস্কার ও মূর্খতা বশতঃ এককালে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

সূতিকাগারে যে প্রকার অত্যা-চার হইয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কোন শিশুই জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু পুত্রবৎসল জগৎ-পিতার এমনই অসদৃশ কৃপা ও দয়া, যে এমন গুরুতর অত্যাচার সত্ত্বেও শিশু জীবিত থাকে, এজন্য সেই জগৎ পিতা ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণ কি প্রকার গৃহে প্রসব হওয়া উচিত তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে।

অবস্থাভেদে সকল লোকের গৃহ সমান নহে এজন্য বাটীর মধ্যে যে গৃহটী সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট তাহাই সূতিকাগৃহের উপ-যুক্ত স্থান। আমাদের দেশের প্রচ-লিত প্রথা ইহার ঠিক্ বিপরীত।

প্রথম-তলগৃহ অতিশয় আর্দ্র এবং তৃতীয়তল গৃহ অতিশয় বায়ু বিশিষ্ট, এজন্য দ্বিতীয়তল গৃহই সাধারণতঃ সূতিকাগারের উৎকৃষ্ট স্থান।

যে গৃহ প্রশস্ত, যাহার মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিবার জন্য উত্তর, দক্ষিণে জানেলা আছে, যে গৃহের নিকট কোন দুর্গন্ধ-পূর্ণ স্থান না থাকে, যে গৃহে আবশ্যক রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে, সেই গৃহই কেবল প্রসবের যোগ্য স্থান।

প্রসব বেদনা।

জরায়ু মধ্যে শিশু বর্দ্ধিত হইলে অবশেষে নয় মাস দশ দিবসে বা দশ মাসে পূর্ণ গর্ব্ভাবস্থায় প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। জরায়ুর পেশী সকলের সঙ্কোচনই কেবল প্রসব ক্রিয়ার উপায়; এজন্য জীবন্ত শিশু যে প্রকার সহজে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে মৃত শিশুও সেই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য গর্ব্ভস্থ শিশুর কোন যত্ন পাইতে হয় না।

সকল স্ত্রীলোকের বা সকল গর্ব্ভের এক প্রকার বেদনা নহে, ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোকের এবং ভিন্ন ভিন্ন গর্ব্ভের স্বতন্ত্র প্রসববেদনা হয়।

প্রসব বেদনার লক্ষণ।

প্রসব বেদনার উপক্রম হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। ১ম—জরায়ুর আকার পরিবর্ত্তন; ২য়—* * ও বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের রসালতা ও তাহার পেশী সকলের শিথিলতা; ৩য়—মানসিক চিন্তা।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে এই সকল লক্ষণ হয়। ১ম—বার-ম্বার মল মূত্র পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ২য়—বমনেচ্ছা ও বমন হওয়া। ৩য়—শরীর মধ্যে কম্প হওয়া, ৪র্থ—* * হইতে রক্ত মিশ্রিত এক প্রকার রস নির্গত হওয়া; ৫ম—বেদনা অনুভব করা।

যথার্থ বেদনার

লক্ষণ।

১ম। গর্ভের পূর্ণাবস্থায় প্রায় বেদনার সূত্র হয়। অর্থাৎ ৯ মাস ১০ দিনে বা ১০ মাসে।

২য়। নিয়মিতরূপে বেদনা উপস্থিত হয়। যদি বেদনা ১৫ মিনিট অন্তর হয়, তবে সমুদয় বেদনাই ১৫ মিনিট অন্তর পালা মাপিক হইবে।

৩য়। প্রত্যেক বেদনা পর্য্যায়-ক্রমে যেমন কষ্টকর হয়, তেমনি প্রত্যেক বেদনার সময়ও কমিয়া যাইতে থাকে। যদি প্রথমে ১৫ মিনিট অন্তর বেদনা আসিতে থাকে, তবে যতই বেদনা কষ্টকর হইতে থাকে ততই ১০ মিনিট অন্তর, ক্রমে ৫ মিনিট অন্তর বেদনা আইসে।

৪র্থ। প্রথমে পৃষ্ঠদেশে বেদনার সূত্রপাত হয়, পরে ক্রমে ক্রমে উরু পর্য্যন্ত বেদনা অগ্রসর হয়।

৫ম। প্রত্যেক বেদনাতে জরায়ুর মুখ অল্পে অল্পে বিস্তৃত হইতে থাকে।

অযথার্থ বেদনার

লক্ষণ।

১ম। গর্ভের পূর্ণাবস্থার পূর্ব্বেই বেদনার সূত্র হইয়া থাকে; অর্থাৎ ৭।৬।৫ মাসে বেদনা হয়।

২য়। বেদনা উপস্থিত হইবার কোন নিয়ম নাই, কখন ১৫ মিনিট কখন কখন ১০ মিনিট, কখন বা ২০ মিনিট অন্তর হইয়া থাকে।

৩য়। সকল বেদনা সমান কষ্ট-কর হয় এবং সময়েরও কোন নিয়ম থাকে না।

৪র্থ। প্রথমেই পেটে বেদনার সূত্র হয়।

৫ম। প্রত্যেক বেদনাতে জরায়ু-মুখ বিস্তৃত হয় না, জরায়ু-মুখ যেরূপ সেইরূপই থাকে।

প্রসব বিভাগ।

ডাক্তরেরা প্রসবকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। যথাঃ—

১ম। স্বাভাবিক প্রসব।
২য়। শ্রামিক প্রসব।
৩য়। অস্বাভাবিক প্রসব।
৪র্থ। মিশ্র প্রসব।

১ম। যে প্রসব ক্রিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, যে প্রসব ক্রিয়াতে গর্ভস্থ শিশুর অগ্রে মস্তক ভূমিষ্ঠ হয়; যে প্রসব ক্রিয়ার সমুদয় কার্য্য স্বভাবতঃ সম্পাদিত হয় তাহাকে "স্বাভাবিক প্রসব" বলে। ইহার কোন বিভাগ নাই।

২য়। যে প্রসব ক্রিয়ায় ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে, অথচ গর্ভস্থ শিশুর অগ্রে মস্তক নির্গত হয়, তাহাকে "শ্রামিক প্রসব" কহে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা;—

ক।—বৈলম্বিক।
খ।—আস্ত্রিক।

(ক) বৈলম্বিক প্রসবে প্রসূতি ও শিশুর কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

(খ) আস্ত্রিক প্রসবে প্রসূতি ও শিশুর বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

৩য়। যে প্রসব ক্রিয়াতে গর্ভস্থ শিশুর অগ্রে মস্তক ভূমিষ্ট না হইয়া হাত, পা, উদর, পৃষ্ঠ নির্গত হয়, তাহাকে "অস্বাভাবিক প্রসব" বলে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। যথা;—

(ক) অধঃস্থ অঙ্গ সকল নির্গত হওয়া—যেমন, পা।
(খ) ঊর্দ্ধস্থ অঙ্গ সকল নির্গত হওয়া—যেমন, হাত।

৪র্থ। মিশ্র প্রসব—দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—

ক। প্রসূতির দোষ নিবন্ধন।
খ। শিশুর দোষ নিবন্ধন।

শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান।

(৬২১ পৃষ্ঠারপর।)

পরিচ্ছন্নতা।—সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অতি আবশ্যক তদ্দ্বারা আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান ও মনে এক অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তি হয়। তজ্জন্য আমাদের গাত্র, পরিচ্ছদ, ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

গাত্র পরিষ্কার —গাত্র পরিষ্কার পক্ষে স্নানই প্রধান। অতএব স্নানের বিষয় প্রথমে লেখা যাইতেছে।

স্নান।— জল দ্বারা সমুদায় শরীর বা শরীরাংশ আর্দ্র করণের নাম স্নান। শীতল ও উষ্ণ জলে আমরা সচরাচর স্নান করিয়া থাকি। কাহার কোন্ প্রকার জলে স্নান করা কর্ত্তব্য তাহা পশ্চাৎ বলা যাইতেছে। স্নান দ্বারা আমাদের শরীরের প্রতিক্রিয়া সাধিত হয় ও শরীরের চর্ম্ম পরিষ্কৃত হয় এবং শরীর স্নিগ্ধ হওয়াতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তি লাভ হয়। স্নানের বিষয়ক কতক গুলি নিয়ম নিম্নে লেখা যাইতেছে তাহা স্মরণ রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

১। প্রাতঃকালই স্থানের উপযুক্ত সময়।

২। ঘর্ম্মাক্ত শরীরে ও আহারান্তে স্থান করা অবিধেয়।

৩। বাড়ী স্নান করা অপেক্ষা সরোবর বা নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

৪। হস্ত পাদাদির চর্ম্ম কুঞ্চিত হওয়া পর্য্যন্ত জলে থাকা উচিত নহে।

৫। বাড়ী স্নান করিতে হইলে জলপূর্ণ টবে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে।

৬। যে জলে স্রোত প্রবাহিত হয় সেই জলেই স্নান করা আবশ্যক। বদ্ধ জল স্নানের পক্ষে অপকারক।

৭। স্ত্রী ও পুরুষদিগের স্নান জন্য স্বতন্ত্র ঘাট নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক। এবং তাহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকাও আবশ্যক। যেন স্নান কালে পরস্পর দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে।

৮। সর্ব্বাগ্রে পা ভিজান অপেক্ষা মস্তকে জল দেওয়া উচিত।

৯। জল হইতে উঠিয়া শীঘ্র শরীর মুছিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ

করিবে। আর্দ্র বস্ত্রে থাকা উচিত নহে।

১০। স্নানান্তে গাত্র আবরণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য।

১১। অত্যন্ত শীতল ও অত্যন্ত উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। তাপমান যন্ত্রের ৬০ হইতে ৯০ তাপাংশ জলে স্নান করা বিধেয়। যে জল শরীরে সহ্য হয় তাহাতে স্নান করিলে তাদৃশ অপকারের সম্ভাবনা নাই।

১২। স্ত্রীলোকদিগের 'মাসিক' কালে, ও দুর্ব্বল রোগীদিগের (বিশেষতঃ যাহাদের সর্দ্দি, কাশি ও বুকে ব্যথা থাকে) এবং অতি শিশু ও বৃদ্ধদিগের শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে।

১৩। সুস্থ ও সবল ব্যক্তির শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য।

১৪। উন্মাদ রোগীর পক্ষে শীতল জলে স্নান উপকারী।

১৫। দুর্ব্বল লোকের পক্ষে উষ্ণ জলে স্নান বিধেয়।

১৬। স্থূলকায়, ও বলবান্ ও ক্ষিপ্ত ব্যক্তির উষ্ণ জলে স্নান নিষিদ্ধ॥

১৭। স্নানের সময় সাবানাদি দ্বারা গাত্র পরিষ্কার করিবে। নতুবা কেবল এক ডুব দিয়া উঠিলে স্নানের ফল সাধিত হয় না।

১৮। কোন পীড়া না থাকিলে প্রত্যহই একবার স্নান করা কর্ত্তব্য।

১৯। স্নানের পরিবর্ত্তে জলে অবগাহন করিয়া গা ধোওয়া অপকারক।

২০। বরং যে দিন কোন কারণে স্নান করা না হইবে সে দিন ভিজে গামছা দ্বারা গাত্র পরিষ্কার ও মস্তক আর্দ্র করিবে।

শরীর পরিষ্কার করণার্থে শৌচ ও মুখ প্রক্ষালন বিষয়ক কয়েকটী নিয়ম বলা আবশ্যক।

১। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "পেট পরিষ্কার উষ্ণ পদদ্বয় যার; মাথা ঠাণ্ডা ঔষধে কি দরকার তার *।" বস্তুতঃ সর্ব্বদা মস্তক শীতল, পদ উষ্ণ ও উদর পরিষ্কৃত রাখিলে আর চিকিৎসকের উপাসনা ও ঔষধ সেবন করিতে হয় না। অতএব স্বাস্থ্য বিষয়ক এই সংক্ষিপ্ত নিয়মটী সর্ব্বদা স্মরণ পথে রাখিবে।

* অন্ত্রং পরিষ্কৃতং যস্য
হ্যুষ্ণৈশ্চৈব পদ দ্বয়ম্।
মস্তকং শীতলং যস্য।
কিং তস্য ভৈষজেন হি॥

২। প্রতিদিন অন্ততঃ ২ বার শৌচে যাওয়া আবশ্যক। এই যে কথায় বলে ‘ হউক না হউক দুবার যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যতে খায়’ ইহা যথার্থ কথা।

৩। কেহ কেহ অল্প কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ জোলাপ লইয়া থাকে। এরূপ অভ্যাস করা অপকারক।

৪। যখন কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা অন্য কোন রোগ বা অসুখ হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে তখন বিরেচক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

৫। নবজ্বর ও নবপ্রদাহ প্রভৃতি প্রবল রোগে বিরেচন উপকারী এবং তদ্রূপ পুরাতন দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে সাতিশয় অপকারক।

৬। সর্ব্বদা মুখ, দন্ত প্রভৃতি শারীরিক অঙ্গ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

৭। নিদ্রা ও আহারের পরই মুখ ধোওয়া উপযুক্ত সময়।

৮। মুখ ও দন্ত প্রক্ষালনার্থ চা খড়ী, লবণ, ও অঙ্গার চুর্ণ বা দন্তমার্জ্জনী (দাঁতন) ব্যবহার করিবে।

৯। প্রতিদিন কেশ চিরুণি দ্বারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিবে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

নূতন সংবাদ।

১ম। ১৪ই কার্ত্তিক কুমিল্লাতে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর ভবানীপুরস্থ উকিল রাধানাথ বসুর ভাগিনেয় শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস। কন্যা ত্রিপুরার ডেপুটী কালেক্টর বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের দুহিতা।

২য়। সম্প্রতি রাজপুতানার অন্তর্গত ঝালাওয়ার প্রদেশ মধ্যে একটি স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর মৃত্যুতে তাঁহার সহমরণে উদ্যোগী হয়েন। তাঁহাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া তৎকার্য্য হইতে নিরস্ত করা হইয়াছে।

৩য়। সোমপ্রকাশ পত্রের কাশীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি আগরাতে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং তথায় একটি এদেশীয় শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। কাশীতেও এই বিষয়ের নিমিত্ত একটি সভা হইয়াছে।

উক্ত সংবাদ দাতা আরো লিখিয়াছেন, এখানে একটি হোমিওপেথিক চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

৪র্থ। উক্ত পত্র পাঠে জ্ঞাত হওয়া গেল, সেনিস্ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। আলপস্ পর্ব্বতই ইটালির সহিত ফ্রান্স দেশের সংযোগের প্রতিবন্ধক ছিল, এখন সে প্রতিবন্ধক দূর হইল।

৫ম। বোম্বাইয়ের অনেক ভদ্র লোক চাঁদা করিয়া মিস্ কার্পেণ্টরকে এক রৌপ্য নির্ম্মিত চা-পানের পাত্র উপঢৌকন দিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। ডেন্মার্কের এক মৃত রাজার বিধবা পত্নী কাউণ্টেস্ ড্যালার সম্প্রতি এক সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি অল্পবয়স্ক অনাথ শিশুদিগকে আপন বাটীতে রাখিয়া অন্ন বস্ত্র দিয়া গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন।

৭ম। বিগত ২রা অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ তনয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর শুভ বিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃতও কিছু অধ্যয়ন করিয়াছেন। বর শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল্, তিনি এক্ষণে বীরভূম জেলায় ডেপুটী-মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ইনি এক জন স্বাধীনচিত্ত ব্রাহ্ম, পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে অবস্থিতিকালে উপবীত পরিত্যাগ দ্বারা জাতিবন্ধনের কুসংস্কারহইতে সম্যকরূপে মুক্ত হইয়াছেন।

৮ম। শুনাগেল কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মৃত মতিলাল শীলের বিধবা পত্নী তাঁহাদিগের যে সকল প্রজার ঝড়ে ঘর নষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। ইনি দুর্ভিক্ষের সময়ও অনেক লোককে প্রত্যহ অন্ন দান করিয়াছিলেন।

৯ম। কোন সংবাদ পত্র লিখিয়াছে বিষপজী নামে এক জন সম্ভ্রান্ত বণিক বোম্বাইয়ের দুর্গমধ্যে একটী হিন্দুবালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এদেশের ধনপতি মহাশয়েরা যদি এইরূপ সৎকর্ম্ম সকলে অর্থব্যয় করেন, তাহা হইলে এখানে

স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির এরূপ দুর্গতি অবিলম্বে দূর হইয়া যায়।

১০ম। গুজরাটের রাজা কাশীতে আসিয়া প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন।

১১শ। এবৎসর কলিকাতায় সর্ব্বশুদ্ধ ৭২-৭৩ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছে গত বৎসরে ৬৫-৭৪ ইঞ্চ হইয়াছিল।

১২শ। সোমপ্রকাশ লিখিয়াছে "আমরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, হিন্দুস্কুলের শিক্ষক বাবু হরলাল রায়ের মাতা নিজগ্রাম টাকির বাত্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ ২০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।"

স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া ১৬ই কার্ত্তিকের ঝড় বর্ণন একটী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে আমরা সেইটী এইস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১২৭৪ সাল ১৬ই কাত্তিকের ঝড়বর্ণন।

যে কাল প্রদোষ আসি করিল প্রবেশ।
ভাবিলে থাকে না মনে জীবনাশা লেশ॥
ধরিয়া পবন দেব সংহার মূরতি।
বহিল প্রবল বেগে ভয়ানক অতি॥
ক্রমেতে বিক্রম তার হইল প্রবল।
তুলনা ধরেনা ধরা অতুল সে বল॥
উপজিল প্রাণে ভয় কাঁপিল হৃদয়।
বুঝি রসাতলে সব গেল বোধ হয়॥
গিরি গুহা মাঝে যথা কেশরী নিস্বন।
ঘন ঘোর ঘোষ আর পবন গর্জ্জন॥
মিলিয়া করিল দোঁহে শ্রবণ বধির।
ভয়ে চিত জড় সড় বিকল শরীর॥

কিছু নাহি দেখা যায় চৌদিকে আঁধার।
ধরণী ধরিল ঠিক্ প্রলয় আকার॥
জগত জীবন যেন জগত জীবন।
হরিবারে আজি বুঝি করেছেন পণ॥
দেখিতে দেখিতে চাল উড়ায়ে ফেলিল।
কদলী সমান গৃহ কাঁপিতে লাগিল॥
অর্গল না মানে আর ভাঙ্গিল কপাট।
শীতে ভয়ে লেগে গেল দশনে কপাট॥
দেখে শুনে ক্ষণে ক্ষণে হই অচেতন।
অনুমানি এইবারে গেলরে জীবন॥
নানামত ভেবে তবে ঘর চাপা ভয়ে।
ত্বরা ধরি হাত কোলে লইয়া তনয়ে॥
স্মরিয়া বিভুর পদ আশ্রয় আশয়ে।
চলিলাম সন্নিহিত ইষ্টক আলয়ে॥
কি কব দুখের কথা লেখনী না সরে।
দেখিলে পাষাণ হিয়া অবশ্য বিদরে॥
মহাঘোর অন্ধকার যেন যমালয়।
কোন পথে যাব তাহা লক্ষ্য নাহি হয়॥
হইতেছে অবিরল ধারার পতন।
করিছে আঘাত দেহে অশনি যেমন॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রভা বিকাশিয়া।
গমনে আটক দেয় চোখে ধাঁধা দিয়া॥
কভু উঠা কভু বসা কভু বা পতন।
ভূমিতলে ছিন্নমূলা লতিকা যেমন॥
অঙ্গ কাঁপে থর থর অবশ শরীর।
কি হবে ভাবিয়া তাহা নাহি হয় স্থির॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় হারাই চেতনে।
পুনঃ হই সচেতন শিশুর রোদনে॥

এইরূপে উতরিনু নির্দ্দিষ্ট ভবনে।
এবার ভুলিল যম করিলাম মনে॥
করিল যে অপমান পথেতে পবন।
সহজে সহিতে নারে সতীর জীবন॥
সে দুখের কথা আমি কি বলিব আর।
কহিলে লিখিলে বহে নেত্রে জলধার॥
ক্রমিক ঝড়ের শান্তি সহ জীবনাশা।
হইল উদিত মনে হইল ভরসা॥
হায়রে দুখের নিশি পোহাতে না চায়।
দুখের নয়নে হয় রোধকল্প প্রায়॥
করুণা করিয়া যেন পোহাল যামিনী।
লোহিত আকারে দেখা দিল দিনমণি॥
যাহাকে দেখিয়া আগে প্রকৃতি সুন্দরী।
হাসিত আমোদে দেহে নানা ভূষা পরি॥
এবে দেখি শোকে ভরা বিষণ্ণ বদন।
মনোদুঃখে মনে মনে ঝুরিল নয়ন॥
পাদপাদি সমুদায় হয়েছে পতিত।
ভবনাদি ভূমিসহ হয়েছে মিলিত॥
অমূল রতন ধান্য জীবের জীবন।
ছিঁড়েছে কঠোর হাতে নিদয় পবন॥
সহাস অধর নাহি নিরখি কাহার।
ফুটেছে শোকের কাঁটা হৃদে সবাকার॥
সকলে উন্নত রবে করিছে রোদন।
কোথা প্রিয় নাথ ওরে কোথা বাছাধন॥
কোথা সহোদর ওরে প্রিয় সহোদর।
দেখা দেও কাছে এস জুড়াই অন্তর॥
এইরূপে হাহারব চৌদিকে শুনিয়া।
শোকের সায়কে হৃদি যায় বিদরিয়া॥
কোথাহে জগতপতি করুণানিধান।
কর কর এ দুঃখের প্রশান্তি বিধান॥

দোরোর উত্তর পল্লী নিবাসিনী
কোন মহিলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৩ সংখ্যা। পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৪ ৩য় ভাগ।

প্রাণি বিদ্যা।

মেরু দণ্ডী।

স্তনধারী বর্গ।

(৬২ পৃষ্ঠার পর)

জন্তুরাজ্যাধীপ জগদীশ্বর স্তন্যপায়ীকে জন্তুরাজ্যের প্রধান পদ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং মনুষ্য তন্মধ্যে উচ্চতম মঞ্চে অধিরূঢ়। মনুষ্যকে তিনি সমুদায় জীবাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে গঠন করিয়াছেন। অপরাপর জন্তু বুদ্ধি ক্ষমতা ও সৌন্দর্য্যে মনুষ্যাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

সকল জন্তুরই ইন্দ্রিয় বোধাদিবৃত্তি বিলক্ষণ আছে কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানবৃত্তি কাহারও নাই। মনুষ্য ব্যাঘ্র কেশরী অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়াও এক বুদ্ধিবলে তাহাদিগের হইতে বলীয়ান। বিশেষতঃ এক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকাতে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব এবং সর্ব্বোপরি প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই ধর্ম্মরূপা সমুজ্জ্বল

মুকুট ধারণ করিয়া মনুষ্য উচ্চ আসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্য নামের এত যে গৌরব এক মাত্র ধর্ম্মের অভাবে তাহা বিলুপ্ত হয় এবং পশু অপেক্ষা তাহার আর অতি অল্পই প্রাধান্য থাকে। অতএব যে ধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়া মনুষ্য এতাদৃশ মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।

স্তন্যপায়ী বর্গের সামান্য লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, অধুনা তাহাদিগের কিছু বিশেষ লক্ষণের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

রক্ত সঞ্চালন।—স্তন্যপায়ীদিগের শোণিত উষ্ণ এবং হৃদয়ে চারিটী প্রকোষ্ঠ। স্তন্যপায়ীদিগের রক্ত সঞ্চালন ও শ্বসন পক্ষিদিগের ন্যায় প্রবল গতিতে সম্পন্ন হয় না, এবং ইহাদিগের দৈহিক তাপও পক্ষিদিগের ন্যায় নহে।

শ্বসন।—স্তন্যপায়ীরা বায়ুকোষ দ্বারা শ্বাসকার্য্য করিয়া থাকে। পক্ষিদিগের বায়ুকোষের ন্যায় ইহা পঞ্জর লগ্ন নহে, বক্ষমধ্যস্থিত গর্ত্তে দোদুল্যমান আছে। ঐ বায়ুকোষের অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। বায়ুনালীর এক এক শাখা নালী ঐ এক একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে বায়ু-বহন করে।

গাত্রাবরণ।—যেমন মৎস্যের শল্ক, পক্ষীর পালক, স্তনধারীদিগের গাত্রাবরণ সেইরূপ রোম কহা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ রোমকে এক অবস্থায় সর্ব্বদা দেখা যায় না, ভিন্ন২ জন্তুদেহে উহাকে ভিন্ন২ আকারে দৃষ্টি করা যায়। মেষশরীরে ঊর্ণা, শজারুদেহে ভীষণ কণ্টক এবং আর্ম্মেডিলো নামক প্রাণির অঙ্গে অস্থিময় শল্কাকারে পরিণত হয়।

কঙ্কাল।—এই বর্গান্তর্গত অধিকাংশ প্রাণীই পৃথ্বী পৃষ্ঠে পদচালনা দ্বারা গমন করে; কিন্তু সকলেরই এপ্রকার স্বভাব নহে। বানরদিগের গমনেন্দ্রিয় চতুষ্টয় হস্তাকার, তাহারা চতুর্ভুজ। বাদুলি (বাদুড়) দিগের গমনেন্দ্রিয় দ্বয় যেন কতিপয় অঙ্গুলি চর্ম্মাবৃত, এবং বিহঙ্গ পক্ষের ন্যায়—তাহারা অঙ্গুলি-পত্রা বা কর-পত্রা। সিল নামক সামুদ্রিক স্তনধারীর গমনেন্দ্রিয় যেন ক্ষেপণি বা মৎস্য-পত্রের ন্যায়। কোন কোন স্তনধারীর পৃষ্ঠদেশে একটী বা দুইটী ঝুঁটি থাকে; যেমন উষ্ট্র বৃষ প্রভৃতির। ঐ ঝুঁটিকে ককুৎ বলে। উষ্ট্রদিগের ঝুঁটির এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই যে জন্তুটী অধিক দিন অনাহার থাকিলে উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া পরিশেষে বিলুপ্তপ্রায় হয়; ইহার কারণ এই যে উহা এক প্রকার মজ্জাময় পদার্থনির্ম্মিত। বেক্‌ট্রিয়া প্রদেশীয় উষ্ট্রের দুইটী ঝুঁটি আছে। উষ্ট্রের ঝুঁটি অত্যন্ত কোমল।

মস্তক।—স্তনধারিদিগের মস্তক আকারে দৈর্ঘ্যে ও তত্রস্থ প্রত্যঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন। শূকরের মস্তকের অগ্রভাগে এক সুদীর্ঘ মাংস পিণ্ডাকার ওষ্ঠ আছে উহা ইচ্ছামত বর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হইতে পারে। ঐ মাংসপিণ্ড দ্বারা তাহারা ভূমি খনন করিয়া আপনাদিগের মূলাহার অন্বেষণ করে। হস্তীর উপরের ওষ্ঠটী বর্দ্ধিত হইয়া শুণ্ড হইয়াছে। ঐ শুণ্ড সাতিশয় বলবান। আমাদিগের হস্ত দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য হয়, হস্তীর শুণ্ডও সেই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, এবং উহাদ্বারা জল গ্রহণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ঐ জল মুখে ফেলিয়া পান করে। গণ্ডারের মস্তকে এক খড়্গাকার অঙ্গ দৃষ্ট হয়, উহা শত্রুবিনাশের এক ভয়ানক অস্ত্র। কেহ কহিয়া থাকেন যে এক গুচ্ছা রোম একত্র বর্দ্ধিত হইয়া ঐরূপ কঠিন হইয়া গিয়া থাকে। জিবাফ নামক উষ্ট্রের মস্তকে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র দুইটী শৃঙ্গ হয় কিন্তু হরিণের শাখাযুক্ত শৃঙ্গের ন্যায় বৃহৎ নহে। হরিণের শৃঙ্গ এক খানি রোমশ চর্ম্মাবৃত; ঐ চর্ম্ম ক্ষয় হইলে শৃঙ্গদ্বয়ও কিছু দিন পরে পতিত হইয়া তাহার স্থানে নূতন শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। বৃষ মহিষাদির শৃঙ্গের ন্যায় হরিণের শৃঙ্গ শূন্যগর্ভ্ত নহে উহা পূর্ণগর্ভ্ত। বোধ হয় বৃষ ছাগ প্রভৃতির শৃঙ্গ এক প্রকার স্থিতিস্থাপক পদার্থ নির্ম্মিত এবং শূন্যগর্ভ্ত। তন্নিমিত্ত হরিণ জাতিকে "পূর্ণোদর শৃঙ্গী" এবং বৃষ ছাগদিগকে "শূন্যোদর শৃঙ্গী" কহিয়া থাকে। শেষোক্ত প্রাণিদিগের শৃঙ্গের নাসারন্ধ্রের সহিত সংযোগ আছে, সুতরাং তন্মধ্যে বায়ুর চলাচল হইয়া থাকে।

এই স্থলে হস্তীদন্ত এবং তিমিস্থির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। হস্তীদন্ত যদিও মনুষ্যাদির কর্ত্তকদন্তের অনুরূপ কিন্তু উহা মস্তক পার্শ্ব হইতে বহির্গত হয়। কোন কোন হস্তীদন্ত ১১ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং দুই মণ পরিমিত ভার হইয়া থাকে। হস্তীদন্ত বাণিজ্যে অত্যন্ত আদরণীয়। উহা হইতে উত্তম উত্তম চিরুণি, বাক্সপাশা, চুড়ি, কৌটা অস্ত্রের বাঁট ইত্যাদি বহুমূল্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। করীদন্ত শুভ্র, স্থিতিস্থাপক ও কঠিন।

তিমিস্থিও এইরূপ আদরণীয় ও বহুমূল্য। এই পদার্থকে ইংরাজীতে "হোয়েলবোন" কহিয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ উহা অস্থি নহে এক প্রকার দন্ত। অপরাপর প্রাণির দন্তের ন্যায় ইহা তিমিদিগের উপরের চোয়ালে সংলগ্ন আছে, এবং আড়ার ন্যায় জলের গতিরোধ না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল শরীর প্রভৃতি আহারীয় জন্তুকে প্রতিরোধ দ্বারা আবদ্ধ করে সুতরাং তিমিদিগকে ঐ দন্তশ্রেণি প্রদান করিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগের ও আমাদিগের কি উপকারই করিতেছেন।

দন্ত।—এক্ষণে যথার্থ দন্তের বিবরণ প্রদত্ত হইবে উহা চর্ব্বণ

কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগের ৩২ বত্রিশটী দন্ত আছে এবং সিম্পাঞ্জী ও ওরাঙ্গ বনমানুষেরও এই সংখ্যা। দন্ত তিন প্রকার যথা;—১ কর্ত্তক, অর্থাৎ যদ্দ্বারা আহারীয় বা অন্য কোন দ্রব্য কর্ত্তন করা যায়; ২ শ্বাদন্ত—অর্থাৎ যে দন্ত কুক্কুর দন্তের অনুরূপ; ৩ চর্ব্বক—যে দন্ত দ্বারা আহারীয় প্রভৃতি দ্রব্য পেষণ করা যায়। চর্ব্বক ও শ্বাদন্তের মধ্যভাগে আরও দুইটী করিয়া দন্ত থাকে তাহাকে মধ্যদন্ত বলা যায়। উহাদিগের আকারেও শ্বাদন্ত এবং চর্ব্বক দন্ত উভয়ের কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রতি চোয়ালের উভয় পার্শ্বেই দুইটী করিয়া কর্ত্তক, একটী শ্বা, দুইটী মধ্য এবং তিনটী চর্ব্বক দন্ত আছে সুতরাং প্রত্যেক চোয়ালে ১৬ টী করিয়া দন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন স্তনধারীর দন্তাভাব এবং কোন প্রাণির দন্তের সংখ্যা স্থির নাই। নারহোয়াল নামক তিমির একটী মাত্র দন্ত আছে তন্নিমিত্ত তাহার নাম "একদন্ত"। অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশীয় জল মূষিকের ১২; চর্ব্বণকারী জন্তুমাত্রেরই ২৮; পরপাইস নামক তিমির ৯০; ডলফিন নামক তিমির ১৯০ পর্য্যন্ত দন্ত বিদ্যমান আছে।

জন্তুদিগের উদ্ভিজ্জ বা মাংসাহার ভেদে তাহাদিগের দন্ত বিন্যাসও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়াছে; সুতরাং কেবল দন্ত দর্শন করিলেই জন্তুদিগের খাদ্য এবং অঙ্গের অপরাপর গঠনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। আহা! অসীমজ্ঞান জগদীশ্বরের কি অনন্ত কৌশল! তিনি যে জন্তুকে যাহা দিয়াছেন তাহা তাহারই উপযোগী, অপরের সহিত তাহা বিনিময় হইতে পারে না। অশ্বের ন্যায় পদ বিশিষ্ট হইলে সিংহ কখনই জীবিত থাকিতে পারিত না, শিকার করস্থ করিতে অক্ষম হওয়ায় ক্ষুধায় প্রাণ ত্যাগ করিত। সেই রূপ, অশ্ব সিংহের ন্যায়

দন্তযুক্ত হইলে উদ্ভিজ্জ কর্ত্তনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত সুপ্রশস্ত হরিদ্বর্ণ নবীন দূর্ব্বাদলপূর্ণ ক্ষেত্র মধ্যে থাকিয়াও বুভুক্ষানলে ভস্মীভূত হইত। অতএব মাংসাশী সিংহের সবল নখর যেরূপ আবশ্যক, তৃণাশী অশ্বের কর্ত্তক ও পেষণদন্তও তাহার পক্ষে সেই রূপ প্রয়োজনীয় ইহা পূর্ব্বেই বুঝিয়া সেই প্রাণিপালক পরমেশ্বর তাহাদিগের এই অভাব দূর করিয়াছেন।

জাতিভেদ।—স্তনধারিদিগের খাদ্যাকর্ষণ ইন্দ্রিয় সমূহের উপর অধিকাংশ নির্ভর করিয়া তাহাদিগের জাতিভেদ করা হইয়াছে। কোন স্থলে অপরাপর প্রকৃতির উপরও নির্ভর করিতে হইয়াছে। এইরূপে সমুদয় স্তনধারী বর্গকে (১১) এগার জাতিতে বিভাজিত করা যায়। যথা ;—

১। দ্বিভুজ.....দুইহস্ত বিশিষ্ট.....মনুষ্য।
২। চতুর্ভুজ... ...চারি হস্ত বিশিষ্ট.....বানর।
৩। অঙ্গুলীপত্রা ...যাহাদিগের পত্রদ্বয় অঙ্গুলী সদৃশ কতিপয় অস্থিখণ্ড একখানি ত্বকাচ্ছাদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন (বাদুড়) বাদুলি।
৪। কীটাশী.....কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু ভোজী। শশাক ; ছুঁচা।
৫। মাংসাশী.....মাংস ভোজী জন্তু ..সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক ইত্যাদি।
৬। তিমি..... জলচর স্তনধারী বিশেষ।
৭। স্থূলচর্ম্মী.....স্থূল চর্ম্মধারী জন্তু। হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি।
৮। রোমন্থী.....চর্ব্বিত চর্ব্বণকারী। গো, মেষ, ছাগ, উষ্ট্র ইত্যাদি।
৯। অদন্তী.....দন্তহীন.....ক্লথ, পিপীলিকাশী।
১০। চর্ব্বক.....চর্ব্বণকারী জন্তু.....ইন্দুর, কাঠবিরাল।
১১। দ্বিগর্ভ...একটী গর্ভ এবং অপর একটী গর্ভাকার মাংসস্থলি বিশিষ্ট প্রাণী। যেমন,—অপোসাম, কাঙ্গারু প্রভৃতি।

ধাত্রীবিদ্যা।

(৬৩৯ পৃষ্ঠার পর)

স্বাভাবিক প্রসব।

স্বাভাবিক প্রসব।
- ১ম অবস্থার লক্ষণ—
  - ১। জরায়ুর সংকোচন অর্থাৎ প্রসব বেদনার সূত্রপাত।
  - ২। জরায়ুমুখ ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হওয়া।
  - ৩। জরায়ু ঝিল্লি বা পরদা ছিন্ন হওয়া।
  - ৪। জরায়ু-মুখ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হওয়া।
- ২য় অবস্থার লক্ষণ—
  - ৫। প্রসব বেদনার ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়া।
  - ৬। জরায়ু হইতে শিশুর মস্তক বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ে আগমন।
  - ৭। বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের মুখ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হওয়া।
  - ৮। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া।
- ৩য় অবস্থার লক্ষণ—
  - ৯। ফুল হইতে শিশু বিচ্ছিন্ন হওয়া।
  - ১০। ফুল নির্গত হওয়া।

স্বাভাবিক প্রসবের তিন অবস্থা। যথা—

১ম। প্রসব বেদনার সূত্রপাত হইতে জরায়ু-মুখ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হওয়া এবং জল ভাঙ্গা পর্য্যন্ত প্রথম অবস্থা।

২য়। জরায়ু-মুখ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হওয়া ও জল ভাঙ্গা হইতে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থা।

৩য়। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে ফুল নির্গত হওয়া পর্য্যন্ত তৃতীয় অবস্থা।

প্রত্যেক অবস্থায় ধাত্রী ও প্রসূতির কর্ত্তব্য।

প্রসূতির কর্ত্তব্য।

১ম অবস্থা।

প্রসব বেদনার সূত্র হইতে জরায়ু-মুখ সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হওয়া এবং জল ভাঙ্গা পর্য্যন্ত প্রসবের প্রথম অবস্থা।

এ অবস্থায় প্রসূতি ও ধাত্রীর পক্ষে কোন কষ্ট নাই। প্রসূতির যেমন ইচ্ছা তিনি সেই ভাবে থাকিতে পারেন ও সেইরূপ কার্য্য ও করিতে পারেন। এ সময়ে প্রসূতিকে সূতিকাগারে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। এ অবস্থায় অধিক বেগ অর্থাৎ কোঁত দিলে এবং প্রসব চিন্তায় চিন্তিত হইলে দুর্ব্বলতা হেতু প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থায় মূর্চ্ছা হইতে পারে। এজন্য এ অবস্থায় লঘুপাক দ্রব্য (দুধ) পান করা ভাল।

আমাদের দেশীয় লোকেরা প্রসবকালে গর্ভিণীকে কিছুমাত্র আহার দেয় না এমন কি দ্বিতীয় অবস্থায় তৃষ্ণায় কাতর হইলে একটু জলও পান করিতে দেয় না। এরূপ অনাহারে রাখা কোন ক্রমে উচিত নহে। এ অবস্থায় হিম সামগ্রী খাওয়াইলে প্রসব বেদনা বন্ধ হইতে পারে (ব্যথা জুড়াইয়া যাইতে পারে)। এজন্য খাদ্য দ্রব্য উষ্ণ করিয়া খাওয়া আবশ্যক। স্বাভাবিক প্রসব অবস্থায় প্রসবক্রিয়ার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না।

প্রসব অবস্থায় জল ও দুধই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য।

প্রত্যেক বেদনাতেই জরায়ু-মুখ ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইতে থাকে, এবং ভর্গাশয়ঝিল্লি অল্পে অল্পে জরায়ু-মুখ হইতে নির্গত হইলে জল বহির্গত হয় ঐ জলপড়াকে "পানমুচি ভাঙ্গা" কহে।

২য় অবস্থা।

জরায়ু-মুখ সম্পূর্ণরূপ বিস্তৃত হওয়া এবং জলভাঙ্গা অবধি শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত প্রসবের দ্বিতীয় অবস্থা।

এ অবস্থায় প্রসূতির সাবধান হওয়া উচিত, এই অবস্থা সন্তান প্রসবের সময়, এখন ইচ্ছামত কার্য্য না করিয়া ধাত্রীর উপদেশানুসারে কার্য্য করা উচিত, এই অবস্থা সূতিকাগারে যাইবার উপযুক্ত সময়।

সন্তান জরায়ু মধ্যে সকল সময়ে এক অবস্থায় থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন থাকিয়া ক্রমাগত জরায়ু মধ্যে ঘুরিতে থাকে এই প্রকারে ৫ মাস গত হইয়া ৬ মাস উপস্থিত হইলে জরায়ু মধ্যে এক ভাবে থাকে। অর্থাৎ নিম্নে মস্তক, বক্ষস্থলে হস্তদ্বয়, ঊর্দ্ধে পদ। এইহেতু ৬ মাসের পূর্ব্বে যে সকল শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদিগের প্রসবক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে হয় না, সুতরাং অগ্রে মস্তক নির্গত না হইয়া, হস্ত পদ পৃষ্ঠ প্রদর্শন ইত্যাদি অস্বাভাবিক প্রসবের লক্ষণ সকল দেখা যায়।

এই অবস্থায় জরায়ু-মুখ ও বাহ্যজনন ইন্দ্রিয়ে কোন ব্যবধান থাকে না এক সুড়ঙ্গের ন্যায় হইয়া যায়।

এ অবস্থায় প্রসূতির কিছু কিছু ভক্ষণ করা উচিত, নতুবা কষ্ট ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিবে।

৩য় অবস্থা।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া হইতে ফুল নির্গত হওয়া পর্য্যন্ত।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে ফুল নির্গত হয়; কিন্তু সকল প্রসবে এক সময় হয় না। যে রূপ এক এক বারের প্রসববেদনা জরায়ু হইতে শিশুকে নির্গত করে, সেই রূপ আর কয়েকবারের বেদনা ফুল ও নির্গত করে।

এই খানে ঈশ্বরের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ হইতেছে যে মাত্র প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, তৎক্ষণাৎ জরায়ু ও বাহ্যইন্দ্রিয়ের অবস্থাও স্বাভাবিক হইতে লাগিল। প্রসব বেদনার সহিত অন্য কোন প্রকার বেদনার তুলনা হয় না। কারণ প্রসব বেদনা স্বাভাবিক, সুতরাং অতি শীঘ্রই উহার কষ্ট নিবারিত হয়। কিন্তু ঐরূপ কষ্টকর অন্য বেদনা হইলে তাহা কখনই অতশীঘ্র এবং আপনা আপনি নিবারিত হইত না।

নারীর আভরণ।

ধর লো রমণী পর নানা আভরণ।
বিধির অমূল্যদান, নাহিক তুলন॥
অক্ষয় সুদীপ্তিময় রবে চিরকাল।
না জানিবে দস্যুভয় না ডরাবে কাল॥
ধর্ম্মরূপ শুভ্রবাসে আবর শরীর।
হেরিবে তাহার শোভা জিনিয়া মিহির॥
শীলতা অবগুণ্ঠনে ঢাকি রাখ মুখ।
শীতল হইবে কান্তি দর্শনের সুখ॥
নীতিরূপ সিঁথি ভালে পর মন সাধে।
উজলিবে দশদিক দেখিবে অবাধে॥
চলিবে আপন পথে কল্যাণ পূরিত।
সাধিবে পরের হিত হয়ে দয়ান্বিত॥
নয়নে অঞ্জন দিবে কিবা উপাদান!
জ্ঞানের কজ্জল লেপ হয়ে সাবধান॥
তার সহ প্রেম অশ্রু ফেল দর দর।
ভ্রম মোহ গ্লানি তাপ পলাবে সত্বর॥

কর্ণযুগে স্বর্ণফুল সাধু আলাপন।
যতনে মধুর ভাবে করহ ধারণ॥
তাপীর রোদন অনাথের আর্ত্তনাদ।
বলয় ঝুমকা করি নিবার বিষাদ॥
নাসিকায় পর পর বিনয় নলক।
দুলিবে জিনিয়া রত্ন দেখিতে পুলক॥
প্রফুল্লতা অঙ্গরাগে বদন মণ্ডল।
রঞ্জিয়া দেখাও হাসি মৃদু সুবিমল॥
দশন মুকুতা পাঁতি বিম্ব ওষ্ঠাধর।
বিভুগুণ গাও হবে দ্বিগুণ সুন্দর॥
মৃদুভাষে নাশ তাপিতের তাপচয়।
প্রেমামৃতে পূর্ণ কর সকল হৃদয়॥
কণ্ঠে ধর প্রীতিহার প্রিয় কণ্ঠমালা।
যত ফের দিতে পার দেও সাধুবালা॥
পাঁচনলী সাতনলী দশনলী হার।
শতনলী হবে মন যেমন তোমার॥
সামান্য ধুক্ ধুকি দিলে সাজিবে না তায়।
এক সে সতীত্ব মণি হৃদে শোভাপায়॥
প্রাণপণে সে রতনে যতনে ধরিবে।
পবিত্র আলোকে দেহ সদা উজলিবে॥
এস এস দুই হস্ত দেও বাড়াইয়া।
কত অলঙ্কার আছে দেখহ চাহিয়া॥
দান ধর্ম্ম গৃহ কর্ম্ম কেয়ূর কঙ্কণ।
পরহ করের শোভা কে করে এমন॥
সত্যনিষ্ঠা সাধুচেষ্টা হইয়া জড়িত।
জড়োয়া গহনা কত করেছে নির্ম্মিত॥
উদ্যম উৎসাহ পরিশ্রম নিরন্তর।
বাহুর ভূষণ পর আঁটি দৃঢ়তর॥

প্রতি অঙ্গুলিতে দেও অঙ্গুরী শোভন।
শিল্প শত শত বিধ নিপুণ যেমন॥
সে শোভা দেখিলে কার না হরে হৃদয়।
কার না নয়নে প্রেম অশ্রু বরষয়॥
সাধু পথে গতি চরণের শোভাকর।
তার কাছে কোথা আছে পঞ্চম পাঁজর॥
এক পদ দুই পদ করি বারবার।
যত পদ ধর্ম্মপথে হবে আগুসার॥
বাড়িবে ততই চরণের অলঙ্কার।
আপাদ মস্তক হবে শোভার আধার॥
আরো কত আভরণ সংখ্যা নাহি হয়।
যথা সাজে—শুন নাম—পর সমুদয়॥
ইন্দ্রিয় সংযম, ধৈর্য্য, লজ্জা, সরলতা।
গাম্ভীর্য্য, উদার ভাব, ক্ষমা কোমলতা॥
স্নেহ ভক্তি, ন্যায় শান্তি, পরিমিতাচার।
ত্যাগধর্ম্ম স্বাধীনতা বিহিত প্রকার॥
বৈরাগ্য, সত্যানুরাগ, মুক্তির বাসনা।
অনুতাপ, দৃঢ় ব্রত, ঈশ্বর সাধনা॥
এক এক অলঙ্কার দুর্লভ রতন।
কিনিতে নারিবে দিয়া জগতের ধন॥
এই সব আভরণ শোভিবে যখন।
কি শান্তি আনন্দ পাবে নাযায় বর্ণন॥
ছুটিবে রূপের ছটা স্থির সৌদামিনী।
মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গলোকে হবে আদরিণী॥
ভুবনমোহন রূপে ভুলিবে ভুলাবে,
যাঁর কন্যা তাঁর ক্রোড়ে চিরশান্তি পাবে।

ব্যাকরণ।

(৬৩৫ পৃষ্ঠার পর)

৮৯। নামের লিঙ্গ প্রায়ই উহার অর্থ এবং আকারে প্রতীত হয় (৪৯)। যথা

পুং	স্ত্রী
বসন্তকুমার	বসন্তকুমারী
কমল	কমলা বা কমলিনী

যেস্থলে ইহা দ্বারা লিঙ্গ স্থির না হয় নামের উপসর্গ 'শ্রীমান' বা 'শ্রী' (পুং) এবং 'শ্রীমতী' (স্ত্রী), দ্বারা বিলক্ষণ লিঙ্গভেদ হয়।

কখন কখন পদবীর আকার দ্বারা লিঙ্গভেদ হয়। যথা ব্রাহ্মণ শ্রেণীস্থ স্ত্রীগণের পদবী 'দেবী' এবং শুদ্রের 'দাসী'*; যথা

কমল দেবী	(স্ত্রী)
ত্রৈলোক্য দাসী	(স্ত্রী)

লিঙ্গভেদ—সংস্কৃত।

৯০। সংস্কৃতোৎপন্ন শব্দের সংস্কৃতানুযায়ী লিঙ্গভেদের কতিপয় সংক্ষেপ ও সাধারণ নিয়ম নিম্নে প্রকটিত হইল।†

প্রথম নিয়ম। সংস্কৃতোৎপন্ন অকারান্ত সংজ্ঞাপদের অন্ত্য অ-কারের স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে সাধারণতঃ ঈ-কার হয়। যথা

(জাতিবাচক সংজ্ঞা।)

পুং	স্ত্রী
সিংহ	সিংহী
ঘোটক	ঘোটকী

(৪৯) বাঙ্গালা নাম প্রায়ই তিন অংশ বিশিষ্ট যথা 'ভুবনমোহন সেন'। প্রথম অংশই বিশেষ নাম এবং ব্যবহারে ইহাই উচ্চারিত হয়, যথা 'হে ভুবন!, ভুবনের'। দ্বিতীয় অংশ নামের অর্থ-পূরণ করে, যথা ভুবনকে মোহন করে যে, (যে, সকল লোককে মুগ্ধ করে), সে 'ভুবন মোহন'। তৃতীয়াংশ পদবী অর্থাৎ পারিবারিক নাম। দ্বিতীয়াংশ দ্বারাই প্রায় লিঙ্গভেদ হয়। যথা চন্দ্র, চাঁদ, চরণ, নাথ, কান্ত, লাল, মোহন, কিশোর, কুমার, কৃষ্ণ, প্রসন্ন ইত্যাদি পুংবোধক।

মণি, ময়ী, মোহিনী, কুমারী, কিশোরী, বালা, কান্তা, সুন্দরী, ইত্যাদি স্ত্রীবোধক।

* নামের তৃতীয়াংশ পারিবারিক নাম বিশেষ আবশ্যক। তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গে দেবী, দাসী করা বিশেষ ফলোপধায়ক নহে। লিঙ্গভেদ উপসর্গ ও নামের প্রথম দুই অংশেই সম্পন্ন হয়। কেহ কেহ স্ত্রীলিঙ্গে পারিবারিক নাম শ্রুতিকটু মনে করেন, কিন্তু তাহা অব্যবহৃত বলিয়াই নতুবা "ভুবনমোহন বসু"; এবং "ভুবনমোহিনী বসু" শ্রুতি বিষয়ে কিছুই ভিন্ন নহে।

† ৮৩ সূত্র দেখ।

গোপ	গোপী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
মৎস্য	মৎসী (য লোপ)

(তদ্ধিৎ * উৎপন্ন।)

ভাগিনেয়	ভাগিনেয়ী
পৌত্র	পৌত্রী

(অন্য সংজ্ঞা।)

পুত্র	পুত্রী
পিতামহ	পিতামহী
নট	নটী
দাস	দাসী

বানরী, কাকী, শৃগালী, ব্যাঘ্রী, মানুষী, হরিণী, রাক্ষসী; মাতুলেয়ী, মাতামহী, ঘটী, কালী, ছাত্রী, পাত্রী, কুমারী, কিশোরী, দেবী, নদী, নর্ত্তকী ইত্যাদি।

নিয়মাতিরিক্ত।

(জাতিবাচক) কোকিল	কোকিলা
(অন্য) মূষিক	মূষিকা
তনয়	তনয়া

ক। অধিকাংশ 'অক্' ভাগান্ত সংজ্ঞাপদের অন্ত্য অ-কার স্থানে স্ত্রীলিঙ্গে আ-কার এবং 'অক' স্থানে 'ইক' হয়।

পুং	স্ত্রী
বালক	বালিকা
নায়ক	নায়িকা
ব্রাহ্ম (ক)	ব্রাহ্মিকা

পাচিকা, প্রেরিকা, গায়িকা, লেখিকা, পরিচারিকা, পতিপালিকা, ইত্যাদি।

নিয়মাতিরিক্ত——নর্ত্তকী, রজকী, ঘোটকী।

খ। কতিপয় সংজ্ঞাপদের অ-কার পরিবর্ত্তে স্ত্রীলিঙ্গে 'আনী' ও ইনী হয়। যথা

পুং	স্ত্রী
ভব	ভবানী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী
শুদ্র	শুদ্রাণী বা শুদ্রা

ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ক্ষত্রিয়াণী, বা ক্ষত্রিয়া, আচার্য্যানী বা আচার্য্যা, উপাধ্যায়ানী বা উপাধ্যায়া আর্য্যাণী বা আর্য্যা, মাতুলানী বা মাতুলা।

ঠাকুর	ঠাকুরাণী
চণ্ডাল	চণ্ডালিনী
পদ্ম	পদ্মিনী

কমলিনী, কুমুদিনী, পাগলিনী।

৯১। দ্বিতীয় নিয়ম অ-কারান্ত সংস্কৃত বিশেষণ পদ (৫০) স্ত্রীলিঙ্গে সামান্যতঃ আ-কারান্ত হয়।

* সংস্কৃত ভাববাচক ও অপত্যবাচকাদি পদোৎপত্তিপ্রকরণকে 'তদ্ধিৎ' কহে।

(৫০) সংস্কৃত ভাষার বিশেষণ ও বস্তুবাচক সংজ্ঞারও লিঙ্গভেদ হয়। শিষ্টাচার প্রযুক্ত বাঙ্গালায়ও ঐ রীতি অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গভেদ হয়; যথা

পুং	স্ত্রী
দুষ্ট	দুষ্টা
উত্তম	উত্তমা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
ভীত	ভীতা
রসিক	রসিকা
প্রথম	প্রথমা
শোচনীয়	শোচনীয়া
চন্দ্রবদন	চন্দ্রবদনা

সুশীলা, প্রখরা, পণ্ডিতা, বয়স্যা, বৃদ্ধা, মনোরমা; তীক্ষ্ণতরা, প্রিয়তমা; কনিষ্ঠা, মধ্যমা; পতিতা; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সহস্রা; মান্যা, গন্তব্যা, ইত্যাদি

ক। 'কর' 'ময়' 'চর' ও 'দশ' ভাগান্ত শব্দ, চারি হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত সংখ্যার পূরণবাচক শব্দ এবং কতিপয় অন্য বিশেষণের লিঙ্গভেদ নাই, যথা, 'ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে; বুড় বাপ, বুড় মা। সংস্কৃত বিশেষণও বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র একরূপে (সংস্কৃত পুংলিঙ্গাকারে) ব্যবহৃত হয়। যথা উত্তম বালিকা।

বিশেষণের লিঙ্গভেদ কখন কখন লালিত্য প্রকাশক হয়, যথা 'মৃণ্ময়ীমূর্ত্তী' 'স্রোতস্বতী নদী'। কিন্তু অনেক সময় অনর্থক ও পাণ্ডিত্যমাত্র। যথা তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণা; তাঁহার পঞ্চমী কন্যা অতি শিষ্টা, উত্তমা ও পণ্ডিতা।

যণ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে অকার পরিবর্ত্তে ঈ-কারান্ত হয়। যথা;

পুং	স্ত্রী
সুখকর	সুককরী
দয়াময়	দয়াময়ী
সহচর	সহচরী
চতুর্থ	চতুর্থী
ষোড়শ	ষোড়শী
ঈদৃশ	ঈদৃশী

অর্থকরী, কিঙ্করী, হিরণ্ময়ী নিশাচরী, বনচরী, অনুচরী, একাদশী, পঞ্চমী ষষ্ঠী, ইত্যাদি।

(অন্য)

সুন্দর	সুন্দরী
কাল	কালী
তরুণ	তরুণী
রোমশ	রোমশী
লৌকিক	লৌকিকী

কানুকী, নীলী, কৃশাঙ্গী, গৌরী, দৈবী, বৈষ্ণবী ইত্যাদি।

খ। কতিপয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে কখন কখন আ এবং কখন কখন ঈ-কারান্ত হয়। যথা; সুকেশী—সুকেশা; বিম্বোষ্ঠী—বিম্বোষ্ঠা; চন্দ্রমুখী—চন্দ্রমুখা; চণ্ডী—চণ্ডা; কপটী—কপটা।

৯২। তৃতীয় নিয়ম। যে সকল সংস্কৃত শব্দের (৫১) পর 'ইন্'

'সুন্দরী' নারী। চলিত বাঙ্গালা বিশেষণের লিঙ্গভেদ নাই, যথা, 'ভাল ছেলে, ভাল মেয়ে; বুড় বাপ, বুড় মা। সংস্কৃত বিশেষণও বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র একরূপে (সংস্কৃত পুংলিঙ্গাকারে) ব্যবহৃত হয়। যথা উত্তম বালিকা।

(৫১) সংস্কৃত শব্দ প্রত্যয়যুক্ত হইলে পদরূপে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় সংস্কৃত শব্দ কেবল কখন কখন সমাসে দেখা

'অৎ' 'ঈয়স্' ও 'ঋ' থাকে স্ত্রীলিঙ্গে তাহাদের পর ঈ-কার প্রত্যয় হয়। এবং পুংলিঙ্গে ইনের পরিবর্ত্তে ঈ; অতের, আন; ঈয়সের, ঈয়ান্ এবং ঋকারের পরিবর্ত্তে আ-কার হয়। যথা

শব্দ	স্ত্রী	পুং
মানিন্	মানিনী	মানী
যশস্বিন	যশস্বিনী	যশস্বী
উপকারিন্	উপকারিণী	উপকারী
জ্ঞানবৎ	জ্ঞানবতী	জ্ঞানবান্
বিদ্বৎ	বিদ্বতী	বিদ্বান্
শ্রীমৎ	শ্রীমতী	শ্রীমান্
মহৎ	মহতী	মহান্
বৃহৎ	বৃহতী	বৃহৎ
সৎ	সতী	সৎ
পাপীয়স্	পাপীয়সী	পাপীয়ান্
প্রেয়স্	প্রেয়সী	প্রেয়ান্
কর্ত্তৃ	কর্ত্রী	কর্ত্তা
দাতৃ	দাত্রী	দাতা

সন্ন্যাসিনী, ধনিনী, মনোহারিণী, কামিনী, মিষ্টভাষিণী করিণী, দুঃখিনী, স্বামিনী; গুণবতী, যত্নবতী, পুত্রবতী, স্রোতস্বতী, স্বরস্বতী; বুদ্ধিমতী, ধীমতী—ধীমান, আয়ুষ্মতী. বর্ষীয়সী, গরীয়সী, লঘীয়সী; ধাত্রী, বক্তৃী, দ্রষ্ট্রী, রচয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী।

সাধারণ সঙ্কেত।

৯৩। সংস্কৃত উৎপন্ন অকারান্ত শব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মাধীন অর্থাৎ সংজ্ঞা হইলে স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় ঈ-কার বিশেষণে প্রায় আ-কার হয়।

আ-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ তৃতীয় নিয়মাধীন।

ই-কারান্ত শব্দ প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ, কখন কখন ঈ-কারান্ত ও হয় যথা শ্রেণি-শ্রেণী।

উ-কারান্ত শব্দ কখন কখন ঈ-কারান্ত বা ঊ-কারান্ত হয় নচেৎ সকল লিঙ্গে অভেদ থাকে যথা। সাধু-সাধ্বী; গুরু-গুর্ব্বী লঘু-লঘ্বী, তনু-তন্বী মৃদু-মৃদ্বী। এবং চঞ্চু বা চঞ্চূ কুরু-কুরূ।

ঋ-কারান্ত, ত-কারান্ত ন-কারান্ত ও স-কারান্ত অধিকাংশ তৃতীয় নিয়মে সিদ্ধ।

কতিপয় অনিয়ম দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা নিয়মাদি মধ্যে দেখ, এবং

বিদ্বন্—বিদুষী	শ্বন্—শুনী
যুবন্—যূনী	প্রাচ্—প্রাচী
নামন্—নাম্নী	রাজন্—রাজ্ঞী

যায় যথা কর্ত্তৃ-পক্ষ। সংস্কৃত শব্দ জ্ঞানের সুবিধার জন্য বিবিধ রূপ বহুতর শব্দ উপরে সন্নিবেশিত হইল; তদ্দৃষ্টে অন্যান্য প্রতীয়মান হইতে পারে।

বেথুন বালিকাবিদ্যালয়।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এদেশের সর্ব্বপ্রধান বেথুন

বালিকাবিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টী মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের যে প্রকার সুন্দর অট্টালিকা এবং ইহার শিক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে যেরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের মধ্যে এরূপ বালিকাবিদ্যালয় আর নাই। মহাত্মা বেথুন সাহেব এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত বহু ব্যয় ও শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই বিদ্যালয়টী বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন। ইহার ন্যায় প্রাচীন বালিকাবিদ্যালয়ও অতি অল্প আছে। কিন্তু ইহার অর্থ প্রভৃতি সকল বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধাসত্তেও ইহার শিক্ষোন্নতির বিবরণ সন্তোষকর শুনা যায় না। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছে, যে এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের ইহার শিক্ষা কার্য্যে (১,৪২,৭,৭৬,) এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শ ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে ৬০,০০০ ষাটি হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাটীর সংস্কার কার্য্যেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুদ্ধ ৩০টী মাত্র সাতআট বৎসর বয়স্কা বালিকার সামান্য শিক্ষা লাভ হইতেছে তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে। উক্ত পত্র আরো বলিয়াছে যে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়সভার সভ্যগণ এইরূপ শিক্ষাফলের জন্য যে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা বিবি মিস্ পিগটের প্রতি দোষার্পণ করিয়াছেন তাহা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার দোষে শিক্ষার ফল এরূপ হয় নাই। তিনি যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদকের দোষেই এইরূপ অনুন্নতি হইয়াছে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তিনি বলেন যে ছাত্রীদিগের নিকট হইতে বেতন গ্রহণের নিয়ম করায় এবং পরীক্ষান্তে বর্ষে বর্ষে তাহাদিগের উৎসাহার্থে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য এককালে স্থগিত হওয়ায় এবং অপর কতিপয় বিষয়ে সম্পাদকের নিতান্ত অমনোযোগ ও শৈথিল্য প্রকাশ পাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই বর্ত্তমান দুর্গতি হইয়াছে।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত মিস্ পিগটকে আমরা যে প্রকার যত্নবতী দেখিতে পাই তাহাতে তাঁহার ন্যায় বঙ্গবালাগণের হিতৈষিণী বিদেশীয়া স্ত্রীলোক প্রায় দেখা যায় না। অতএব তাঁহার অযত্নে যে বিদ্যালয়ের এরূপ অবস্থা হইয়াছে আমরাও তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। আমরা আরো এরূপ শুনিয়াছি যে বালিকাদিগের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় হইতে পশম, কাপড় ইত্যাদি নাপাওয়ায় তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের অর্থ দ্বারা যে সামান্য ফল লাভ হইতেছে যদি এই অর্থের প্রকৃত ব্যবহার হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত পত্র বলিয়াছে যে এ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষানুরাগী অনেক শিক্ষিত লোক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন, অতএব ঐ বিদ্যালয়ের প্রশস্ত অট্টালিকা এবং প্রচুর অর্থ ঐরূপ কার্য্যে যদি নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে বহুল পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ উন্নতি হইতে পারে। ফলতঃ মহাত্মা বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টীর দ্বারা যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার সম্যক উন্নতি হইতে পারে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের এবং ঐ বিদ্যালয়সভার মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত বাটী এবং আবশ্যক অর্থ অভাবে যখন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির মহৎ সঙ্কল্প সকল ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ অর্থের অপব্যয় দেখিলে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে দুঃখিত হইবেন।

বামাগণের রচনা।

ধন।

আমার এই ক্ষুদ্র পদ্য ও গদ্য গুলি আপনাদের পাঠের যোগ্য না হইলে ও লিখিতে বাধ্য হইলাম। যেমন ভেককুল নিজ নিজ স্বর পরীক্ষা না করিয়াও সাধারণের মনোরঞ্জন মানসে কেঁ কোঁ রব করিতে থাকে এ অধীনাও তদ্রূপ সাহস প্রকাশে সঙ্কুচিতা হইল না। হে গুণিগণ! আপনাদের দয়ালুতাদি গুণে যদি দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অবলা, সরলা ও কুলবালা বলিয়া সাহস প্রদান করেন তাহা হইলেই লেখনী ধারণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হই। এক্ষণে ধনের বিষয় কিছু লিখিতেছি পাঠক মহাশয়গণ তাচ্ছল্যভাবে পাঠ করিলে ও চির বাধিতা হইব।

কেন মন অকারণ কর ধন ধন।
জাননা যে সঙ্গে নাহি যাবে সেই ধন॥
ভয়ঙ্কর মৃত্যু আসি গ্রাসিবে যখন।
কোথা রবে অট্টালিকা কোথা রবে ধন।
ধনীলোক ধনে মত্ত দিবানিশি রয়।
পাপ কর্ম্ম করে সদা শঙ্কাকুল নয়॥
ধনীলোক মনে কভু সুখ নাহি পায়।
সর্ব্বদা উতলা মন পাছে ধন যায়॥
ধনীলোক করে আরো ধনের কামনা।
কিছুতে না পূর্ণ হয় মনের বাসনা॥
ধনে করে ধনীলোক কত অহঙ্কার।
মম তুল্য এজগতে কেবা আছে আর॥
ধর্ম্মের যে ভাব সেই কিছু নাহি জানে।
সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তা যিনি তাঁরে নাহি মানে।
ধনে হয় ধর্ম্ম নাশ শুন বলি মন।
অতএব ধনে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
ভাব সেই নিত্যধন যাতে হবে পার।
ওরে মন! ধন জন কিছু নহে সার॥

বিদ্যা।

হে ভগিনীগণ! তোমরা একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখ

দেখি, এই যে ভারত ভূমির পুত্রগণ কি প্রকার উন্নতি সাধনে যত্নবান হইতেছেন। এই পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষ উভয় বস্তুই একরূপ হইয়া একজন বিদ্যাবান্ ও গুণবান্ হইয়া সুশীলতা ও ভদ্রতা শিক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন আর এক জন হিংসা দ্বেষ ও পরনিন্দা প্রভৃতি কুক্রিয়ায় রত থাকিয়া কুৎসিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। হায়! আমাদিগের কি লজ্জা ভয় ও মানাপমানের প্রতি দৃষ্টি নাই যে সেইজন্য অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া কেবল কৃষ্ণপক্ষ নিশাকরের ন্যায় দিন দিন মলিনতা প্রাপ্ত হইতেছি! অনন্তর আমাদিগকে পুরুষেরা নিতান্ত অসভ্য বিবেচনা করিয়া এত অধিক তাচ্ছল্য প্রকাশ করেন ও মূর্খ বলিয়া কতই ঘৃণা করিতে থাকেন। ফলতঃ জগদীশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা লজ্জা ভয় ও চক্ষু কর্ণ সমুদয় প্রদান করিয়াছেন। তথাপি আমরা আপনাদিগের মঙ্গল কিরূপে হইবে তাহাতে ভুলেও একবার দৃষ্টিপাত করিতে চাহিনা। ইহাতে যে পুরুষ জাতিরা নীচস্বভাবা বিবেচনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি? অধুনা স্ত্রীজাতি অবিশ্বাসিনী নামে জগদ্বিখ্যাতা হইয়া কালযাপন করিতেছে। হে ভগিনীগণ! তোমাদিগকে পুরুষেরা এত অবিশ্বাসিনী বিবেচনা করেন যে কোন

গোপনীয় কথাই হউক আর অগোপনীয় কথাই হউক কদাচ বিশ্বাস করিয়া বলিতে সাহস করেন না। ফলতঃ স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী ও গুণবতী না হইলে কেবল ধনবতী ও রূপবতী হইলেই যে আদরণীয়া হইবে ইহা কখনই মনে করিওনা। হে কুলকামিনীগণ! তোমরা স্থির মনে একবার বিবেচনা করিয়া দেখ কি জন্য এমন অমূল্য বিদ্যা-ধনে বঞ্চিতা হইয়া কালযাপন করিতেছ? কি জন্যই বা আপনা-দের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ হই-তেছ? কি জন্যই বা পুরুষ জাতির নিকটে অপদস্থ হইয়া তাহাদের তোষামোদ করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছ? হে ভগিনীগণ! কি নিমিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান-হীনা হইয়া নীচপথগামিনী হই-তেছ? যদ্যপি জগদীশ্বর এরূপ অবস্থা করিয়া থাকেন তবে এস আমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি যাহাতে স্ত্রী পুরুষ সমতুল্য হইতে পারে। আর যদিস্যাৎ আপনাদের আজ্ঞান প্রযুক্ত ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে যাহাতে কুৎসিত কর্ম্মগুলি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাবতী হইতে পারি তাহারই চেষ্টা পাই।

ওগো সব কুলবতী,
হও সবে বিদ্যাবতী,
বিদ্যাহার যত্নে পর গলে।
বিদ্যা না থাকিলে পরে,
কেবা সমাদর করে,
অনাদরে প্রাণ যায় জ্বলে॥
পুরুষেতে মন্দ কয়,
মনে বড় লজ্জা হয়,
বলে সদা মূর্খ যত নারী।
কটু বাক্য কত সব,
হয়ে যেন আছি শব,
শব হয়ে সহিতে না পারি॥
আছ যত ভগ্নীগণ,
সবে হয়ে এক মন,
বিদ্যাধন উপার্জ্জন কর।
পাইবে কতই সুখ,
উজ্জ্বল হইবে মুখ,
সুনির্ম্মল থাকিবে অন্তর॥
স্বামী পুত্র বন্ধুগণ,
করিবে কত যতন,
রমণী রতন নাম হবে।
বিশ্বাস করিবে সবে,
অবিশ্বাস নাহি রবে,
লজ্জাহীনা আর নাহি কবে॥

পুরুষের বাক্যবাণ সহিতে না পারি।
কত বা সহিব ভাই হয়ে কুলনারী॥
কত লজ্জা পাই দেখ তাদের কথনে।
অপমানে অপমানী হয়ে আছি মনে॥
গ্রাহ্য নাহি করে তারা মনুষ্য বলিয়া।
উপহাস করে কত কামিনী হেরিয়া॥
কথায় কথায় বলে ওরা কিবা জানে।
মূর্খ জাতি বলে ভাই কেহ নাহি মানে॥
কত দিনে বিদ্যাবতী হবে যোষাকুল।
ফুটিবে কামিনী গাছে মনোহর ফুল॥
কত দিনে বিদ্যা পুষ্প বিকসিত হবে।
কত দিনে কামিনীকে নিষ্কলঙ্কী কবে॥

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি,
বর্দ্ধমান।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 172, Bow-Bazar.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যা এবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৪ সংখ্যা। | মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৪। | ৩য় ভাগ।

শারীরিক ক্রিয়া।

রক্ত সঞ্চলন ও নিশ্বাস প্রশ্বাস।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিনী নাড়ীগণ রক্তসঞ্চালনের প্রধান যন্ত্র। হৃৎপিণ্ড আমাদের বক্ষো-গহ্বরের মধ্যে অল্প বামভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ বামস্তনের উপর যেখানে হস্ত দিলে স্পন্দন অনুভব হয় (অর্থাৎ ধক্ ধক্ করে) এবং কর্ণদিলে ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় টুক্ টুক্ শব্দ শ্রুত হওয়া যায়। হৃৎপিণ্ড এক মাংসময় স্থলী মাত্র; ইহাতে রক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ড প্রথমতঃ বাম ও দক্ষিণ দুই অংশে বিভক্ত এবং সেই এক এক অংশ আবার ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বামভাগে বিশুদ্ধ ও দক্ষিণ ভাগে অবিশুদ্ধ রক্ত থাকে। হৃদয়ের ঊর্দ্ধ অংশদ্বয়কে হৃৎকর্ণ ও অধঃস্থ অংশদ্বয়কে ঐরূপ হৃদুদর কহে। হৃৎপিণ্ডের এই অংশ চতুষ্টয় রক্ত থাকিবার এক এক প্রকোষ্ট স্বরূপ।

রক্ত প্রথমতঃ বাম হৃদুদর হইতে বৃহৎ ধমনী দিয়া শরীরস্থ সমস্ত ধমনীপথে সঞ্চালিত হয়। বৃহৎ ধমনী হৃৎপিণ্ডের বাম উদর হইতে

উৎপন্ন হইয়া বিবিধ শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত ও ক্রমে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হইয়াছে। প্রথমে বৃহৎ ধমনী ও পরে অন্যান্য সমস্ত ধমনী-শাখা প্রশাখা দিয়া শরীরের সর্ব্বত্র গতি করে। ঐ ধমনী যখন ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া সর্ব্বশেষে কেশবৎ সূক্ষ্মতম আকার ধারণ করে; তখন তাহাকে কৈশিকা বা কৈশিক নাড়ী বলে। কৈশিকাসকল হইতে পুনরায় শিরাসকল উৎপন্ন ও ক্রমে স্থূল হইয়া পরিশেষে দুই বৃহৎ শিরায় পরিণত হয়। তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে ঊর্দ্ধ ও অধঃ-শিরা বলে। উক্ত দুই শিরা দক্ষিণ হৃৎকর্ণে শেষ হইয়াছে।

বাম ঋতুদর হইতে বিশুদ্ধ লোহিতবর্ণ শোণিত ধমনীপথে আসিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানের পুষ্টি সাধন করে। ক্রমে আঙ্গারিক পদার্থ সহযোগে দূষিত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। এবং এই অশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ রক্ত ধমনী হইতে শিরা পথে আসিয়া হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ শরীরের ঊর্দ্ধভাগের অবিশুদ্ধ রক্ত ঊর্দ্ধ শিরা দ্বারা এবং অধোভাগের দূষিত মলিন রক্ত অধঃ শিরা দ্বারা দক্ষিণ হৃৎকর্ণে সঞ্চিত হয়। দক্ষিণ হৃৎকর্ণ ও ঋতুদরের মধ্যে একটী দ্বার থাকাতে ঐ রক্ত দক্ষিণ কর্ণ হইতে উদরে আইসে এবং উক্ত দ্বারে ত্রিকপাট থাকাতে ঐ রক্ত উদর হইতে কর্ণে যাইতে পারে না। দক্ষিণ উদর হইতে ফুস্ফুসীয় ধমনী দ্বারা ঐ বিকৃত শোণিত বিশোধনার্থ ফুস্ফুসে আইসে।

ফুস্ফুস স্বর্ণকারদিগের ভস্ত্রা অর্থাৎ যাঁতার ন্যায় এক নিশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র। তাহা নিশ্বাস-গৃহীত-বায়ুদ্বারা স্ফীত ও প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু ত্যক্ত হইলে সঙ্কুচিত হয়। সামান্য বায়ুতে অম্লজান নামক যে বায়ু আছে তাহা আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এমন কি ইহাকে প্রাণবায়ু বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর অঙ্গারাম্ল নামে এক বায়ু আছে তাহা আমাদের সাতিশয় অনিষ্টকর ও জীবন নাশক, এমন কি যদি আমাদের শরীরে অল্পমাত্র অম্লজান বায়ু না থাকে তবে তৎক্ষণাৎ আমাদের মৃত্যু হইতে পারে। অথবা অধিক পরিমাণে অঙ্গারাম্ল বায়ু আমাদের শরীরস্থ হইলেও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটনার সম্ভাবনা।

দিবাভাগে অঙ্গারাম্ল বায়ু ও রাত্রিকালে অম্লজান বায়ু* বৃক্ষগণের বিশিষ্ট উপকারী, তাহারা দিবা ভাগে অম্লজান বায়ু পরিত্যাগ ও অপর বায়ু আকর্ষণ করে এবং রাত্রিকালে অঙ্গারাম্ল বায়ু পরিত্যাগ ও অম্লজান বায়ু গ্রহণ করে। এই জন্য দিবাভাগে সুশীতল তরুতল সাতিশয় সুখসেব্য বোধ হয়। এবং পূর্ব্বতন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ রাত্রিকালে বৃক্ষতলে বাস করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় পুরাকালীন পণ্ডিতেরাও বলিয়াছেন যে 'রাত্রৌ চ বৃক্ষমূলাদি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ' ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় তাঁহারাও উপরোক্ত সত্য অবগত ছিলেন।

নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অঙ্গারাম্ল বায়ু বিদূরিত ও অম্লজান বায়ু সমাগত, দূষিত রক্ত সংস্কৃত ও বিশোধিত এবং শারীরিক উষ্ণতা উৎপন্ন হয়। নিশ্বাস দ্বারা আমাদের শরীরে অম্লজান বায়ু প্রবিষ্ট এবং প্রশ্বাস দ্বারা অঙ্গারাম্ল বায়ু দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়। এজন্য প্রশ্বাস বায়ু অনিষ্টকর বলিয়া কাহারও গায় লাগিলে সে পুনরায় টানিয়া লইতে কহে। হৃৎপিণ্ড হইতে অশুদ্ধ রক্ত যৎকালে ফুস্ফুসে যায় ও যৎকালে নিশ্বাস-গৃহীত অম্লজান বায়ু বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হয় তৎকালে উক্ত রক্তস্থ অঙ্গারাম্ল বায়ু ও বায়ুকোষস্থিত অম্লজান বায়ু সহযোগে রাসায়নিক সংযোগ বশতঃ উভয়ে দগ্ধ হইয়া এক উত্তাপ উদ্ভূত হয়, ইহাকেই দৈহিক উষ্ণতা কহে।

রক্ত এইরূপে সংশোধিত হইয়া ফুস্ফুস হইতে ফুস্ফুসীয় শিরা চতুষ্টয় দ্বারা পুনর্ব্বার হৃৎপিণ্ডের বাম কর্ণে আগত হয় এবং বামকর্ণ ও বামোদরের মধ্যে যে পথ আছে তাহা দিয়া উক্ত শোধিত শোণিত বামোদরে আইসে ঐ পথে দ্বিকপাট নামে এক আবরণ থাকায় বামো-

*অম্লজান বায়ুদ্বারা যেমন আমাদের জীবন রক্ষিত ও অঙ্গারাম্ল বায়ু দ্বারা তাহা বিনষ্ট হয় সেইরূপ প্রথমোক্তবায়ু দ্বারা দীপশিখা প্রজ্বলিত ও দ্বিতীয়োক্ত বায়ু দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত হয়।

দরের রক্ত বাম কর্ণে যাইতে পারে না। বামোদর হইতে বিশুদ্ধ রক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ পুনর্ব্বার বৃহদ্ধমনী ও পরে তাহার শাখা প্রশাখা দ্বারা সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হওতঃ শারীরিক পুষ্টিসাধন করে।

উপরে যেরূপ বর্ণিত হইল তদ্দারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সমস্ত ধমনী দ্বারা বিশুদ্ধ রক্ত ও সমস্ত শিরা দ্বারা অবিশুদ্ধ রক্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। কেবল ফুস্ফুসীয় ধমনী ও শিরাতে ইহার বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ উক্ত ধমনী ও শিরাতে যথাক্রমে অবিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ শোণিত সঞ্চালিত হয়।

প্রাণি বিদ্যা।

স্তনধারী।

দ্বিভুজ।

(৬৫২ পৃষ্ঠার পর)

জীবের মধ্যে মনুষ্যই কেবল দ্বিভুজ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মনুষ্যত্ব স্বীয় উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বলে অপরাপর সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অধুনা তাহার জাতিভেদ, শারীরিক-প্রকৃতি প্রভৃতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। অন্যান্য জন্তুর ন্যায় দেশভেদে মনুষ্যের প্রকৃতি ভেদ হইয়াছে। ইউরোপ, উত্তর আফরিকা, এবং আসিয়ার পশ্চিম প্রদেশস্থ মনুষ্যমাত্রই শুভ্রচর্ম্ম বা শ্বেতবর্ণ; মুখ অণ্ডাকার সুগঠিত, দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মস্তক গোল। সকল সভ্য জাতিই এই শ্রেণির অন্তর্গত; যথা-হিন্দু, রোমীয়, গ্রীক, য়িহুদী, আরব, পারসী ও ইউরোপীয় সকল জাতি। ইহাদিগকে কাকেশীয় জাতি কহে।

২। মঙ্গলীয় জাতির দীর্ঘ চিবুক, প্রশস্ত মুখ ও মস্তক, ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু, গৌরবর্ণ, সরল শ্যামল কুন্তল, অল্প শ্মশ্রু। আসিয়ার উত্তর ও

পূর্ব্ব প্রদেশস্থ লোক এবং ইউরোপের লাপলাণ্ড, ফিন্‌লাণ্ড, হাঙ্গেরী ও আমেরিকার সর্ব্ব উত্তর দেশ নিবাসীরা এই জাত্যন্তর্গত।

৩। মালয় জাতি--মঙ্গলীয়দিগের ন্যায়। ইহারা মালয়া উপদ্বীপ ও পূর্ব্বভারত-দ্বীপ-পুঞ্জে বাস করে।

৪। ইথিয়পীয় জাতির ললাট, নাভি, নাসিকা প্রশস্ত, ওষ্ঠ স্থূল, কেশ অমসৃণ। ইহারা অধিকাংশ আফরিকা নিবাসী। কেহ২ অষ্ট্রেলিয়া পোলানেসিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও অবস্থিতি করিয়া থাকে।

৫। আমেরিক জাতি-আমেরিকা মহাপ্রদেশে বাস করে। তাহাদিগের বক্রাগ্র নাসা, উচ্চ ললাট, এবং তাম্র বর্ণ।

এই পঞ্চ প্রকার মনুষ্য মধ্যে কাকেশীয় জাতিই বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প নৈপুণ্য প্রভৃতিতে সর্ব্বাগ্রগণ্য; সভ্যতা এবং সৌন্দর্য্যে ও ইহাদিগকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি।

মনুষ্য সাধারণতঃ পাঁচ বা ছয় ফিট পর্য্যন্ত উচচ হইয়া থাকে। ইহারা অপরাপর জন্তুদিগের অনুরূপ উন্নতভাবে সঞ্চলন করে। মনুষ্যের শৈশবাবস্থা অপরাপর জন্তুর অপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী, বিংশতি বর্ষ অতিক্রম না করিলে তিনি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন না। অধুনাতন মনুষ্যমাত্র অশীতি বা নবতি বর্ষের অধিক কাল জীবিত থাকে না, কিন্তু এরূপ শ্রুত হওয়া যায়, পূর্ব্বকালের মনুষ্যেরা সহস্রবর্ষায়ুঃ প্রাপ্ত হইত। এখন ও অনেক শতবর্ষায়ু ব্যক্তি দেখা গিয়া থাকে।

মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র বৃহৎ কতিপয় অস্থিরাজির উপরে রচিত হইয়াছে। ঐ অস্থিরাজিকে কঙ্কাল কহে। সর্ব্ব সমষ্টিতে মনুষ্য দেহে ২৪৮ খানি অস্থি আছে, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যোপযোগীরূপে রচিত হইয়াছে। অস্থিসকল এক প্রকার চূর্ণময় এবং জান্তবপদার্থে গঠিত হইয়াছে। মনুষ্য দেহে কতকগুলি মাংস নির্ম্মিত রজ্জু ইতস্ততঃ বিস্তৃত আছে তাহাদিগকে "মাংসপেশীপুঞ্জ" কহা যায়। মাংস-

পেশী-পুঞ্জ সঙ্কুচিত এবং বিস্তৃত করা যায় এবং তাহাদিগকে যত অধিক চালনা করা হয় তাহারা ততই স্থূল ও সবল হয়; ইহাতেই শরীর বলিষ্ঠ হয়। আর কতিপয় মাংসপেশী আছে তাহাদিগকে আমরা ইচ্ছামত চালনা করিতে পারি না। তাহারা আমাদিগের কি নিদ্রিত কি জাগ্রত সকল অবস্থাতেই রক্তসঞ্চলন ও খাদ্য পরিপাক করণ কার্য্যে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহাদিগকে "অনিচ্ছাধীন-মাংসপেশী" বলা যায়। তাহারা সেই রচয়িতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছে।

মানবদেহে আর কতিপয় শিরা আছে তাহাদিগকে স্নায়ু কহে। উহারা মস্তিষ্ক ও চর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞান কার্য্যে সাহায্য করে। ঐ সমস্ত স্নায়ু, মস্তিষ্ক এবং মর্ম্ম একত্রে স্নায়বপুঞ্জ বলিয়া বিখ্যাত আছে। যে সকল স্নায়ু দ্বারা ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মে তাহারা মস্তিষ্কের সহিত সংস্পৃষ্ট আছে; এবং যদ্দ্বারা হস্ত, পদাদির চালনা হয় তাহারা মেরুদণ্ডস্থিত মর্ম্মের সহিত সংযুক্ত আছে।

মস্তকের করোটী মধ্যে যে স্নেহময় সূত্রাকার পদার্থ আছে তাহাকেই মস্তিষ্ক বলা যায়। ইহাকে বৃহন্মস্তিষ্ক এবং উহার পশ্চাদ্ভাগে যে একটুকু ক্ষুদ্র অংশ আছে তাহাকে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক শব্দে বাচ্য করা যায়; এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক পুনর্ব্বার কসেরু মধ্যে সূত্রাকারে প্রবিষ্ট হইয়া মজ্জাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকলই আমাদিগের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করে বলিয়া জগদীশ্বর তাহাদিগকে অতিশয় যত্নের সহিত সুরক্ষিত করিয়াছেন। মস্তিষ্ক দূরে থাকুক মজ্জাতে একটী সূচিকাগ্র সংস্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ যে মৃত্যু হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত স্নায়ুদিগের সাহায্যে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ, স্পর্শন এই পাঁচপ্রকার ইন্দ্রিয়-জ্ঞান জন্মে। অর্থাৎ তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের সহিত পরস্পর সংযোগ রাখিয়া জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন করে। ইহা পরে বিস্তারিত করিয়া বলা হইতেছে; যথা

দর্শন, চক্ষু দ্বারা সম্পন্ন হয়। অক্ষি মধ্যে যে একটী পিণ্ড আছে তাহার নাম নেত্র পিণ্ড। নেত্রপিণ্ডের অগ্রভাগ স্বচ্ছ এবং তাহাকে নেত্রমণি কহে। নেত্রপিণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে একখানি জালবৎ ত্বক আছে তাহাকে নেত্রমুকুর বলা যায়। কোন দৃষ্ট বস্তুর প্রতিচ্ছায়া নেত্রমণি দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া ঐ নেত্রমুকুরের উপর প্রতিভাত হয়। ঐ নেত্রমুকুরখানি বিস্তৃত স্নায়ু মাত্র সুতরাং তদুপরি প্রতিচ্ছায়া পতিত হইবা মাত্র মস্তিষ্কে নীত হইয়া দর্শন জ্ঞান হয়।

শ্রবণ ঐ রূপ একটী স্নায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমাদিগের কর্ণকুহরের মধ্যদেশে পটহের ন্যায় একখানি ত্বক আছে, শব্দ সকল ঐ পটহের উপর আঘাত করিয়া তাহাকে ও তল্লগ্ন স্নায়ু কম্পিত করায় ঐ শব্দ মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তাহাতেই শ্রবণ জ্ঞান জন্মে।

আস্বাদন, রসনোপরিস্থ কতিপয় স্নায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। জিহ্বার উপরে যে ছিদ্রাবলী দৃষ্ট হয় খাদ্যদ্রব্যের রস তন্মধ্য দিয়া উক্ত স্নায়ুর সহিত স্পর্শ হওয়ায় রসন জ্ঞান হয়।

আঘ্রাণ নাসারন্ধ্রের মধ্যস্থিত স্নায়ু সহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্পর্শন, সর্ব্বগাত্রে যে সমস্ত স্নায়ু বিস্তৃত আছে তদ্দ্বারাই সম্পন্ন হয়, বিশেষতঃ অঙ্গুলির অগ্রভাগে যেরূপ প্রবল, এমন আর কোথাও নহে। জগদীশ্বর ঐ স্পর্শেন্দ্রিয়কে এমনি প্রবল করিয়া দিয়াছেন যে তাহাদিগকে বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত রাখিলেও স্পর্শজ্ঞান হয়।

রক্তসঞ্চলন প্রণালী। রক্তকে তনুরস বলিয়া উক্তকরা হইয়াছে। উহা কতিপয় শিরা সহকারে সর্ব্ব শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। হৃদয়ই রক্তের আধারস্থান; উহা চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; দুইটী বামভাগে, দুইটী দক্ষিণে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে বামান্তর্গৃহ ও দক্ষিণান্তর্গৃহ শব্দে বাচ্য করা যায়। হৃদয় বক্ষবীবর মধ্যে সংস্থাপিত। ঐ বক্ষবীবরের দুই বিভাগ। তাহাদের মধ্যেদেশ দিয়া খাদ্যনালী প্রবাহিত হইয়া উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ বিভাগদ্বয়ের বামবিভাগমধ্যে হৃদয় ও বায়বাধারের একাংশ স্থাপিত; দক্ষিণ বিভাগে কেবল বায়বাধারের অপরাংশ আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে হৃদয়ের

চারিটী প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে দুইটী বামান্তর্গৃহ এবং দুইটী দক্ষিণান্তর্গৃহ। বামান্তর্গৃহদ্বয় মধ্যের ও একটী বামদিগে এবং অপরটী দক্ষিণে; আমরা বাম-বামান্তর্গৃহকে প্রথম-প্রকোষ্ট এবং দক্ষিণ-বামান্তর্গৃহকে দ্বিতীয়-প্রকোষ্ঠ কহিলাম। সেইরূপে দক্ষিণান্তর্গৃহদ্বয়কে বাম-দক্ষিণান্তর্গৃহ বা প্রথম-দক্ষিণান্তর্গৃহ, এবং দক্ষিণ-দক্ষিণান্তর্গৃহ বা দ্বিতীয়-দক্ষিণান্তর্গৃহ বলিয়া উক্ত করা হইল। প্রথম দক্ষিণান্তর্গৃহ সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত প্রবাহিকা মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তৎকর্ত্তৃক সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া আবাহিকা নামক শিরা সমূহে গমন করে ও তৎকর্ত্তৃক দ্বিতীয় বামান্তর্গৃহে নীত হয় এবং তথা হইতে দ্বিতীয় দক্ষিণান্তর্গৃহে প্রবেশ করিলে পর প্রথম সঞ্চলনক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পরে ঐ দ্বিতীয় দক্ষিণান্তর্গৃহস্থিত শোণিত প্রবাহিকা দ্বারা বায়বাধারে চালিত হইলে পর তথায় কিয়ৎক্ষণ সঞ্চলন করিয়া আবাহিকাপুঞ্জ দ্বারা প্রথম বামান্তর্গৃহে, অতঃপর পুনর্ব্বার সেই প্রথম-দক্ষিণান্তর্গৃহে প্রবেশ করে, ইহাকে দ্বিতীয় সঞ্চলন ক্রিয়া বলা যায়। এইরূপে আজীবন সঞ্চলন ক্রিয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শরীরে ১২ সের হইতে ১৫ সের পর্য্যন্ত শোণিত থাকে। বায়বাধারকে শ্বসনেন্দ্রিয় বলা যায়। উহা সচ্ছিদ্র এবং স্থিতিস্থাপক, আমারা মুখ বা নাসিকা দ্বারা যে বায়ু আকর্ষণ করি তাহা প্রথমতঃ বায়ুনালীতে প্রবেশ করে। বায়ুনালীটী কণ্ঠনিম্নে, দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াও দুই বায়বাধারে প্রবেশ করিয়া বহু সংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালীতে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালীগুলিন বায়বাধারের মধ্য দিয়া রক্তনালী সমূহের সহিত যোগ হওয়ায় তদ্গত অম্লজন বায়ু দ্বারা রক্তনালীস্থিত শোণিত বিশুদ্ধ ও অম্লজন-মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে প্রত্যাগমন করে এবং তথা হইতে সমুদায় গাত্রে প্রবাহিকা দ্বারা চালিত হয়। ঐ অম্লজন বায়ু আমাদিগের শরীরের পরম পুষ্টি-সাধক বস্তু, উহা ব্যতীত আমরা কখনই জীবিত থাকিতে পারি না, তন্নিমিত্ত সেই কৃপাপূর্ণ-পুরুষ আকাশকে হিতকর অম্লজন-পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার করুণা গণনা করা যায় না; আমরা কি তাঁহার করুণারাশি উপভোগ করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব? কৃতজ্ঞতা বৃত্তিকে অসাড় করিয়া রাখিব।

পচন যন্ত্র। উদর ও অন্ত্র এই দুই পচনযন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। ইহারা শ্বসনেন্দ্রিয় হইতে একটী মাংশপেশী দ্বারা বিযুক্ত হইয়াছে তাহাকে 'মধ্যপেশী" বলা যায়। চর্ব্বিত খাদ্য খাদ্যনালী দিয়া জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলে "উদররস" নামক একপ্রকার পাচকরস দ্বারা দ্রবীভূত শুক্ল-ঘন-তরল রূপ ধারণ করে এবং তৎপরে অন্ত্রী মধ্যে গমন করে। তথায় পিত্ত নামক যকৃৎরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। এই তরল অবস্থায় পাকনালী দিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিশেষে বায়বাধারস্থিত শোণিতের সহিত বিমিশ্র হয়। এইরূপে শোণিত উৎপন্ন হয়। জঠরস্থিত যে খাদ্যাংশ ঐ পাচকরস দ্বারা সুপাক না হয় তাহা অন্ত্রী মধ্য দিয়া স্নায়ু ও পায়ু এই দুই নাড়ী সহকারে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। লোকে সামান্যতঃ যাহাকে জঠরানল কহে তাহা বস্তুতঃ কোন অগ্নি নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত জলরূপী অগ্নি (পাচক রস) উহা জলীয় পদার্থ হইয়াও অগ্নির কার্য্য করে। জগদীশ্বরের কার্য্যই অচিন্ত্য। তিনি জলকে অগ্নিগুণ প্রদান করিবেন তাহার বিচিত্র কি?

'জীব শরীর কি পরিপাটী শিল্প-কার্য্য' আমরা যেন সাধ্যমত ইহার রক্ষণে যত্নবান হই, যেন উপযুক্ত অশন, বসন ব্যায়াম বিশ্রাম দ্বারা শরীরকে স্বচ্ছন্দ রাখিতে অবহেলা করত স্রষ্টার অখণ্ড নিয়ম লঙ্ঘন না করি।

'মনুষ্যের মন কি নিগূঢ় কৌশল' উহা বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে ভূষিত হইয়াছে আমরা যেন সেই গৌরব রক্ষা করিতে পারি। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিকে আমাদিগের মনের অধিপতি করিয়া অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তাহার নিকট সমর্পণ করিলে আমরা সেই কৌশল রক্ষা করিতে পারি। নতুবা আমাদিগের দুরবস্থার অবধি নাই।

ধাত্রী বিদ্যা।

(পৃষ্ঠার পর)

ধাত্রীর কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মাধীন হইয়া শিশু জরায়ু মধ্যে যে প্রকারে দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে ধাত্রীদিগের কোন বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু যে কিছু যৎসামান্য কার্য্য আছে, তাহাতে আবার অনভিজ্ঞ থাকিলে ভয়ানক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কি ধাত্রীর দোষে প্রসূতির ও শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে।

প্রসব বেদনার সূত্রপাত হইলে প্রায় ধাত্রীদিগকে ডাকা হয়। যে অবস্থায় কেন তাহাদিগকে ডাকা হউক না, তৎক্ষণাৎ প্রসূতির গৃহে ধাত্রির গমন করা উচিত; কে জানে বিলম্ব হইলে পাছে শিশু বা প্রসূতির কোন বিপদ ঘটে। নানা দেশের বিজ্ঞ ধাত্রীরা প্রসবের উপযোগী অস্ত্র, ঔষধ সঙ্গে লইয়া যান। যদি দূর দেশে গমন করিতে হয়, তবেই প্রসবের সমুদয় উপাদান সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিধেয়, নতুবা সকল প্রকার উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিধেয় নহে, কারণ সঙ্গে থাকিলে অসময়েও সেই সকল ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় এবং অনেকে ইচ্ছা দমন করিতে না পারিয়া ব্যবহারও করিয়া থাকেন, এজন্য প্রথমতঃ কেবল ছুরী (বেলকার), স্ত্রীমূত্র সলাকা বক্ষবীক্ষণ যন্ত্র, কাঁচি, রেশম ফিতে সঙ্গে লওয়াই শ্রেয়।

এদেশের ধাত্রীরা নিতান্ত মূর্খ বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারে না, সুতরাং সঙ্গে লইয়াও যায় না। প্রসূতির গৃহে যাইবার পূর্ব্বে অঙ্গুলীর নখ সমুদয় উত্তম রূপ পরিষ্কার করিয়া কাটা আবশ্যক; এবং প্রসূতির নিকট যাইবার সময় পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র একখান ধোয়া বস্ত্র পরিধান করা উচিত।

১ম অবস্থা।

১ম। প্রসূতিকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা বিধেয় নহে; কিন্তু এককালে পরীক্ষা ত্যাগও উচিত নহে।

২য়। যাহাতে প্রসূতির মল, মূত্র পরিষ্কার থাকে, গৃহে গোলমাল না থাকে ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হয়, সেরূপ উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩য়। যাহাতে প্রসূতির মন নিস্তেজ না হয় এরূপ ভাবে কথোপকথন করা উচিত।

৪র্থ। মধ্যে মধ্যে প্রসূতিকে আহার দেওয়া উচিত; কোন প্রকার ঔষধ সেবন বিধেয় নহে।

৫ম। প্রসূতিকে একস্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে।

প্রসূতির গৃহে ধাত্রী উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রসবের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না; তাহার নিকট বসিয়া এরূপ ভাবে কথোপকথন করিবেন, যাহাতে তাঁহার ভয়ের উদ্রেক না হইয়া বরং প্রফুল্লতা হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পরিচারিকার নিকট হইতে প্রসব বেদনার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। যদি ধাত্রী প্রসব বেদনার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া প্রসূতির নিকট থাকা অনাবশ্যক মনে করেন, অর্থাৎ যদি প্রসব হইতে বিলম্ব থাকে তবে তিনি নিজ গৃহে গমন করিতে পারেন বা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করিতে পারেন।

প্রসূতির নিকট গমন করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধাত্রীর জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

১ম। প্রসূতি গর্ভবতী কি না?
২য়। যথার্থ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে কি না?
৩য়। প্রসবের উপযুক্ত সময় হইয়াছে কি না?
৪র্থ। প্রসবের কোন্ অবস্থা ও বেদনার গতি কিরূপ।
৫ম। জরায়ু মুখ বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের দ্বারের অবস্থা কিরূপ?
৬ষ্ঠ। প্রসব বেদনা হেতু কোন কষ্ট হইতেছে কি না?
৬ম। শিশুর অগ্রে কোন অঙ্গ নির্গত হইবে? মস্তক, কি হস্ত কি পদ।

ধাত্রী বিদ্যা।

(পৃষ্ঠার পর)

ধাত্রীর কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মাধীন হইয়া শিশু জরায়ু মধ্যে যে প্রকারে দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাতে ধাত্রীদিগের কোন বিশেষ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু যে কিছু যৎসামান্য কার্য্য আছে, তাহাতে আবার অনভিজ্ঞ থাকিলে ভয়ানক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কি ধাত্রীর দোষে প্রসূতির ও শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে।

প্রসব বেদনার সূত্রপাত হইলে প্রায় ধাত্রীদিগকে ডাকা হয়। যে অবস্থায় কেন তাহাদিগকে ডাকা হউক না, তৎক্ষণাৎ প্রসূতির গৃহে ধাত্রির গমন করা উচিত; কে জানে বিলম্ব হইলে পাছে শিশু বা প্রসূতির কোন বিপদ ঘটে। নানা দেশের বিজ্ঞ ধাত্রীরা প্রসবের উপযোগী অস্ত্র, ঔষধ সঙ্গে লইয়া যান। যদি দূর দেশে গমন করিতে হয়, তবেই প্রসবের সমুদয় উপাদান সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিধেয়, নতুবা সকল প্রকার উপকরণ সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিধেয় নহে, কারণ সঙ্গে থাকিলে অসময়েও সেই সকল ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হয় এবং অনেকে ইচ্ছা দমন করিতে না পারিয়া ব্যবহারও করিয়া থাকেন, এজন্য প্রথমতঃ কেবল ছুরী (বেলকার), স্ত্রীমূত্র সলাকা বক্ষবীক্ষণ যন্ত্র, কাঁচি, রেশম ফিতে সঙ্গে লওয়াই শ্রেয়।

এদেশের ধাত্রীরা নিতান্ত মূর্খ বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের প্রয়োজন বুঝিতে পারে না, সুতরাং সঙ্গে লইয়াও যায় না। প্রসূতির গৃহে যাইবার পূর্ব্বে অঙ্গুলীর নখ সমুদয় উত্তম রূপ পরিষ্কার করিয়া কাটা আবশ্যক; এবং প্রসূতির নিকট যাইবার সময় পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র একখান ধোয়া বস্ত্র পরিধান করা উচিত।

১ম অবস্থা।

১ম। প্রসূতিকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা বিধেয় নহে; কিন্তু এককালে পরীক্ষা ত্যাগও উচিত নহে।

২য়। যাহাতে প্রসূতির মল, মূত্র পরিষ্কার থাকে, গৃহে গোলমাল না থাকে ও বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হয়, সেরূপ উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩য়। যাহাতে প্রসূতির মন নিস্তেজ না হয় এরূপ ভাবে কথোপকথন করা উচিত।

৪র্থ। মধ্যে মধ্যে প্রসূতিকে আহার দেওয়া উচিত; কোন প্রকার ঔষধ সেবন বিধেয় নহে।

৫ম। প্রসূতিকে একস্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে।

প্রসূতির গৃহে, ধাত্রী উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রসবের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না; তাহার নিকট বসিয়া এরূপ ভাবে কথোপকথন করিবেন, যাহাতে তাঁহার ভয়ের উদ্রেক না হইয়া বরং প্রফুল্লতা হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পরিচারিকার নিকট হইতে প্রসব বেদনার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইবেন। যদি ধাত্রী প্রসব বেদনার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া প্রসূতির নিকট থাকা অনাবশ্যক মনে করেন, অর্থাৎ যদি প্রসব হইতে বিলম্ব থাকে তবে তিনি নিজ গৃহে গমন করিতে পারেন বা স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করিতে পারেন।

প্রসূতির নিকট গমন করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধাত্রীর জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

১ম। প্রসূতি গর্ভবতী কি না?
২য়। যথার্থ প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়াছে কি না?
৩য়। প্রসবের উপযুক্ত সময় হইয়াছে কি না?
৪র্থ। প্রসবের কোন্ অবস্থা ও বেদনার গতি কিরূপ।
৫ম। জরায়ু মুখ বাহ্য জনন ইন্দ্রিয়ের দ্বারের অবস্থা কিরূপ?
৬ষ্ঠ। প্রসব বেদনা হেতু কোন কষ্ট হইতেছে কি না?
৬ম। শিশুর অগ্রে কোন অঙ্গ নির্গত হইবে? মস্তক, কি হস্ত কি পদ।

৮ম। কি প্রকার ভাবে শিশু জরায়ু মধ্যে আছে?

৯ম। শিশুর আকার কত বড়?

১০ম। প্রসূতির বস্তিদেশের অস্থি ও শিশুর মস্তকের তারতম্য।

১১। গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ডের স্থান নির্ণয় করা।

১২। পেটের আকার ও পরিমাণ।

শেষোক্ত দুইটী বিষয় জ্ঞাত হইবার জন্য অভ্যন্তর ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করিতে হয় না, প্রসূতির পেটের উপর বক্ষঃবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শিশুর হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনা যায়।

উল্লিখিত আর আর সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অভ্যন্তর ইন্দ্রিয় পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়—যদি প্রসূতি পরীক্ষা করাইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তবে অগ্রে তাঁহাকে পরীক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবে; প্রসূতি সম্মত হইলে পরীক্ষা করা বিধেয়।

(ক্রমশঃ)

চীনদেশীয় স্ত্রীজাতি।

চীনদেশীয় স্ত্রীজাতির অবস্থা অনেকদূর আমাদের দেশের ন্যায়। পরাধীনতা অর্থাৎ পুরুষদিগের অধীনতা আমাদের দেশে যেমন স্ত্রীজাতির অমঙ্গল সাধন করিতেছে চীনদেশেও সেইরূপ। চীনদেশের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত একত্র উপবেশন করিতে পারে না, গৃহকর্ম্মে তাহাদের মত গ্রাহ্য হয় না, এবং দেব মন্দিরে যাইয়া তাহারা আরাধনা করিতে পায় না। ধর্ম্ম হইতে তাহারা একবারে বঞ্চিত! পরিশ্রম, অল্পাহার, মিতব্যয়, মিতভাষ, গোপন বাস, আজ্ঞাধীনতা এবং সহিষ্ণুতা তাহাদের চিরজীবনের কার্য্য।

যদিও অনাহারে বা রক্তপাত হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়; তথাপি ঐ কষ্টের বিষয় আবেদন করিবার ক্ষমতা নাই। চীনদেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি আর একটী ভয়ানক অত্যাচার করা হইয়া থাকে। তাহাদের উচ্চশ্রেণীর

স্ত্রীগণের পদদ্বয় শৈশবাবস্থা হইতেই আকুঞ্চিত করিয়া দেওয়া হয়। বোধ হয় পুরুষদিগের অত্যাচারেই এই আশ্চর্য্য ব্যাপারটীর সূত্রপাত হইয়াছে। পুরুষদের সম্পূর্ণ ইচ্ছা যে স্ত্রীগণ গৃহপ্রাচীরের বহির্ভাগে না যায় এবং তজ্জন্য তাহারা ঐ অঙ্গ বৈকল্য করিবার রীতিটীকে এত সমাদর করিয়া থাকে। চীন স্ত্রীদের পদদ্বয়ই কেবল সঙ্কুচিত নহে তাহাদের মনকে অধিকতররূপে সঙ্কুচিত করা হয়। ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীদিগকে কেবল গুরুজনের আজ্ঞাধীনতা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ লিখন ও পঠন শিক্ষিত হয়। সামান্য স্ত্রীরা কেবল সূচীকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম, গৃহকর্ম্ম, কৃষিকর্ম্ম, এবং কেহ কেহ সংগীত শিক্ষা করে। তাহারা প্রায়ই বিদ্যা শিক্ষা করে না।

চীনদেশের বিবাহ রীতি ও আমাদের দেশের ন্যায়। তথায় স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের পরিচয় বা প্রণয় হইয়া বিবাহ হয় না। একজন ঘটক মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়পক্ষের কর্ত্তৃগণকে সমস্ত বিষয় অবগত করে এবং ঐ কর্ত্তৃপক্ষের মত হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বরকন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরকে দেখিতে পায় না। কন্যাটী রূপবতী হইলেই বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। ক্ষুদ্র পদ, পাণ্ডুবর্ণ এবং সূক্ষ্ম শ্রোণী ইহাই শ্রেষ্ঠ রূপের লক্ষণ। চীনদিগকে পণ দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। এই অস্বাভাবিক বিবাহ হইতে তিক্ত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। চীনদেশীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে আত্মহত্যা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। এবং যাহারা তাহাদের পার্থিব সুখ এইরূপে বিনাশ করে তাহারা তাহাদিগকে বিষ সেবন করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। চীন স্ত্রী পুরুষগণ পরস্পরকে সচরাচর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহাদের মতে বিবাহ বন্ধন অদৃষ্ট অনুসারে গ্রথিত ও ছিন্ন হয়। কুমারী বিবাহ চীনদেশে সর্ব্ব প্রযত্নে প্রচলিত করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এই একটী প্রবাদ আছে যে পিতামাতার পক্ষে তিনটী অসম্ভ্রমের বিষয় আছে, তন্মধ্যে বংশ হীন হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আমাদের দেশের ন্যায় চীনীয়েরা ও সেই জন্য সন্তানাদির নিমিত্ত

সর্ব্বদা প্রার্থনা করে, এবং পুত্র-সন্তান হইলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না।

চীনস্ত্রীদিগের পরিচ্ছদ অতিশয় ভদ্র এবং সুদৃশ্য। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীদিগের পরিচ্ছদ পট্টরচিত এবং কারু-খচিত(*embroidered*)। সচরাচর তাহারা একটী ইজার একটী ঘাগরা এবং সর্ব্বোপরি একটী দীর্ঘ-হস্ত-বিশিষ্ট অঙ্গাবরণ (large sleeved robe) এবং পাদুকা পরিধান করে। কুমারীরা দীর্ঘ বিনুনী করে কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীরা পশ্চাৎভাগে কবরী বন্ধন করিরা থাকে। ঐ কবরীর উপর তাহারা পুষ্প অথবা রত্নাদি পরিধান করে। কেহ কেহ মুখভাগে সুবর্ণ রচিত একপ্রকার বিহঙ্গ প্রতিমূর্ত্তি পরিধান করিয়া থাকে। একটী স্থিতিস্থাপক সূত্রের উপর ঐ বিহঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপিত তাহার পক্ষদ্বয় বায়ুবেগে চালিত হয় এবং তাহার চক্ষু ললাটের উপরে দুলিতে থাকে। তাহারা সুশ্রী দেখাইবার জন্য শ্বেত ও রক্তরাগে রঞ্জিত করে। তরুণী স্ত্রীগণ তাহাদের ভ্রূকে সুবক্র করিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাকে বিন্যাস করে। সুবক্র ভ্রূকে তাহারা চন্দ্রকলার সহিত উপমা দেয়।

—:০:—

নূতন সংবাদ।

১ম। অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় আমরা দুইটী ব্রাহ্মবিবাহের সংবাদ উল্লেখ করিয়াছি পুনরায় আর একটী ব্রাহ্মবিবাহের সংবাদ পাঠিকাগণকে জ্ঞাত করিতেছি। এই বিবাহটী ২৯শে পৌষ রজনীতে কলিকাতার মির্জাপুরে সম্পন্ন হইয়াছে। বর ও কন্যা উভয়ই পল্লিগ্রাম নিবাসী। কন্যা যশোহর জেলার অন্তর্গত অমৃতবাজারের (যাহাকে পোলো মাগুর বলে) সুবিখ্যাত মৃত হরিনারায়ণ ঘোষের লীলাবতী নাম্নী পঞ্চদশ বর্ষীয়া তনয়া। বর পাবনা জেলার অন্তর্গত—নিবাসী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "এম এ" উপাধিধারী শ্রীযুত বাবু কিশোরী লাল সরকার।

পঞ্জাবের স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ।

২য়। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম পঞ্জাবে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত সংপ্রতি বিশেষ উপায় সকল অবলম্বিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তথায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার ৩৮ টী শাখা বালিকাবিদ্যালয় হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে এখনই ৩০ জন হিন্দু এবং ৩০ জন মুসলমান স্ত্রীলোক প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শাখা বিদ্যালয় সকলেও দেড়শতের অধিক ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। তত্রত্য জনৈক সাহেব এবং অনেকগুলি বিবি ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রতি বিলক্ষণ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। এডুকেশন গেজেট হইতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের নিম্নলিখিত বিবরণটী আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ইংরাজী ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ বেরিলিতে একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎপরবৎসরেও আর একটী নূতন বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। কিন্তু উভয় বিদ্যালয়েরই প্রথমে অত্যন্ত হীনাবস্থা ছিল। পরে লালা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন; ক্রমে অনেকেই এক্ষণে তাঁহার সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতেছেন। সম্ভ্রান্ত অনেক হিন্দুবংশীয়া এক্ষণে লেখা পড়া শিক্ষা করিতেছে। তাহারা এখন উত্তমরূপ পড়িতে এবং পরিবারস্থ শিশুসন্তানাদিকে পড়াইতে পারে। বেরিলিতে এক্ষণে ১৫ টী বালিকাবিদ্যালয়ে ২৩৬ জন বালিকা অধ্যয়ন করে। সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির বিষয় অনুশীলনার্থ বেরিলীতে একটী সভা হইয়াছিল, কাশীপুরের রাজা সেই সভায় সভাপতি হন। সভায় এই অবধারিত হয় যে মুসলমান বালিকারা উর্দ্দূতে এবং হিন্দু বালিকারা নাগরীতে শিক্ষিত হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষাদানার্থ পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে না। যত দিন না এই সকল বালিকাকে শিক্ষাদানোপযোগিনী করা যাইতেছে, তত দিন বিবিদিগকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা যাইবে। পুরুষে বালিকাবিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারিবে না। কাশীতে বালিকাদিগের শিক্ষোপযোগী যে সকল

পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, কেম্পসন সাহেব সেইগুলি ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন, এবং পুরুষ তত্ত্বাবধায়ক বিষয়ে আপত্তির অনেক খণ্ডন করিয়াছেন। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রীর মাসিক এক টাকা করিয়া বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই উৎকৃষ্ট পদ্ধতিদ্বারা উত্তম কার্য্য দর্শিতে পারিবে।

৩য়। ইংলণ্ডের একটী চৌদ্দবৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক তাঁহার বিমাতার অসৎ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বালকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পাঁচ বৎসর সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিতেছেন তাহাতে কেহই তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতে পারে নাই। সম্প্রতি সেই ব্যক্তি একখান জাহাজে এখানে আসিয়াছে এবং তাহার ছদ্মবেশ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে পাথেয় সংগ্রহ হইলে তাহাকে স্বদেশ পাঠান হইবে, নতুবা এখানে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত কোন কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করা হইবে। এরূপ চেষ্টা হইতেছে।

১১ মাঘের মহোৎসব।

৪র্থ। এ বৎসর ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব মহা সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রাতঃকালে উপাসনা হইয়া কলিকাতা মহানগরীতে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল এবং মধ্যাহ্ন, সায়ং ও রাত্রি কালেও উপাসনা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে যে প্রকার গম্ভীর পবিত্রভাবে ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সমস্ত দিনের যে প্রকার বাহ্যিক সমারোহের সহিত ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণের পবিত্র উৎসাহ ও আনন্দের সমারোহ সম্মিলিত হইয়াছিল তাহাতে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবৎসর মাঘোৎসব একটী বিশেষ উৎসাহ এবং আনন্দজনক উৎসব হইয়াছিল। রাত্রিকালে আমাদিগের মহামান্য গবর্ণর জেনারাল সারজন লরেন্স তাঁহার পত্নী এবং দুই কন্যা লইয়া উপাসনা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং

অনেক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদারূঢ় ইউরোপীয় পুরুষ এবং কতিপয় মহিলার সভায় আগমন হইয়াছিল। ইংরাজীতে কয়েকটী ব্রহ্মসংগীত এবং একটী বক্তৃতা হয়। তৎকালে সমাজগৃহে এত লোকের সমাগম হইয়াছিল যে অনেক ইউরোপীয় দর্শককে স্থানাভাব প্রযুক্ত ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৃহ-বারণ্ডা প্রভৃতি চতুর্দ্দিক সহস্রাধিক লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সমাজমন্দিরের এক দিকে চিক ব্যবহৃত হইয়া ব্রাহ্মিকাগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কলিকাতাস্থ ও বিদেশ হইতে আগত অনেকগুলি ব্রাহ্মিকা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের সহিত উপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গীতাদিতে যোগ দিয়াছিলেন। নগরে ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রভাত কালীন শান্ত সুরম্য সময়ে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে যে উপাসনা হইয়াছিল তাহাতে দূরস্থ ব্রাহ্মিকাগণ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, তৎকালে কিরূপ উপাসনা হইয়াছিল এবং সেই উপাসক মণ্ডলী কি প্রকার গম্ভীর প্রশান্ত দর্শন ধারণ করিয়াছিল! বাটীর অভ্যন্তরে যখন এইরূপ স্বর্গীয় ব্যাপার হইল, বহির্ভাগে এবং পথিমধ্যে তখন দর্শকদিগের আগমনে চতুর্দ্দিক লোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর ব্রাহ্মগণ পতাকা উপরি উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত এই তিনটী সত্য* ধারণ পূর্ব্বক কুতূহলাক্রান্ত দর্শকদিগের মধ্যে দিয়া গম্ভীর ভাবে মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে পবিত্র ব্রহ্মসংকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিকে সকলেই নিস্তব্ধ এবং নীরব হইয়া রহিলেন।

৫ম। আমাদিগের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর অন্তর্গত খাঁটুরা গ্রামস্থ জনৈক ছাত্রী নিম্ন প্রকাশিত সংবাদটী আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু যথাসময়ে তাহা আমাদিগের হস্তগত না হওয়ায় বিলম্বে প্রকাশিত হইল।

* "একমেবাদ্বিতীয়ং," "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" ও "সত্যমেবজয়তে"

"গত ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবারের রজনীতে যে ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল; তাহাতে এখানে যেরূপ হইয়াছিল সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতেছি। বৃহস্পতিবারে সমস্ত দিন অল্প অল্প মেঘ ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, পরে রাত্রি ১০।১১ টার সময় হইতে প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। যাহাদের খড়ো ঘর তাহারা যদি সেই রজনীতে আপনাপন ঘরে থাকিত, তাহাহইলে তাহারা সেই রজনীতে করাল মৃত্যুমুখে পতিত হইত; কিন্তু পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছায় তাহারা সেই রজনী অতিক্রম করিয়াছে। যখন ঝড় আরম্ভ হইল; তখন প্রায় সকলেই নিদ্রাগত ছিলেন কিন্তু ঝড় যত প্রবল হইতে লাগিল অমনি সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া উঠিল। কাহার বা চাল মড় মড় করিতে লাগিল, কাহার বা দেয়াল নড়িতে লাগিল, কাহার বা ঘর দুলিতে লাগিল এইসকল দেখিয়া যাহাদের ঘরে যত লোক ছিল সকলি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গড় বাড়ুর সকল ছাড়িয়া দিন আর প্রতিবাসীর মধ্যে যাহাদের ইটক নির্ম্মিত ভবন আছে সেইখানে তাহার আশ্রয় লইতে লাগিল। এরূপ যে পাড়াতে যত লোক ছিল সকলেই আপনাপন প্রতিবাসীর ভবনে আশ্রয় লইল। এইরূপে সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষে অনেক স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা সকলেই আপনাপন কন্যা জামাতা ও পুত্রবধূ ও আত্মীয় স্বজন কে কেমন আছে, এইসকল জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমরা ঝড়ের সময় একপ্রকার নির্ভয়ে নিদ্রাগত ছিলাম, পরে আমরা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম যে আমাদের প্রতিবাসীরা কেহ রোদন করিতেছে, কেহবা যে সকল জিনিষ পত্র অপচয় হইয়াছে সেইসকল জিনিষ আশ্রয়দাতার ভবনে আনিতেছে। এমত সময় আমাদের প্রতিবাসী কতকগুলি নিকিরিরা মৎস্য ধরিতে গিয়া সমস্ত রাত ঝড় ও বৃষ্টি সহ্য করিয়া নিরাশ্রয় হইয়া হস্ত পদ ও সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাদের বাটীতে আশ্রয় লইতে আসিল আমাদের বাড়ীর পরিবারেরা সকলেই দয়ান্বিত হইয়া বলিলেন, যে তোমাদের প্রতিবাসী সকলকে আনিয়া এখানে থাক। এইরূপে তাহারা চারি পাঁচ দিন আমাদের বাড়িতে থাকিয়া আপনাপন আশ্রয় প্রস্তুত করিতে লাগিল আমরা ঝড় থামিলে পর ছাতের উপরে উঠিয়া দেখিলাম যে প্রতিবাসীদের খড়োঘর একেকালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, খড়োঘর একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। কোথা বা চাল কোথা বা দেয়াল, কোথা বা কুবাট, কোথা যে কি গিয়াছে তাহার কিছুই ঠিক নাই। বাগানের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল পড়িয়া যেন অন্ধকার বাগান আলোকময় হইয়াছে। পথ ঘাট সমুদায় বৃক্ষাদি পড়িয়া বন্ধ হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

হিংসা কি দুর্জ্জয় রিপু।

শরীরের মধ্যে হিংসা যে মহৎ রিপু তাহা সকলেই সম্যক্ প্রকারে অবগত আছেন; কারণ হিংসার আকর্ষণের দ্বারা সকল রিপুই আসিয়া জ্ঞান শশধরকে একেবারে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হয়। হিংসা একবার যাহার দেহে আশ্রয় করে তাহার বল বুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচনা দূর করিয়া আপনার পরাক্রম প্রকাশ করিতে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। কি আশ্চর্য্য! তথাচ মূঢ়েরা সেই হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরানন্দ সম্ভোগে সম্যক্ প্রকারে সচেষ্টিত হয় না ও সৎপথাশ্রয় ও সাধু সঙ্গের অভিলাষ করে না। ফলতঃ হিংসাতে কিছু মাত্র সদসৎ বিবেচনা থাকে না। হিংসা মনুষ্যকে কেবল নীচ পথগামী করিতেই চেষ্টা পায়। অতএব এমত দুর্জ্জয় রিপুকে সমূলে পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু সামান্য অস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছিন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই; বিদ্যারূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র চালনা না করিলে দুর্ব্বৃত্ত হিংসা রিপুকে একেবারে হত করা যাইতে পারে না। দেখ, হিংস্রক ব্যক্তি কখন সুখী হওয়া দূরে থাক কেবল দিবানিশি অন্তঃকরণকে পাপে পরিপূর্ণ করিতে থাকে। অতএব সকল ব্যক্তিই এই দুরাত্মা হিংসাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করুন।

হিংস্রক মনুষ্য কভু নাহি পায় সুখ।
সাধুর করিতে নিন্দা চুলকায় মুখ॥
ভদ্র কুচ্ছ করে সদা স্বচ্ছ নহে মন।
ইচ্ছা মত তুচ্ছ কর্ম্মে যত্ন অনুক্ষণ॥
নিষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় রুষ্টে শিষ্ট রয়।
শিষ্ট প্রতি অত্যাচার দুষ্ট প্রতি ভয়॥
বিজ্ঞকে অবজ্ঞা করে অজ্ঞে বিজ্ঞ মানে।
অযোগ্য জনের সদা যোগ্য বলে মানে॥
পর গুপ্ত-দোষ ব্যক্ত করিবারে ফেরে।
দোষ নাথাকয়ে যদি তবে ঘোরে ফেরে॥
দানী মানী হইলে ও না পায় নিস্তার।
হায়রে হিংস্রক তোর গুণ চমৎকার॥
পর সুখে দুঃখ পায় পর দুঃখে সুখ।
পণ্ডিতে প্রশংসা দিতে হয় পরাঙ্মুখ॥
আপনি আপন শ্লাঘা পুনঃ পুনঃ করে।
সেই ধনী জ্ঞানী মানী ধরণী ভিতরে॥
সকলের হতে বড় মানে আপনারে।
অন্যের অসাধ্য কর্ম্ম সে করিতে পারে॥
কথায় কথায় বলে "তারা কিবা জানে।
কি গুণে তাদের লোক এমত বাখানে"॥
সুখ্যাতি শুনিলে মনে উঠে হিংসানল।
তাহে দগ্ধ দিবা নিশি না হয় শীতল॥
ওহে বিশ্বনাথ ওহে বিশ্বের আধার।
অসংখ্য প্রণতি নাথ চরণে তোমার॥
পুনঃ পুনঃ কহি প্রভু এই দুঃখ হর।
হিংস্রক করিয়া দূর পৃথ্বী মুক্ত কর॥

শ্রীমতী লক্ষ্মী মণি দেবী॥
সাং কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৫ সংখ্যা। ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৪। ৩য় ভাগ

প্রাণিবিদ্যা।

স্তনধারী।

চতুর্ভুজ।

বালক বৃদ্ধ সকলেরই বিদিত আছে যে বানরেরা কি পর্য্যন্ত সুচতুর ও রহস্যবিৎ এবং তাহাদিগের অনুকরণশক্তি কত অধিক। ব্যবসায়ীরা তাহাদিগের বানরদিগকে যে নৃত্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকে তাহা কি কৌতুকজনক ব্যাপার। বানরেরা যে চারিটী অঙ্গ দ্বারা গমন ও খাদ্য গ্রহণাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহা আমাদিগের হস্তাকৃতি, একটীরও পদের ন্যায় আকার নহে, তন্নিমিত্ত বানরদিগকে চতুর্ভুজ কহা হইয়াছে। স্থানভেদে বানরদিগের প্রকৃতি ভেদ হইয়াছে। আমরা যেমন আমাদিগের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অপরাপর অঙ্গুলিতে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিকে সেরূপ করিতে পারি না, নূতন মহাদ্বীপ অর্থাৎ আমেরিকাস্থ বানরগণও সেই রূপ। পুরাতন মহাদ্বীপের বানরেরা সকল বৃদ্ধাঙ্গুলিকেই অপরাপর আঙ্গুলের সহিত স্পর্শ করিতে পারে। কোন২ বানরের কণ্ঠে একটী স্থলী থাকে, কাহার কণ্ঠস্থলী নাই। এই রূপ প্রাকৃতিক লক্ষ-

ণের বৈলক্ষণ্য বশতঃ বানরদিগকে ভিন্ন২ জাতিতে বিভাগ করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত জাতির বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মেডাগাস্কার দ্বীপে "লিমার" নামক এক-জাতীয় বানর বাস করে। তাহারা অনেকে একত্র দলবদ্ধ হইয়া বনমধ্যেবাস,এবং ফল পত্রাহার দ্বারা প্রাণধারণ করে। তাহারা এতদ্দেশীয় বানরদিগেরন্যায় চঞ্চল বটে; কিন্তু কিঞ্চিৎ ভদ্র। ইহাদিগের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হস্তের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে "লাঙ্গুর" নামে এক প্রকার বানর আছে তাহারাও বোধ হয় এই জাতীয়। এই নামের অপভ্রংশে "লিমার,, নাম হইয়া থাকিবে। ব্রেজিল প্রদেশীয় বানরদিগের পদস্থানীয় অঙ্গদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হস্তের ন্যায় নহে। তাহারা হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায় বিপরীতদিগে কার্য্য করে না, পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি সদৃশ এক সূত্রে থাকে। ইহারাও বৃক্ষ-শাখায় বাস করত ফলপত্র ভোজন করে; কিন্তু পতঙ্গ, গোসাপ বিহঙ্গডিম্ব ও শাবক পর্য্যন্ত ইহাদের ভক্ষ্য। কাহারও লাঙ্গুল আকর্ষণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারা লাঙ্গুল দ্বারা বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া বেগে দুলিতে কিম্বা এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে যাইতে পারে। পুরাতন মহাদ্বীপের বানরেরা কেবল উষ্ণ কোটিবন্ধমধ্যেই বাস করে, সুতরাং আসিয়া ও আফরিকাই তাহাদিগের বাসস্থান। কেবল এক জাতি এই বাস সীমা অতিক্রম করিয়া জিব্রল্টার শৈলশৃঙ্গ আলিঙ্গন করিয়াছে। আসিয়া নিবাসী বানরগণ সৌভাগ্যক্রমে সকল অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়াছে, হিন্দুরা তাহাদিগকে দেব পদে অধিরূঢ় করিয়া তাহাদিগের জন্য উত্তম২ মন্দির প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। পীড়া হইলে চিকিৎসার নিমিত্ত চিকিৎসালয় রহিয়াছে, এবং গ্রাসপানের নিমিত্ত অনেকে অর্থদান করিতেছে। হিন্দুদিগের বিধি পুস্তকে নরঘাতকের কিঞ্চিৎ সামান্য অর্থদণ্ড মাত্র করিয়া থাকে; কিন্তু বানরঘাতকের প্রাণদণ্ড বিধান। অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্রের রাজত্ব পর্য্যন্ত বানরদিগের এই রূপ সম্ভ্রম হইয়াছে এবং তদবধি ইহাদিগের অমর উপাধি হইয়াছে। ঐ সকল বানরকে হনুমান কহে, উহাদিগের শরীর ও

লাঙ্গুল অপরাপর বানরাপেক্ষা সুদীর্ঘ ও সবল। কোন২ হনুমানের মুখ শুভ্র, কাহার কৃষ্ণ, কাহার নীল, কাহার তাম্রবর্ণ। আর এক জাতীয় বানর আছে তাহাদিগের আকার খর্ব্ব। ইহাদিগের লাঙ্গুল ও কণ্ঠস্থলী নাই। এই জাতীয় বানরদিগের মনুষ্যের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে, ইহারা বন্যাবস্থায় মনুষ্যের ন্যায় দুই পায়ের উপর নির্ভর করিয়া চলে এবং বুদ্ধি বৃত্তিরও অনেক চালনা করিয়া থাকে। সিম্পাঞ্জী এবং ওরাঙ্গউটান নামক বানর দ্বয় এই জাতীয়। ইহাদিগকে বনমানুষ কহিয়া থাকে। একশত সত্তর প্রকার বানর আছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডেও বানরদিগের ভূস্তরনিহিত কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে ঐ সকল প্রদেশ বানর, কুম্ভীর, কূর্ম্ম প্রভৃতির বাসোপযোগী উষ্ণ ছিল। কিন্তু এক্ষণে তথায় পূর্ব্বোক্ত কোন জাতীয় জন্তুরই বাস নাই।

বানরেরা সজীবপ্রসূ। বানরী এক বারে একটী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। পুংসন্তান প্রসব করিলে অপরাপর পুম্বানরেরা পাছে সে ভবিষ্যতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের দলকে পরাস্ত করে; এনিমিত্ত শাবকটীকে বধ করিবার উদ্যোগ পায়। আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের বানরদিগের ন্যায় দলাদলি আছে। দলাদলী কি ভয়ানক ব্যবহার, এতদ্দ্বারা কি অনিষ্টই না কৃত হয়! হা জগদীশ্বর! এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ হইতে কবে এই ভীষণ বিদ্বেষানল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, কবে সমস্ত বঙ্গভূমি এক গৃহ এবং সকল নিবাসী এক পরিবার হইবে।

ধাত্রী বিদ্যা।

(৬৭৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রসব বা পরীক্ষার সময় প্রসূতিকে বাম পার্শ্বে শয়ন করাইয়া, হাত দুই খান মস্তকের উপর তুলিয়া দিবে এবং দুই আটু বক্ষঃস্থলে রাখিবে। এই অবস্থায় প্রসূতি সহজেই প্রসব হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রসব হইবার রীতি আছে। ফরাসী দেশস্থ স্ত্রীলোকেরা চিৎ হইয়া শয়ন করে এবং পা দুই খান বিস্তার

করিয়া প্রসব হয়। এদেশের স্ত্রীলোকেরা প্রায় আটুর উপর ভর দিয়া প্রসব হইয়া থাকে। এইরূপ যত প্রকার প্রসব প্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বামপার্শ্বে শয়ন প্রথা প্রসবের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক।

এ অবস্থায় সমুদয় শরীর বিবস্ত্র করিয়া সুদ্ধ একখান কাপড় ঢিলা করিয়া পরিধান করা ভাল, কিন্তু সর্ব্বশরীর উলঙ্গ হইলেও ক্ষতি নাই।

প্রসূতিকে গদী বা কোমল শয্যায় শয়ন করাইবার প্রয়োজন নাই। প্রথমে একটা বা দুইটা লেপ পাতিবে, সেই লেপের উপর একখান চাদর পাতিয়া দিবে। বিছানার যে অংশে প্রসূতির বস্তিদেশ থাকিবে, সেই ভাগে একখান "অয়েল ক্লথ" নামক এক প্রকার কাপড় বা একখান শাবর পাতিয়া দিবে, পরে ঐ অয়েল ক্লথ বা শাবরের উপর তিনচার ভবক চাদর পাতিবে। যখন চাদর ময়লা হইয়া যাইবে, তখন প্রসূতির সর্ব্বশরীর না নাড়াইয়া কেবল বস্তিদেশ সরাইয়া অপরিষ্কার চাদর বাহির করা যাইতে পারিবে। প্রসূতিকে এই প্রকার ভাবে শয়ন করাইয়া নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করিবে।

ধাত্রী প্রসূতির দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া দক্ষিণ হস্তে তেল মাখাইয়া তর্জ্জনীদ্বারা আস্তে আস্তে জরায়ুমুখ পরীক্ষা করিবে, যদি বামপার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষা করা হয় তবে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা পরীক্ষা করিবে। এই সময় ধাত্রীর নখ কাটিবার প্রয়োজন হইতেছে। এই প্রকার পরীক্ষা দ্বারা প্রসবের সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যাইবে, যখন প্রসব বেদনা প্রবল থাকিবে তখন পরীক্ষা করা উচিত নহে, কারণ সে সময় জরায়ুমুখ হইতে গর্ভাশয়-ঝিল্লি এক একটু বাহির হইতে থাকে, অঙ্গুলী লাগিয়া পাছে ঐ ঝিল্লি ছিন্ন হইয়া জল ভাঙ্গে, এজন্য যখন বেদনার তেজ কম পড়িবে তখনই পরীক্ষার উপযুক্ত সময়, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হইলে বেদনার সময় পরীক্ষা করা বিধেয়।

জল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে শিশুর ভূমিষ্ঠ হইবার বিষয় পরীক্ষা করা

উচিত, কারণ যদি মস্তক ভিন্ন অন্য কোন অঙ্গ অগ্রে নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে শিশুর শরীর উল্‌টে লইয়া অতি সহজেই স্বাভাবিক প্রসবের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জল ভাঙ্গিবার পরে শিশুকে ঘুর্ণিত করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, প্রসবক্রিয়া স্বাভাবিক হইবে, কি অন্য প্রকার হইবে, তাহা অগ্রে স্থির করা যায় না, এজন্য আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় পরীক্ষা করা আবশ্যক। মস্তক নির্গত হইবার লক্ষণ এই শরীরের সকলভাগ অপেক্ষা মস্তক বৃহত্তর গোলাকার ও কঠিন। আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় পরীক্ষা দ্বারা এই সকল লক্ষণ বুঝিতে পারিলে, মস্তক ভিন্ন আর কোন অঙ্গ নির্গত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

প্রসূতির দক্ষিণ বস্তিদেশে শিশু অধিকতর জোরের সহিত সঞ্চরণ করে এবং বামদিগের বস্তিদেশে অপেক্ষাকৃত ভার বোধ হয়, এইটী বাহ্যিক লক্ষণ। মস্তক নির্গত হইবার লক্ষণ দেখিয়া হস্ত দ্বারা প্রসব করাইবার চেষ্টা করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। ঈশ্বরেরর নিয়মানুসারে শিশু আপনিই ভূমিষ্ঠ হইবে।

পরীক্ষার পর প্রসূতি ও তাহার আত্মীয় স্বজন এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে প্রসবক্রিয়া স্বভাবতঃ সম্পাদিত হইবে, না ইহাতে কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে এবং কতক্ষণে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা কঠিন ব্যাপার নহে, পরীক্ষা দ্বারা যে প্রকার প্রতীয়মান হইবে, সেই রূপ ঠিক বলা উচিত। যদি শিশুর অগ্রে মস্তক নির্গত হইবার লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে "অগ্রে মস্তক নির্গত হইবে,, এইরূপ বলিবে যদি কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সেই রূপ বলা উচিত। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, যদি সমুদয় বিষয় স্বাভাবিক হইতে থাকে, তাহা হইলে এই বলা উচিত যে" বোধ হয় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসব হইতে পারে" এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয় উচিত যে এবিষয়ে যাহা কিছু বলা যায় তাহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে, নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। যদি এরূপ নিশ্চয়

করিয়া বলা হয় যে, দুই প্রহর বা অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময় শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহাতে দুইটী অপকারই দেখা যায়।—

১ ম। যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে ধাত্রীকে নির্ব্বোধ ও মূর্খ বলিয়া সকলে অবজ্ঞা করিবে, তাহার উপর প্রসূতির বিশ্বাস চলিয়া যাইবে; কিন্তু ধাত্রীর উপর প্রসূতির বিশ্বাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

২ য়। ঐ নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে ধাত্রীর প্রতি সকলেরই অবিশ্বাস হইবে এবং সময় যত উত্তীর্ণ হইতে থাকিবে প্রসূতির মনে ততই ভয়ের সঞ্চার হইতে থাকিবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাহাতে প্রসূতি ভীত না হয়, ধাত্রীর এরূপ উপায় গ্রহণ করা উচিত; ভয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন অবসন্ন হইতে থাকে, সুতরাং অতি-যৎ সামান্য কারণে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। এমন কি ভয়ে প্রসূতির মৃত্যুও হইতে পারে। প্রথমে বলা হইয়াছে যে প্রথম অবস্থায় পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা বিধেয় নহে, কিন্তু যদি প্রসূতি পরীক্ষার জন্য বার বার অনুরোধ করেন, তবে তাহার সন্তুষ্টির জন্য জরায়ু মুখে অঙ্গুলী প্রয়োগ করা উচিত।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে প্রথম অবস্থায় প্রসূতির নিকট ধাত্রীর অবস্থিতি করা উচিত কি না? ধাত্রী যদি পুরুষ হন তবে তাহার অবস্থিতি করা উচিত নহে, কারণ ঐ সময় প্রসূতিকে সর্ব্বদাই মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। পুরুষ ঘরে থাকিলে তাহার মল, মূত্র পরিত্যাগের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এজন্য তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র গৃহে অবস্থিতি করা উচিত। যদি ধাত্রী স্ত্রীলোক হন, তবে প্রসূতির সহিত এক গৃহে থাকিবার কোন বাধা দেখা যায় না।

ধাত্রী যেখানে কেন থাকুন না, প্রসব চিন্তাতে যেন চিন্তিত না থাকেন, কারণ তাহাকে চিন্তিত দেখিলে বাড়ীর সকলে ভীত হইতে পারেন, অবশেষে প্রসূতিও চিন্তিত হইয়া নিস্তেজ হইতে পারেন, এজন্য যতক্ষণ প্রসূতির গৃহে থাকা আবশ্যক ততক্ষণ আমোদ আহ্লাদ-

জনক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকা ভাল। এমন কি সেখানে ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করাও বিধেয় নহে।

এ অবস্থায় প্রসূতিকে মধ্যে মধ্যে জল বা দুধ পান করিতে দিবে। এবং তাহাকে সূতিকাগারে লইয়া না গিয়া তাহার ইচ্ছাধীন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে দেওয়া উচিত। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

কামিনী, বিরাজ মোহিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি ছাত্রীগণের প্রতি শিক্ষয়িত্রীর উপদেশ।

বিদ্যালোচনা।

অমর হইবে যদি শুন বালাগণ,
সুখী হয়ে যদি কাল করিবে যাপন,
ত্যজিয়া আলস্য তবে করিয়া যতন,
বিদ্যালোচনায় এবে সবে দেহ মন।
পিতা, মাতা, পতি, শ্বশুরাদি গুরু জন,
ইহাঁরা কি রূপ সবে ভক্তির ভাজন,
সহোদর, সহোদরা, দেবর স্বজন,
এঁরা বা কি রূপ সবে স্নেহপাত্র হন,
প্রাণোপম প্রিয়তম পুত্র কন্যাগণ,
কি রূপে করিতে হয় লালন পালন,
কিরূপ রীতিতে শিক্ষা করিলে প্রদান,
চিরকাল সুখী হয়ে থাকিবে সন্তান,
ছোট, বড়, পল্লীবাসী আত্মীয় অপর,
কিরূপ করিতে হয় কার সমাদর,
কিরূপেতে হয় নিজ, পরের মঙ্গল,
কি রূপে বা হয় দূর অশুভ সকল,
এই রূপ বহুতর শুভদ বিষয়,
বিদ্যালোচনায় সব হয় পরিচয়।

অতএব, উপদেশ শুন ছাত্রী চয়।
সুখের প্রসূতি বিদ্যা জানিবে নিশ্চয়।

পরে, ছাত্রীগণ মাঝে কামিনী উঠিয়া,
কহিছে মধুর স্বরে বিনয় করিয়া,
বোধোদয়ে পড়িয়াছি "এই ধরাতলে,
অমর কেহই নাই, মরিবে সকলে"
তবুও অমর করে হেন বিদ্যাবল?
বিশেষ শুনিতে বড় হল কৌতূহল।
সবিনয় আমাদের এই নিবেদন,
কৃপা করি কৌতূহল করুন পূরণ।

শুনি তুষ্ট মনে তবে শিক্ষাদাতা কন,
কহি সবে শুন দিয়া মম বাক্যে মন,
খনা লীলাবতী আদি প্রমদা নিচয়,
সে দিন তাঁদের কিছু দিছি পরিচয়,
সত্য, করেছেন তাঁরা স্বর্গেতে গমন,
তথাপি দেখনা নিজ কীর্ত্তির কারণ,
আছেন পৃথিবী তলে নিত্য বিদ্যমান,
তাঁদের জানে না হেন নাহি বিদ্যাবান।
কত শত নারী দেখ, ত্যজেছে জীবন,
কিন্তু বল কার নাম করে কোন্ জন?
বিদ্যাবতী লীলাবতী আদি নারীগণ,
হেন কীর্ত্তিমতী শুধু বিদ্যার কারণ!
স্বদেশে বিদেশে দেখ যত বুধগণ,
করেন তাঁদের সহ কথোপকথন।
কনা করে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ?
দেখ দেখি ভাগ্যবতী তাঁহারা কেমন,

যেমন আছেন তাঁরা এবে বিদ্যমান,
চিরকাল সেই রূপ রবেন সমান।
অতএব, কহিয়াছি শুন শিষ্যাগণ,
বিদ্বান্ হইবে যদি পাঠে দেহ মন।
বিদ্যা অধ্যয়নে আছে আনন্দ বিস্তর,
সে আনন্দ নহে কিন্তু মুখের গোচর।
মনুষ্য কীদৃশ জানে ইক্ষু আস্বাদন,
দুর্ব্বাভোজী গাভী তাহা জানে কি কখন?

কর বিদ্যা অধ্যয়ন, কর বিদ্যা অধ্যয়ন,
বিদ্যাই মানবগণের প্রকৃত নয়ন।
নাই জ্ঞান চক্ষু যার, নাই জ্ঞান চক্ষু যার,
থাকিতে উজ্জ্বল আঁখি অন্ধ নাম তার।
যাহা অতি দূরতর, যাহা অতি দূরতর,
হইবার নহে কভু নয়ন গোচর,
যেই স্থানে সদাগতি, যেই স্থানে সদা গতি,
করিতে নাহিক পারে আপনার গতি,
যথা রবির কিরণ, যথা রবিরকিরণ,
পারে না পশিতে কভু করিয়া যতন,
সেই স্থান সমুদয়, সেই স্থান সমুদয়,
জ্ঞান-নেত্রে অতি সন্নিহিত বোধ হয়।
দেখ রবি শশী তারা, দেখ রবি শশী তারা,
নয়নে প্রকৃত দৃষ্ট নাহি হয় তারা,
কিন্তু বিদ্যার কৌশলে, কিন্তু বিদ্যার কৌশলে,
তাদের বিষয় জ্ঞাত পণ্ডিত মণ্ডলে।
কবে হইবে গ্রহণ, কবে হইবে গ্রহণ,
কহিতে পারেন তাঁরা করিয়া গণন।
বিদ্যা শিক্ষায় জনম, বিদ্যা শিক্ষায় জনম,
সফল হইয়া হয়, সুখ অনুপম।

মেঘ বৃষ্টি বজ্রাঘাত, মেঘ বৃষ্টি বজ্রাঘাত,
কিরূপে জনমে, হয় পৃথিবীতে পাত;
ভূমিকম্প কেন হয়, ভূমিকম্প কেন হয়,
বিদ্যার প্রসাদে সব হয়েছে নিশ্চয়।
এই পৃথিবী কেমন, এই পৃথিবী কেমন,
কোথায় রহেছে ইহা কিসের মতন,
তাহা অবিদিত নয়, তাহা অবিদিত নয়,
ভূগল শাস্ত্রেতে তাহা আছয়ে নিশ্চয়।
বায়ু বিদ্যুৎ কেমন, বায়ু বিদ্যুৎ কেমন।
কোথায় রয়েছে, করে কোথায় গমন;
যদি কর অধ্যয়ন, যদি কর অধ্যয়ন,
জানিতে পারিবে ক্রমে সব বিধরণ।
কত আশ্চর্য্য বিষয়, কত আশ্চর্য্য বিষয়,
ভূমণ্ডলে আছে তার সংখ্যা নাহি হয়;
হয় আনন্দ অপার, হয় আনন্দ অপার,
জানিলে বিস্ময়কর বৃত্তান্ত তাহার।
হয় আমেরিকা দেশে, হয় আমেরিকা দেশে,
সুস্বাদু সুগন্ধ দুগ্ধ পাদপ বিশেষে।
সেই দুধ পুষ্টিকর, সেই দুধ পুষ্টিকর,
খায় তথাকার লোক করিয়া আদর।
দেখ তরু সে কেমন, দেখ তরু সে কেমন,
কি আশ্চর্য্য! দেয় দুধ গাভীর মতন।
আর আফরিকা দেশে, আর আফরিকা দেশে,
জন্মে উত্তম ননী পাদপ বিশেষে।
যথা গব্য নবনীত, যথা গব্য নবনীত,
তদ্রূপ উহাও তথা আছয়ে প্রথিত।
এক তরু অনুপম, এক তরু অনুপম,
জনমে চীনের দেশে তাতে হয় মম।

সেই মমে হয় বাতি, সেই মমে হয় বাতি,
চন্দ্রিকা আলোক সম সে বাতির ভাতি।
এই মত কত শত, এই মত কত শত,
আছয়ে আশ্চর্য্য তরু কহিব তা কত?
তরু জনন বিষয়, তরু জনন বিষয়,
কৌতুক জনক অতি শুনিতে বিস্ময়।
জীব যে রূপে জনমে, জীব যে রূপে জনমে,
তরুরো জনম হয়, সে রূপ নিয়মে।

দেশ আছয়ে এমনি, দেশ আছয়ে এমনি,
ছমাস দিবস যথা, ছমাস রজনী,
কিবা ঈশ্বর সদয়, কিবা ঈশ্বর সদয়।
সেরূপ স্থানেও লোক স্বচ্ছন্দেতে রয়।
সেই সুদীর্ঘ নিশায়, সেই সুদীর্ঘ নিশায়,
অন্ধকারে কষ্ট নাহি ঈশ্বর কৃপায়।
এক নক্ষত্র উদয়, এক নক্ষত্র উদয়,
হইয়া চন্দ্রের মত তিমির নাশয়।
আছে আর এক দেশ, আছে আর এক দেশ,
বার মাস শীত যথা, নাহি গ্রীষ্ম লেশ।
তথা পশু পক্ষী যত, তথা পশু পক্ষী যত,
স্বাভাবিক দীর্ঘ রোম পালকে আবৃত।
তারা কাহার কৃপায়, তারা কাহার কৃপায়,
স্বভাবজ বস্ত্র পয়ে শীত নাহি পায়?
আছে আর এক দেশ, আছে আর এক দেশ,
কখন তথায় নাহি হয় বৃষ্টি লেশ।
তথা আছে বহু নদী, তথা আছে বহু নদী,
জনমে তাহারি জলে প্রচুর শস্যাদি।

তথা কাগজের ঘরে, তথা কাগজের ঘরে,
বাস করে লোক সব নির্ভয় অন্তরে।

কত প্রাণী বিবরণ, কত প্রাণী বিবরণ,
শুনিয়া বিস্ময় রসে মগ্ন হয় মন।
হেন আছে এক প্রাণী, হেন আছে এক প্রাণী,
খণ্ড খণ্ড করি তারে কত যত খানি,
সেই খণ্ড সমুদয়, সেই খণ্ড সমুদয়,
পৃথক পৃথক প্রাণী জনমে নিশ্চয়।
পশু নামেতে বীবর, পশু নামেতে বীবর,
মানব সদৃশ করে, বাটী, সেতু, ঘর।
যদি দেখ মন দিয়া, যদি দেখ মন দিয়া,
বাবুই মৌমাছি উই গৃহ বিশেষিয়া
তবে মানিবে বিস্ময়, তবে মানিবে বিস্ময়,
শিল্প কার্য্য কি আশ্চর্য্য চমৎকারময়।
এত ক্ষুদ্র প্রাণী যারা, এত ক্ষুদ্র প্রাণী যারা,
কোথায় শিখিল হেন কারুকার্য্য তারা?
জানা এই সমুদয়, জানা এই সমুদয়,
সামান্য আনন্দকর কখনই নয়।

এই রেলোয়ে শকট, এই রেলোয়ে শকট,
দূরস্থ দেশেরে যেই করেছে নিকট;
যাতে করি আরোহণ, যাতে করি আরোহণ,
মাসৈকের পথ হয় দিবসে ভ্রমণ,
আর দেখ ব্যোম যান, আর দেখ ব্যোমযান,
বিদ্যার গৌরব কত করিছে প্রমাণ,
তাতে করি আরোহণ, তাতে করি আরোহণ,
আকাশেতে উড়া যায় পাখীর মতন,

এই সবার উপরি, এই সবার উপরি,
তাড়িত বারতাবহ যাই বলিহারি,
উহা শুনিতে বিস্ময়, উহা শুনিতে বিস্ময়,
ছমাস পথের কথা মুহূর্ত্তে আনয়।
জেন শুদ্ধ বিদ্যাবলে, জেন শুদ্ধ বিদ্যাবলে,
রেলোয়ে প্রভৃতি কল হয়েছে কৌশলে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

স্ত্রীশিক্ষার দুরবস্থা।

আমাদের দেশীয় স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা দেখিলে সহৃদয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে দুঃখের সঞ্চার হয়। আমাদের পরম হিতৈষী রাজপুরুষগণ আমাদের স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দেখিয়া কত না দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদেরই যত্নে এ দেশে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীবিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা আমাদের স্ত্রীজাতির পরম হিতৈষী সেই জন্য আমাদের প্রস্তাবের প্রারম্ভে তাহাদিগকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু এই সময় আমাদের দেশীয় লোকদিগের লজ্জাকর ব্যবহার স্মরণ হইতেছে। ইংরাজেরা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, আমাদের দেশীয় ভদ্র সন্তানেরা এত সুশিক্ষা লাভ করিয়াও তাহার কি সহস্রাংশের একাংশ করিতেছেন! অনেক সময় তদ্বিপক্ষে ইংরাজদের সুপরামর্শ অগ্রাহ্য এবং সাধুচেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা করিয়া আপনাদের মনও হস্তকে কলঙ্কিত এবং স্ত্রীজাতির বিষম অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কলিকাতার প্রধান২ লোকেরাও এই রূপ অপরাধে আপনাদিগকে অপরাধী করিতেছেন। কোথায় তাঁহারা আপনারা আপনাদের দেশীয় স্ত্রীগণের কল্যাণ অন্বেষণ করিবেন, না পক্ষান্তরে অন্যের প্রদর্শিত পথ, অন্যের প্রতিষ্ঠিত উপায় সকল আপনাদের কুসংস্কার ও

আলস্য দ্বারা অবরোধ করিতেছেন! বহুকাল হইল এই কলিকাতা নগরে বঙ্গহিতৈষী বেথুন সাহেব বঙ্গবাসিনীদিগের মঙ্গলের উদ্দেশে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত আমা দের দেশীয় ব্যক্তিদিগকে একটী পয়সাও ব্যয় করিতেহয় না। তাহাদেরই হস্তে ঐ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার সমর্পিত আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দিন দিন ঐ বিদ্যালয় অবসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতেছে। কেবল যত্নের অভাবে বিদ্যালয়টীর এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। অনেক মফস্বলস্থ বালিকা বিদ্যালয় এই বিদ্যালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! বস্তুতঃ এরূপ যত্নশূন্য ব্যক্তিদিগের হস্তে থাকিলে বিদ্যালয়ের কল্যাণ নাই। যে অধ্যক্ষসভার উপর বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত আছে তাহার অধিকাংশ সভ্যই স্ত্রীশিক্ষানুরাগী নহেন। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কুসংস্কার সকল যদিও বিশ্বাস করেন না কিন্তু ভীরুতাও নিরুৎসাহের জন্য তাঁহারা তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। যে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার তাঁহাদের হস্তে রহিয়াছে দুই এক জন ভিন্ন কেহই বৎসরে একবারও তাহার তত্ত্বাবধান করিতে যান না। কেবল গবর্ণমেণ্টের দয়াতেই বিদ্যালয়টী এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে। যখন শিক্ষিত ব্যক্তিরাই এই রূপ করিতে লাগিলেন তখন আর কাহার প্রতি আমরা দৃষ্টি করিব? এ দেশের সুশিক্ষিত দিগের মস্তিষ্ক হইতে বক্তৃতা যে রূপ অনর্গল বাহির হইয়া থাকে কার্য্যে তাহার সতাংশের একাংশও দেখা যায় না। কত ব্যক্তি স্ত্রী-উন্নতির বিষয়ে কত বক্তৃতা করিলেন, কিন্তু তাহারা কার্য্যের সময় লুক্কায়িত হয়েন। এদিকে তাহারা কুসংস্কারের এমনি দাস যে আপনাদের কন্যাগণ নবম বর্ষে প্রবেশ না করিতে করিতেই তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়েন। যখন তাহার শিক্ষক অন্বেষণ করা উচিত সেই সময় তাঁহারা তাহার স্বামী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। সেইরূপ অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ দেওয়ায় ঐ কন্যার সকল প্রকার উন্নতি দ্বারই এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি আমাদের কৃতবিদ্যদিগের

তাদৃশ যত্ন দেখা যায় না! এ দেশের সম্বাদ পত্র সকল রাজনীতি বিষয়ক প্রস্তাবে পরিপূর্ণ থাকে কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে তাহাদিগকে লিখিতে দেখা যায় না। বরং বিদেশীয় সম্পাদকেরা এ দেশের স্ত্রীজাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া মধ্যে২ দুঃখ প্রকাশ করেন কিন্তু অধিকাংশ দেশীয় সম্পাদকগণ তদ্বিষয়ে নীরব।

আমরা প্রায় পাঁচ বৎসর হইল অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছি কিন্তু নগরের কোন ব্যক্তিকেই তাহাতে যোগ দিতে প্রস্তুত দেখা যায় না। যদি কেহ অবলম্বন না করেন কেবল উপায় অবধারণ করিলে কোন ফল নাই। আমাদের অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন সাধারণে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দান করিলে তাহা হইতে অধিকতর পরিমাণে প্রচুর ফল লব্ধ হইত। যে কয়েকটী ভদ্র কুলোদ্ভবা স্ত্রী ঐ শিক্ষা প্রণালীতে যোগ দিয়াছেন তাহারা সকলেই এক প্রকার কিছু২ ফললাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে স্থানে২ স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা প্রকৃত ফল লাভের আশা করা যায় না। যত দিন না কৃতবিদ্যেরা দেশীয় কুসংস্কার ও কুরীতি পরিত্যাগ করিবেন ততদিন সকল উপায়ই নিষ্ফল হইবে। একটী বালিকা সাত আট বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কি শিক্ষা লাভ করিতে পারে? বাল্য বিবাহ রীতি এদেশ হইতে নির্ব্বাণ না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। বঙ্গদেশের এত বিদ্যার গৌরব, প্রতিবর্ষে এত বি এ, এম এ, হইতেছে কিন্তু স্ত্রীজাতির দুরবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। আমাদিগের এই বিস্ময় কিছুতেই নিরাকৃত হইল না যে মূর্খ, কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ও সুবর্ণমণ্ডিত স্ত্রীর সহবাসে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরা কিরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। যাহারা একজন নীচবংশজাত অজ্ঞান ব্যক্তির সহিত আলাপ করেন না তাহারা ঐরূপ অজ্ঞ স্ত্রী লইয়া কিরূপে সর্ব্বদা বাস করেন? যদিও পুরুষদিগের মধ্যে এখন স্বাধীনতার ভাব অল্প পরিমাণে

প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিতেছে কিন্তু স্ত্রীগণ পূর্ব্ববৎ পরাধীনই আছেন। আমাদের দেশের অন্তঃপুর যেন একটী সুসজ্জিত ক্রীড়ালয় তথায় রূপ কতকগুলি লাবণ্যবতী-সুবর্ণ-রত্ন-মণ্ডিতা নরপুত্তলিকা ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, তথায় কেবল বেশ ভূষা, আমোদ কোলাহল, পান-ভোজন, হাস্য পরিহাস দিবানিশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনো দুইটী স্ত্রী একত্র হইলে বেশভূষা, রন্ধন-ভোজন প্রভৃতি জল্পনা লইয়া কালক্ষয় করে। এখনো রূপের গৌরব অলঙ্কারের অহঙ্কার তাহাদের অতিশয় প্রিয়বস্তু। বঙ্গদেশে এমন পরিবার নাই বলিলেও হয় যেখানে কেবলই জ্ঞানের আলোচনা ধর্ম্মের আলোচনাকে আদর করা হয়। অনেকানেক বিজ্ঞ-বিদ্বান ও দেশহিতৈষীদিগের পরিবারেরও এইরূপ দুর্দ্দশা। তাঁহারা দেশের কুরীতি সংশোধন করিতে যান; কিন্তু নিজ পরিবার অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাহার কোন প্রতি বিধান করেন না। এরূপ দেশহিতৈষণা দ্বারা প্রকৃত ফললাভ হইবে না। যদি পরিবার সংশোধনের চেষ্টা অগ্রে করা হয় তবে দেশের মঙ্গল চেষ্টা কদাপি হইতে পারে না। বাহির হইতে যে সংস্কার শিক্ষা করা হয় তাহা স্থায়ী নহে। যদি একটী পরিবার সংস্কৃত হয় তাহাতেই প্রকৃত ফল উৎপন্ন হইবে। মাতা জ্ঞানাপন্ন হইলে সন্তানেরা প্রথম হইতেই বিশুদ্ধস্বভাব হইবে, পিতা মাতাকে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক দেখিলে সন্তানেরা ঐ সাধুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে, এবং এরূপ হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই এদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। অতএব আমাদিগের কৃতবিদ্যেরা যদি আন্তরিক যত্নের সহিত আপনাদের অন্তঃপুর সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে দেশের একটী প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। আমাদের সমাজ অর্দ্ধাঙ্গহীন। এইরূপ অর্দ্ধাঙ্গ সমাজ লইয়া কোন দেশ মহত্ত্বের পদবীতে অধিরোহণ করে নাই। আমরা আপনারা জ্ঞানী হইব, ধার্ম্মিক হইব, সভ্য হইব এবং আমাদের স্ত্রীরা অন্ধকার কারাগারে চিরদিন সমভাবেই থাকিবে? তাহারা চিরকালই কি রন্ধন, ভোজন ও অলঙ্কারের গল্প করিবে?

এবং ব্রত, একাদশী, ষষ্ঠী, মনসার পূজা করিবে এবং পদদ্বয়ে নূপুর ঘুঙ্গুর দিয়া গৃহশোভা হইয়া থাকিবে? কৃতবিদ্যগণ! আপনারা একবার এই বিষয়টী গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, এবং ভগ্নিগণ! আপনারাও স্বজাতির প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করুন। আপনাদের দুর্দ্দিন দূর করিবার জন্যে যাঁহারা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন আপনারা কেবল কৃপা করিয়া তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠানে যোগ দান করুন; উভয়ের ইচ্ছা এক হইলে ত্বরায় শুভলাভ হইবে। ঈশ্বর আপনাদিগকে শুভ বুদ্ধি দান করুন।

নূতন সংবাদ।

১ম। বিগত ২৬ শে মাঘ শনিবার কৃষ্ণনগরে সমারোহপূর্ব্বক একটী ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী অস্মদ্দেশীয় সুবিখ্যাত শ্রীযুত বাবু রামতনু লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী। এবং পাত্র কালনার ডাক্তার শ্রীযুত বাবু তারিণী চরণ ভাদুড়ী। কন্যার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ। এই বিবাহটী বাল্য বিবাহের দোষে সংস্পৃষ্ট হয় নাই। বিবাহ সভায় কৃষ্ণনগরের মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং অনেক গুলিন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় বিবি ও সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ ব্রাহ্ম বিবাহেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা যাইতেছে।

২য়। এডুকেশন গেজেট লিখিয়াছে এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবহার করিয়া শত শত ব্যক্তিকে সংক্রামক জ্বর ও প্লীহা হইতে মুক্ত করাইয়াছেন। নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কাল তুলসীর পাতা, গোল-মরিচ এই চারিটী দ্রব্যের প্রত্যেকের সমান অংশ লইয়া উত্তম করিয়া বাটিয়া কুলের আঁটি প্রমাণ বড়ি বাঁধিবে। প্রাতঃকালে একটী বড়ি ক্ষেতপাপড়ার রস দিয়া, এবং বৈকালে একটী বড়ি জল দিয়া মাড়িয়া খাইবে। প্লীহা থাকিলে প্রাতঃকালে গোমূত্র দিয়া মাড়িয়া খাইবে। ইহার কোন অনুপান না পাওয়া গেলে বা তাহার প্রতি ঘৃণা থাকিলে কেবলমাত্র পরিষ্কার জল দিয়া ঔষধ সেবন করিবেক।

(বালক বা শিশুদিগের বয়ঃক্রম অনুসারে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় দিবে।)

ক্ষেতপাপড়া কলাপাতায় বাঁধিয়া অগ্নিতে ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া তাহার রস বাহির করিতে হয়।

ঔষধ এক মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিবে।

৩য়। কাশী হইতে এক ব্যক্তি সোমপ্রকাশে লিখিয়াছেন এপ্রদেশের বালিকা বিদ্যালয় সকলের পরিদর্শন কার্য্যে বিবি গ্রেবস্ নাম্নী যে ইউরোপীয়া মহিলা নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সম্প্রতি এখানে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি একজন উপযুক্ত স্ত্রীলোক; ইহাদ্বারা সমাজের বিলক্ষণ উপকার হইবে বোধ হইতেছে।

৪র্থ। এডুকেশন গেজেট পাঠে অবগত হওয়া গেল যে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের মধ্যে সামান্য বিদ্যালয়সকলে এক লক্ষ শিক্ষয়িত্রী আছে। তথাকার শিক্ষা সমাজসকল বলেন স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা উত্তমরূপে শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে এবং কেহ কেহ বলেন পুরুষদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষকতা কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে।

আমেরিকার স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি শ্রবণে সকলেরই মন আনন্দিত হইয়া উঠিবে। হে ভারতবর্ষীয়া মহিলাগণ! তোমাদের ভগ্নীগণের উন্নতি শ্রবণে উৎসাহী হও। আর কতদিন এরূপ হীনাবস্থায় পতিত থাকিবে?

৫ম। শুনা যাইতেছে বোম্বাইয়ে একটী শিল্পপ্রদর্শন হইবে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। নানাস্থান হইতে শিল্পদ্রব্য সকল সংগৃহীত হইবে। এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে আরও টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন।

৬ষ্ঠ। "ইউরোপীয় কতকগুলিন সৌদাগর গাভীদুগ্ধকে বহুদিন অবিকৃত রাখিবার এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত করিয়াছেন। দুগ্ধের জলাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বিটচিনি মিশ্রিত করিতে হয়। সেই চিনি মিশ্রিত খাঁটী দুগ্ধ এক টীনের পাত্রে বন্ধ করিয়া রাখিলে যতদিন ইচ্ছা, সমভাবে থাকিতে পারে। তাহাতে দুগ্ধ কিছুমাত্র দুর্গন্ধ বা বিবর্ণ হয় না।"

৭ম। বোম্বাইয়ে ও আমেদাবাদে দুইটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য তত্রত্য লোকেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা বিদ্যালয়ের অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। সম্প্রতি ঐ বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহারা বিলাতে আবেদন করিয়াছেন।

কোন সংবাদ পত্র লিখিয়াছে, এক্ষণে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ৭৬টী বালিকা বিদ্যালয় এবং ৩৯০০ বালিকা আছে।

বামাগণের রচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পরমেশ্বর! যেমন তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য নগরে নগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছ, তেমনি আমাদিগের মনে তুমি শুভ বুদ্ধি প্রদান কর যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারি, এবং তোমাকে হৃদয় মন সকলি সমর্পণ করিতে পারি, মনুষ্যগণকে যেন ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়া জ্ঞান করি। হে নাথ! তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে অত্যাচার বর্ষণ হইতেছে, এখন তুমি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হও। তোমার অভয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নির্ভয়ে অত্যাচার সহ্য করি। বিগত কালের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলাম সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি নাই বলিয়া হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পারি না, এখন ভবিষ্যতে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারি তুমি আমাকে এমত শক্তি দেও। তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তুমি ধন্য! নাথ তুমি ধন্য! হে নাথ! এখন আমি তোমার উপাসনা করিব বলিয়া একাকী বসিয়াছি, কিন্তু নাথ, জানি না কিরূপে তোমার উপাসনা করিতে হয়। তোমাকে হৃদয়ে দর্শন করিব স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়াছি কিন্তু জানি না কিরূপে তোমাকে দেখিতে হয়। হে নাথ! তবে কি

আমি শূন্যহৃদয়ে ফিরিয়া যাইব? তুমি অনাথশরণ, তুমি ভক্ত বৎসল। যদি আমরা তোমাকে দেখিবার উপযুক্ত না হই, তুমি আমাদিগকে দর্শন দিবে। আমরা তোমার কন্যা। তুমি আমাদের পিতা সস্নেহে আমাদিগকে ক্রোড়ে লও, আমরা পিতা বলিয়া তোমার পবিত্র ক্রোড়ে ব্যগ্র হইয়া গিয়া বসি, এই আমাদিগের আশা; ধন্য পিতঃ! ধন্য তোমার করুণা। পাপী বলিয়া তুমি তোমার কোন পুত্র ও কন্যাকে পরিত্যাগ করনা, তাহা আমরা স্পষ্ট প্রতীতি করিযাছি। হে নাথ! আমাদিগের জীবন কি জঘন্য ছিল, নাথ! তাহা স্মরণ করিতেছি। কোথায় হইতে তোমার কৃপা দৃষ্টি আমাদিগের উপর পতিত হইল আর আমরা জানিলাম যে আমরা পরম দেবতা এবং পরম পবিত্র স্বরূপের পুত্র ও কন্যা। আমাদিগের আর এরূপ জঘন্য ভাবে কাল ক্ষেপণ করা উচিত নহে, তাহা হইলে পিতাকে অবমাননা করা হয়। এই জ্ঞান তোমার কৃপাতে ক্রমে২ দৃঢ় হইতেছে। এখন আমরা তোমার কৃপায় পবিত্রতা লাভ করিতেছি, কিন্তু নাথ! আমাদিগের নিজ২ শক্তি দ্বারা আমরা সাধু হইতে পারিতেছি না, আমাদিগের সাধুতা তোমার সাহায্য সাপেক্ষ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিয়া লও তাহা হইলেই আমরা পবিত্র হইতে পারিব। কুপ্রবৃত্তিরূপ পিশাচ আমাদের মনকে যে ভয়ানকরূপে জঘন্য করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর কি বলিব! তুমি অন্তর্যামী সকলি জানিতেছ এবং সকলি দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু আমরা তাহা না প্রকাশ করিয়া আর থাকিতে পারি না। নাথ! পাপের যাতনা আর সহ্য করিতে পারিনা, ইচ্ছা হইতেছে যে উন্নত হইব, পবিত্র হইব, এবং সাধু হইব, আর যেন আমাদের আচরণে অসাধুতা লক্ষিত না হয়, তাহা হইলে মন্দ অভ্যাসসকল আমাদিগের কার্য্যেতে বাক্যেতে এবং চিন্তাতে দেখা যাইবে না। অতএব নাথ! তুমি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শ্রীমতী কামিনী দত্ত।
মোজাফ্ফরপুর।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত ৩০০ নং চিৎপুর রোড।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৫৬ সংখ্যা। চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৪। ৩য় ভাগ

প্রাণিবিদ্যা।

স্তনধারী।

অঙ্গুলিপত্রা-বা-চর্ম্মপত্রা।

গ্রীষ্মকালীন সায়ংকালে আকাশ পথে নেত্রপাত করিলে দৃষ্ট হইবে যে বায়সাকার বিহঙ্গগণ ইতস্ততঃ পক্ষচালনা করিতেছে। এতদ্দর্শনে অবশ্যই আপাতজ্ঞান হইতে পারে যে অপরাপর পক্ষী যেরূপে পক্ষ বিশিষ্ট ইহারাও তদ্রূপ, কিন্তু পরীক্ষায় বিপর্য্যয় প্রমাণ হইবে। ইহাদিগের শরীরে একটী মাত্রও পালক দেখিতে পাইবে না এবং ইহাদের পক্ষের উপকরণ ও গঠনও বিহঙ্গ-পক্ষের ন্যায় নহে। বাদুড়দিগের পক্ষাধার অস্থিগুলি আমাদিগের অঙ্গুলির সদৃশ, এবং তৎসমুদয় হস্তাকার এক খণ্ড অস্থিতে সংলগ্ন আছে। কেবল অঙ্গুষ্ঠটী স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ আঙ্গুলির ন্যায়ও নহে, একটা আঙ্গটার মতন। ইহাদিগের দুইটী ক্ষুদ্র ২ পদ আছে তাহার অঙ্গুলিপঞ্চ বক্রাগ্র নখর দ্বারা ভূষিত। বাদুড়ি প্রয়োজন হইলে বৃক্ষশাখাদিতে ঐ নখর আবদ্ধ করিয়া ঝুলিতে পারে। কোন বাদুড়িকে মসৃণ ভূমির উপর নিক্ষেপ করিলে এক পদও চালনা করিতে পারে না,

কিন্তু বন্ধুর বৃক্ষগাত্র অবলম্বন করিয়া অনায়াসে উদ্গমন করিতে পারে। বাত্তলিদিগের পক্ষ যে কেবল উড্ডয়ন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় এমত নহে, উহা স্পর্শেন্দ্রিয়েরও কার্য্য করে। কোন সাহেব এইশক্তি পরীক্ষাচ্ছলে একটী বাদুড়ের দর্শন শক্তি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেও বাত্তলির উড্ডয়ন ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত হয় নাই, সেই পরীক্ষাস্থলে যে সমস্ত সূত্র আকাশে ইতস্ততঃ বিন্যস্ত ছিল তাহা পর্য্যন্তও স্পর্শ করে নাই। ভাম্পায়ার নামক বিদেশীয় বাত্তলির নাসাগ্রে পত্রাকার একটী প্রত্যঙ্গ থাকে, তদ্দ্বারা আঘ্রাণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাদিগের দন্ত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ডারউইন পণ্ডিত কহিয়াছেন ইহারা ঘোটক পৃষ্ঠে দংশন করে। ভাম্পায়ার দক্ষিণ আমেরিকা নিবাসী। জাবাদ্বীপে এক প্রকার বাত্তলি আছে তাহার পক্ষদ্বয়ের বিস্তৃতি ৫ পাঁচ ফিট দীর্ঘ।

ভারজিল নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কহেন কোন২ বাদুড় এরূপ ভীষণ যে তাহারা লোকদিগকে ভয়ভ্রষ্ট করাইয়া আপনারা পরমসুখে তাহাদিগের খাদ্য সামগ্রী সকল ভক্ষণ ও অপচয় করে। ইহারা অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় বাদুড় বিশেষ। অঙ্গুলিপত্রার আহার ভিন্ন২। কেহ ফল, কেহ পতঙ্গ প্রভৃতি আহার করিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদা যে সমস্ত বাদুড় দেখিতে পাই তাহারা পেয়ারা, আম্র, অশ্বত্থফল, সুপারী প্রভৃতি বহু প্রকার ফল ভক্ষণ করিয়া থাকে। কলাবাদুড় এবং চামটিকাও অঙ্গুলি-পত্রা। দুইশত দশ জাতি অঙ্গুলি-পত্রা আছে।

কীটাশী।

কীটাশীদিগের দন্ত সূচ্যগ্র সদৃশ সুতীক্ষ্ণ। গন্ধমূষিক, শজারু প্রভৃতি জন্তু এই জাতীয়। শজারু, শল্লকী, শল্যক, শশ, ইত্যাদি শব্দে বাচ্য হইয়াছে। গাত্রে শলাকার ন্যায় কণ্টক আছে বলিয়া তাহাদিগকে শল্লকী বা শল্যক বলা হইয়াছে। ঐ শল্য তাহাদিগের রক্ষাস্ত্র স্বরূপ। কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে শশারুরা তাহাদিগের গাত্রকণ্টকে ফল বিদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যেহেতু ইহারা ফলাহার করে না, গুগলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র২ জন্তুই ইহাদিগের আহার্য্য।

ছুঁচাকে গন্ধমূষিক বলে। ইহাদিগের সম্মুখের পদদ্বয় প্রশস্ত ও ভূদারণ উপযোগী। তদ্দ্বারা ইহারা ভূমধ্য হইতে আপনাদিগের কীটাহার সংগ্রহ করে। এতদ্দেশীয় ছুঁচারা চাউল, ভাত, পিষ্টক প্রভৃতি মনুষ্যের অধিকাংশ খাদ্যই ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের কর্ণাবয়ব নাই। অনেকে ইহাদিগকে অন্ধ বলিয়াছেন। ঘোরান্ধ গৃহে তাহাদিগের আহার অন্বেষণ ক্রিয়া দেখিলেই এই ভ্রম দূরীকৃত হয়। ইহারা যদি অন্ধ, তবে চক্ষু বিশিষ্ট কে? ছুঁচাদিগের গাত্রে এক প্রকার গন্ধ আছে তজ্জন্য তাহাদিগকে গন্ধমূষিক বলে। তন্নিমিত্ত গন্ধমূষিক কি আমাদিগের ঘৃণার বস্তু হইতে পারে?

মাংসাশী

সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি সকল শ্বাপদ জন্তু এই জাতীয়। বক্রাগ্র তীক্ষ্ণ নখর, সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তক দন্ত ইহাদিগের লক্ষণ। ইহাদিগের আর একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। বিড়াল জাতীয় জন্তু সমুদায় পদের উপর নির্ভর দিয়া চলে না, কেবল অঙ্গুলির উপর নির্ভর করে, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রপদচারী বলা যায়। এবং ভল্লুক জাতীয় শ্বাপদেরা সমুদায়-পদে ভর দিয়া চলে বলিয়া তাহাদিগকে পদচারী কহা যায়। যদিও এই জাতীয় জন্তুকে সাধারণতঃ মাংসাশী বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে কেহ কেহ উদ্ভিদাশীও বটে। এই জাতির আকারেরও অনেক বৈলক্ষণ্য বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিতস্তি প্রমাণ বিড়াল হইতে সুবৃহৎ সিংহ শার্দ্দূল পর্য্যন্ত প্রাণিকে একবর্ণ মধ্যে বাস করিতে দেখা যায়। সর্পাকৃতি নকুল এবং মৎস্যাকার সীলকেও এই পরিবারের মধ্যগত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের বাসস্থলেরও বিভিন্নতা আছে। "সীল" জলস্থল উভয় স্থানে (কিন্তু অধিকাংশই জলে), কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি জল-স্থানে, সিংহ শার্দ্দূলাদি বন-স্থানে, শৃগাল নকুলেরা বিবরাশ্রমে বাস করে। মাংসাশীদিগের জাতি-সংখ্যা ২৩৯ ভাগে বিভক্ত। তাহারা অধিকাংশ ক্রান্তি প্রদেশ বাসী।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

ধাত্রীবিদ্যা।

(৬৯৩ পৃষ্ঠার পর।)

দ্বিতীয় অবস্থার কর্ত্তব্য।

১ম। প্রসূতিকে সূতিকাগারে লইয়া যাইবার এইটী উপযুক্ত সময়।

২য়। এঅবস্থায় প্রথম অবস্থার ন্যায় প্রসূতির গৃহ ও খাদ্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি করা উচিত।

৩য়। জরায়ু-ঝিল্লি ছিন্ন হইলে শিশুর নাভি নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত।

৪র্থ। যদি প্রসব বেদনা মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায় তবে যাহাতে বেদনা পুনরায় আইসে তাহার সহজ উপায় গ্রহণ করা উচিত।

৫ম। প্রসূতির উরু ও জঙ্ঘাদেশ বিস্তারের আবশ্যকতা।

৬ষ্ঠ। প্রসবদ্বার রক্ষা করা উচিত।

এই দ্বিতীয় অবস্থাটী অতিশয় গুরুতর। এই অবস্থায় ধাত্রী ও প্রসূতির সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সূতিকাগারে আবশ্যক দ্রব্য গুলির আয়োজন করিয়া রাখা উচিত, যথা—কাঁচি একখান, রেশম একটু, ফেলানেল কাপড় এক বর্গহস্ত প্রমাণ। যেমাত্র "জল ভাঙ্গিল" তখনি দ্বিতীয় অবস্থা। জল ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পরেই শিশুর মস্তক নির্গত হইতে থাকে। প্রসূতিকে প্রসব শয্যায় শয়ন করাইয়া একবার পরীক্ষা করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশু নির্গত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রসূতির নিকট বসিয়া থাকা উচিত। প্রথম অবস্থার ন্যায় স্থানান্তরে উঠিয়া যাওয়া উচিত নয়।

যদি বেদনা মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয় তবে যাহাতে বমন হয় এরূপ উপায় গ্রহণ করিবে। দেশীয় ধাত্রীরা ইহার জন্য ছেঁড়া চুল খাওয়াইয়া থাকে, ও গলায় অঙ্গুলী দেয়। এরূপ উপায় গুলি অতি উৎকৃষ্ট। চুল খাওয়ান কিম্বা গলার মধ্যে পালক দিয়া সড় সড় করান কিম্বা নাকে কাটি দেওয়া প্রভৃতি উপায় গ্রহণ করিলে বেদনা সহজে আইসে।

যখন শিশুর মস্তক জনন ইন্দ্রিয়ের উপরিভাগে আইসে তখন হইতে প্রসবদ্বার রক্ষা করা উচিত। নতুবা শিশুর স্কন্ধদ্বয় বাহির হইবার সময়

গুহ্যদেশ ছিন্ন হইয়া প্রসব দ্বার ও মলদ্বার এক হইয়া যাইতে পারে। অতএব উপযুক্ত সময়েই গুহ্য প্রদেশ রক্ষা করা আবশ্যক।

প্রসূতির বামভাগে বসিয়া নিজের বাম হস্তের কুনুই বিছানার উপর রক্ষিত করিয়া প্রসবদ্বার এইভাবে করতল দ্বার রক্ষা করিবে যে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী জননইন্দ্রিয়ের বাহ্য ওষ্ঠের দুই ধারে থাকে। বলপূর্ব্বক কিম্বা শিথিলভাবে উহা করা উচিত নহে, কারণ অধিকতর বলের সহিত রক্ষা করিলে শিশুর স্কন্ধদ্বয় নির্গত হইবার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে এবং শিথিলভাবে রক্ষা করিলে কোন ফলই দর্শে না। এই প্রকারে ধরিয়া থাকা অতিশয় কষ্টকর ও বিরক্তিজনক। এক অবস্থায় অনেক ক্ষণ এই ভাবে হস্তরক্ষা করিলে হস্ত অবশ হইতে পারে এবং ঝিন্ ঝিন্ করিতে পারে, তথাপি হাত ছাড়িয়া দেওয়া কোনমতে উচিত নহে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে যত কেন বিলম্ব হউক না, প্রসূতির নিরাপদের জন্য ধাত্রীদিগের এ প্রকার নানা কষ্ট সহ্য করা উচিত।

অনেক স্ত্রীলোক দ্বিতীয় অবস্থায় একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না, একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন, কিন্তু সেরূপ করা ভাল নহে। একস্থানে স্থির হইয়া না থাকিলে প্রসব বেদনা উত্তমরূপে আসিতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রসবের সময় হাঁটু বুকের মধ্যে রাখিয়া পা দুইখান বিস্তার করিবে অর্থাৎ দুই পায়ের মধ্যে একটা বড় গোল বালিস দিবে। যদি প্রসবের বিছানা খাটের উপর হয় তবে প্রসূতির মস্তকের দিকে খাটের ডাণ্ডা দুইটাতে চাদর বাঁধিয়া প্রসূতিকে সেই চাদর ধরিতে দেওয়া উচিত; যদি ভূমিতে বিছানা হয় তবে জানেলাতে চাদর বাঁধিয়া ঐ রূপে ধরিতে দেওয়া উচিত। উহাতে দুইটী উপকার আছে; ১ম প্রসূতির শরীর এক স্থানে থাকে, ২য় বেদনা উপস্থিত হইলে তাহার উপর ভরদিয়া বেগ (কোঁত) দিতে পারা যায়। এই প্রকার বেদনার পর শিশুর মস্তক বাহির হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিদ্যাশিক্ষা।

(৬৯৯ পৃষ্ঠার পর)

দেশে দূষিত আচার, দেশে দূষিত আচার
আছে যাহা, জ্ঞানোদয়ে হয় জ্ঞাতসার।
যাহে বহু অপকার, যাহে বহু অপকার,
তিল উপকার নাহি, নাহি যার সার;
যাহা অনর্থের মূল, যাহা অনর্থের মূল,
জ্ঞান রূপী অসি তার হয় প্রতিকূল।
কত অনিষ্ট বিষম, কত অনিষ্ট বিষম,
করিছে দেশের দেখ, কৌলীন্য নিয়ম।
যত কুলীন শবরে, যত কুলীন শবরে,
শতাধিক কন্যাদান করে এক বরে!
হায়! কি দুঃখের কথা, হায়! কি দুঃখের কথা,
কি আক্ষেপ, পরিতাপ, বিষময় প্রথা।
যত কুলীন দুহিতা, যত কুলীন দুহিতা,
ভরণ পোষণ করে, পিতা মাতা ভ্রাতা।
তারা হইয়া সধবা, তারা হইয়া সধবা,
পিত্রালয়ে থাকে যেন অবীরা বিধবা!
কারো বিবাহ সময়, কারো বিবাহ সময়,
পতি সহ শুভ দৃষ্টি সুধু মাত্র হয়।
কারো ভাগ্য অনুকূলে, কারো ভাগ্য অনুকূলে,
কদাচ কখন পতি আসে কালে কুলে।
কিন্তু টাকার বিষয়, কিন্তু টাকার বিষয়,
মনস্থ না হলে তথা পাধোয়াটি নয়।
কহে কাহাকে প্রণয়, কহে কাহাকে প্রণয়,
পাপিষ্ঠ কুলীন গণ অবগত নয়।
বুঝি পবিত্র প্রণয়, বুঝি পবিত্র প্রণয়,
ঘৃণিয়া না স্পর্শ করে তাদের হৃদয়।

হবে কিরূপে প্রণয়? হবে কিরূপে প্রণয়?
ঈশ্বর আদেশে যার দৃষ্টি নাহি রয়।
ভ্রমে পতিত হইয়া, ভ্রমে পতিত হইয়া,
পিতা মাতা চিরকষ্ট ডাকিয়া আনিয়া,
ভোগে নিজেও যেমন, ভোগে নিজেও যেমন,
ভোগায় কন্যায় হায়! করি জ্বালাতন।
এর মাঝে কত জন, এর মাঝে কত জন,
কুলে কালি দিয়া করে কুপথে গমন।
এইজাতি বামাগণ, এইজাতি বামাগণ,
শত মাঝে সতী মাত্র দুই চারি জন।
এই ঘৃণিত বিষয়, এই ঘৃণিত বিষয়,
শুনিয়া কাহার মন ক্ষোভিত না হয়?
তাহে যে সব ঘটনা, তাহে যে সব ঘটনা,
ঘটিতেছে সাধারণে করে না গণনা।
ঘুণ ধরিয়া যেমন, ঘুণ ধরিয়া যেমন,
কাষ্ঠের সারাংশ সব করয়ে শোষণ,
হায়! তথা এই প্রথা, হায়! তথা এই প্রথা,
সারশূন্য করিতেছে দেশেরে সর্ব্বথা।
করি দেখ মনোযোগ, করি দেখ মনোযোগ,
দেশে পঙ্গু করিতেছে যেন বাতরোগ।
এই অশুভ বিবাহ, এই অশুভ বিবাহ,
বল বীর্য্য আয়ু বিদ্যা ক্ষমতা উৎসাহ,
সব নাশিতেছে হায়! সব নাশিতেছে হায়!
এর অত্যাচারে বুঝি ক্রমে দেশ যায়।
হায়! যতেক বাঙ্গালি, হায়! যতেক বাঙ্গালি,
সাহস বিহনে খায় সবাকার গালি!
একি সামান্য আক্ষেপ, একি সামান্য আক্ষেপ,
কেন গালি খায় তাহে নাহি ভ্রুক্ষেপ!

এই কুৎসিত আচার, এই কুৎসিত আচার,
"বাঙ্গালি সাহসহীন" করিছে প্রচার।
থাক্ অপর কারণ, থাক্ অপর কারণ,
তার মাঝে এটী কিন্তু অমোঘ সাধন।
এই বিবাহের দোষে, এই বিবাহের দোষে,
বিধবা সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে দেশে।
এই পাপ সহচর, এই পাপ সহচর,
দারিদ্র্য, দেশের মধ্যে এত অগ্রসর।
যত মূর্খ পিতা মাতা, যত মূর্খ পিতা মাতা,
বিয়ে দিয়ে বাল্য কালে খান পুত্র মাথা।
"হেরি বধূ চন্দ্রানন, হেরি বধূচন্দ্রানন,
সকাল করিয়া তৃপ্ত করিব নয়ন;
মনে আছে যত সাধ, মনে আছে যত সাধ,
মেটাব বেহাই সনে, আমোদ আহ্লাদ।"
এই অলীক আশায়, এই অলীক আশায়,
উদ্বাহ শিকল বাঁধে তনয়ের পায়।
বিদ্যা শিক্ষার সময়, বিদ্যা শিক্ষার সময়,
বিবাহিত হলে কভু লেখা পড়া হয়?
হবে কিরূপে তাহার, হবে কিরূপে তাহার,
যেহেতু পড়য়ে শীঘ্র সংসারের ভার।
বল সন্তানাদি হলে, বল সন্তানাদি হলে,
কিছু কিছু না আনিলে কিরূপেতে চলে?
গেল অর্জনের তরে, গেল অর্জনের তরে,
লেখা পড়া তোলা হল মাথার উপরে।
মাতা শত্রু পিতা অরি, মাতা শত্রু পিতা অরি,
"শৈশবে সন্তান শিক্ষা হয় সর্ব্বোপরি,"
যারা না করিয়া মনে, যারা না করিয়া মনে,
করে বিঘ্ন সেই কালে বিবাহ প্রদানে।

সুখ স্থানে পরিতাপ, সুখ স্থানে পরিতাপ,
নিজে নাবালক সেই ছেলেদের বাপ!
বীজ অপক্ব থাকিলে, বীজ অপক্ব থাকিলে,
তাহে কি সতেজ গাছ হয় কোন কালে?
তথা শৈশবের ছেলে, তথা শৈশবের ছেলে,
বিষধর অহিকুলে, মেটুলি বা হেলে।
তারা জনমে যেমন, তারা জনমে যেমন,
অকালে মৃত্যুর মুখে করয়ে গমন।
হায়! মা বাপ তখন, হায়! মা বাপ তখন,
সুত শোকানলে দগ্ধ হয় অনুক্ষণ।
সুধু পুত্র বলে নয়, সুধু পুত্র বলে নয়,
শৈশবে কন্যারো বিয়ে অমঙ্গলময়।
লজ্জা শুনিতে উদয়, লজ্জা শুনিতে উদয়,
কুলীন বৈদিক বিয়ে যেরূপেতে হয়।
সদ্যজাত সুতাসুত, সদ্যজাত সুতাসুত,
বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হতেছে নিয়ত!
এই জাতির সন্ততি, এই জাতির সন্ততি,
"পেটে পেটে বিবাহিত" আছে জনশ্রুতি।
এতে কত অপকার, এতে কত অপকার,
হতেছে কুলীন কুলে সংখ্যা নাহি তার।
এই ঘৃণিত বিবাহ, এই ঘৃণিত বিবাহ,
দারিদ্র্য অগ্রজ তার নাহিক সন্দেহ।
এই জাতীয় ব্রাহ্মণে, এই জাতীয় ব্রাহ্মণে,
দরিদ্র যেমন, তথা নাহি ত্রিভুবনে।
সদা অন্ন অন্বেষণে, সদা অন্ন অন্বেষণে,
অনেকে করেন ভিক্ষা এখানে ওখানে।
হায়! হেন ভাগ্যহত, হায়! হেন ভাগ্যহত,
'ফলারে' 'ভিক্ষুক' নামে দেশেতে বিখ্যাত।

আর কত অপকার, আর কত অপকার,
বুঝিতে পারেন আছে হৃদয় যাঁহার।

দেশে নিয়ম এমন,
পুরুষে করিবে বিয়ে যাবৎ জীবন;
তাহে বয়স বিচার,
কিছুমাত্র নাহি হেন জঘন্য আচার।
তবু হইত সঙ্গত,
বিধবা বিবাহ যদি চলিত থাকিত।
দেখ বিসদৃশ কত,
যেই কন্যা পুরুষের দৌহিত্রীর মত;
সেই তারে বলে পতি,
কেন না হইবে এতে দেশের দুর্গতি?
এই বৃদ্ধের বিবাহ,
বাল্য বিবাহের মত পাপের প্রবাহ।
ইহা অনিষ্ট আকর,
জনমে কেবল তাহে অশুভ বিস্তর।
কিন্তু এ দেশের লোক,
অন্ধ সদৃশ তাহে দেখি হয় শোক।
বীজ হলে পুরাতন,
তাহে জাত তরু তেজী হয় কি কখন?
দেখ বৃদ্ধের তনয়,
দীর্ঘায়ু সবল দেহ কখন না হয়।
বল কাহাদের দোষে,
অকালে অনেক শিশু যায় কাল বশে?
তারা তাদৃশ বয়সে,
ত্যাগ করে দেহ সুধু পিতামাতা দোষে।
সদা বিবাদ কলহ,

হয় হেন দম্পতীর গৃহে অহরহঃ।
এরা যত সুখে রয়,
জগতে কাহারো তাহা অবিদিত নয়।
হায়! অমৃত সদনে,
বিষ দেখি দুঃখ কার নাহি হয় মনে?

এই সংসারের মাঝে,
সদসৎ দুই পথ নিয়ত বিরাজে।
চিত্ত সতত অস্থির,
মানবের স্বাভাবিক কভু নহে ধীর।
চিত্তবিত্ত উভয়েরে,
সৎপথে যেই জন যোজন না করে;
তার সেই মনধন,
নিশ্চয়ই অসৎপথে করয়ে গমন।
সৎপথ প্রদর্শক,
জ্ঞানমাত্র, অন্ধকারে যেমন আলোক।
সেই জ্ঞানের প্রসূতী,
বিদ্যা, মানবের যাহা হিতকরী অতি।
এই বিদ্যা অধ্যয়নে,
তুল্য অধিকার স্ত্রীর পুরুষের সনে;
যুক্তি তর্ক সুবিচার,
একমত হয়ে সবে করিছে প্রচার।
তাহে নাহিক সন্দেহ,
তথাপি ত্যজেনা লোক ভ্রমরূপ গেহ।
সুদ্ধ চাকরীর তরে,
লেখাপড়া প্রয়োজন কেহ বোধ করে;
কেহ এইরূপ কন,
নারীকুলে লেখা পড়া বড় কুলক্ষণ;

হয় বিধবা অসতী,
লেখাপড়া করে যেই হয়ে কুলবতী।
হায়! এই ভ্রমবোধ,
দেশের উন্নতি পথ করিতেছে রোধ।
তাঁরা এমনি অজ্ঞান,
যদি কেহ কহে তব কাকে নিল কাণ;
কাণে নাহি দিয়া হাত,
ছোটেন কাকের সনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ।
কর পরীক্ষা আগেতে,
স্ত্রী শিক্ষার ফলাফল কহিবে পশ্চাতে।
বিদ্যা উপকার বিনা,
মানুষের অপকার কখন করেনা।
বিদ্যা তুল্য হিতকরি,
স্ত্রীপুরুষে কিছুমাত্র ভেদ নাহি করি।
হায়! কত অপকার,
স্ত্রীশিক্ষা অভাবে দেশে কি কহিব তার।
ঈর্ষা বিবাদ কলহ,
এই লয়ে বামাগণ থাকে অহরহঃ।
তারা হলে পাঁচ জন,
বসন ভুষণ স্বামী কাহার কেমন;
সুধু এই আলাপনে,
হেলায় হারায় আহা! সময় রতনে।
তারা মনুষ্য হইয়া,
কি আক্ষেপ! গণ্য নহে মানুষ বলিয়া।
বিদ্যা বাম বামাগণে,
তাতেই তাদের লোক মানুষ না গণে;
যত জ্ঞানহীনা নারী,
উপধর্ম্মে রত সত্য ধর্ম্ম পরিহরি।

কবে জ্ঞানের মিহির,
উঠিয়া নাশিবে দেশে অজ্ঞান তিমির?

পরে গুরু কন শুন বিরাজমোহিনি।
হেমাঙ্গিনি! মধুমতি! শৈলজা কামিনি!
তোমরা পাঠেতে যথা করিছ যতন,
উপদেশ যেইরূপ করিছ শ্রবণ;
সেই পাঠ উপদেশ জ্ঞান অনুরূপ,
ব্যভার করিতে যত্ন করিবে স্বরূপ।
তবে তোমাদের হবে যতন সফল,
লভিবে সুফল আর বহুল কুশল।
যদি উপদেশ সম না কর ব্যভার,
চিনিবাহী দুর্ব্বাভোজী গরুর প্রকার;
গ্রন্থবাহী সুধু মাত্র হইবে নিশ্চিত।
কোথাও তাদৃশ জন না হয় আদৃত।
শ্বশ্রূ আদি গুরু জনে করিবে ভকতি,
অক্ষম হইলে তাঁরা যেমন শকতি,
কিছুমাত্র ত্রুটি নাহি করি এক মনে,
শুশ্রূষা সাহায্য সদা করিবে যতনে।
এই উপদেশ বাক্য পুস্তকে পড়িয়া,
শিক্ষকের মুখে তথা শ্রবণ করিয়া;
যে বালা করয়ে তার অন্যথা চরণ,
অধম ব্যতীত তারে বল, সুবচন,
কে আর বলিবে হায়! কেহনা বলিবে,
এইমত সব ঠাই নিশ্চয় জানিবে।

বামাগণের রচনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরিশ্রম।

শ্রম কর যদি তুমি চাও নিজ সুখ,
অলস হইলে পরে পাবে বড় দুখ;
শ্রম বিনা ধন নাহি হয় উপার্জ্জন,
কত দুঃখ পায় সেই নাহি যার ধন;
শ্রম করি শস্য লাভ করে কৃষিগণ,
তাহাতে আমরা করি জীবন ধারণ;
মুকুতা রচিত যত বিবিধ ভূষণ,
উদ্যানের ফল ফুল সুন্দর কেমন;
কাশ্মিরের শাল হয় কিবা মনোহর,
নৃপতি প্রাসাদ দেখ কত শোভাকর;
মানব দেহের সার বিদ্যা মহাধন,
চমৎকার অট্টালিকা স্তম্ভ সুশোভন;
অন্নবস্ত্র আদি আর নানা অলঙ্কার,
ইহারা শ্রমের সাক্ষ্য দিতেছে অপার;
প্রয়োজন থালা ঘটি বাটী অতিশয়,
বিনা পরিশ্রমে উহা কদাচ না হয়;
শ্রমবলে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া,
আমাদের মাতৃভূমি নিয়েছে কাড়িয়া;
শ্রমশাল বণিকেরা চড়ি জাহাজেতে,
নানাবিধ বস্তু আনে নানাদেশ হতে;
যে কুশল হয় তাতে দেশের অশেষ,
না পারি বর্ণিতে তাহা করিয়া বিশেষ;
পরিশ্রমে শরীরের বৃদ্ধি হয় বল,
শ্রমহীন দেহ যায় হইয়া বিকল;
বলা নাহি যায় এতে হয় যত সুখ,
অতএব শ্রমে কেহ হওনা বিমুখ;
দেখ সবে মৌমাছিরা শ্রম করে কত,
সারাদিন ফুলে ফুলে ভ্রমে অবিরত;
প্রভাতেতে যেয়েতারা ফুলেরবাগানে
ফুলের উপরে বসে গুণ গুণ গানে;
এক পুষ্প হতে বসে অন্য পুষ্পোপরে,
যদবধি ভানু থাকে গগন উপরে;
এইরূপে সবে তারা ভ্রমে সব দিন,
তথাপিও পরিশ্রমে নাহি হয় ক্ষীণ;
সবে মিলে করে বাসা নামে মধুক্রম,
মানবের সাধ্যাতীত অতি মনোরম;
মন দিয়া দেখ সবে মক্ষিকার কায,
ইহাতে কি তোমাদের নাহি হয় লাজ
ক্ষুদ্র প্রাণি মক্ষী হতে উপদেশ লও,
কেন সবে মিছামিছি সময় কাটাও;

শ্রীমতী কামিনী দেবী।

খাঁটুরা।

নূতন সংবাদ।

১ম। বিগত ৭ চৈত্র বম্বের "প্রার্থনা সমাজের" সাম্বৎসরিক ইৎসব উপলক্ষে কতিপয় হিন্দুমহিলা সমস্বরে ব্রহ্মসঙ্গীভ গান করিয়াছিলেন। সমাজস্থ ব্রাহ্মগণ কেবল তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার সঙ্গী-ভ্রাতা ঐ সমাজে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতি ভ্রাতৃভাবোচিত অভ্যর্থনা এবং সমাদর প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং কতিপয় বাঙ্গালা ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়াছিল। বম্বে বাসিনী মহিলাগণকে অনেক সৎবিষয়ে অগ্রসর হইতে শুনা যাইতেছে। এখানকার ব্রাহ্মিকাদিগকেও ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতে দেখা যায় কিন্তু অনেকে চিরাভ্যাসবশতঃ এরূপ সদ্বিষয় সকলেও অধিক লজ্জা প্রকাশ করেন।

২য়। বিজয়ন গ্রামের মহারাজ মান্দ্রাজস্থ হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে মাসিক ১০০০ টাকা দান অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৩য়। বোম্বাইয়ের গোকুলদাস তেজপাল একটী দেশীয় সাধারণ হাসপাতাল নির্ম্মাণের নিমিত্ত সার্দ্ধ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

৪র্থ। মিস্ ফুলার নাম্নী জনৈক ইউরোপীয়া পঞ্জাবের বালিকা বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়িকার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৫ম। পাইওনিয়র নামক সংবাদ পত্র বলেন, অযোধ্যায় একটী ব্রাহ্মণের পরিবার, ভগবদ্গীতার গান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রাহ্মণ স্বয়ং তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার ১৬ বৎসরের এক পুত্র এবং একটী ১৮ বৎসরের ও একটী ৮ বৎসরের কন্যা মিলিয়া গান করিতে থাকে। ভগবদ্গীতার ১৮০০০ কবিতা তাহাদের মুখস্থ আছে। সে দিনে ফাইজাবাদে উহাদের গান হয়। ঐ গান সাত দিন ধরিয়া হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ। হিন্দুপ্রকাশ নামক সংবাদ পত্র বলেন, পুনা হাইস্কুলের এক জন দেশীয় শিক্ষকের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া আপনি কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সোমপ্রকাশ বলেন কযেক বৎসর হইল কাঁচড়াপাড়ায় একটী বালিকা এই প্রকার তাহার স্বামীকে তুলসীতলায় লইয়া যাইতে দেখিবামাত্র গঙ্গায় ঝাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। এই রূপ স্ত্রীদিগের অসাধারণ পতিভক্তি এবং বিশুদ্ধ প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু এরূপে আত্মহত্যার পাপে পতিত হওয়া অনুচিত।

বাঘআঁচড়া গ্রামের ব্রাহ্মবিবাহ।

৭ম। গত ২৭ ফাল্গুন সোমবার শান্তিপুর নিবাসী ব্রাহ্ম শ্রীযুত কিশোরী মোহন মৈত্রেয় পুত্র শ্রীযুত রাধিকা প্রসাদ মৈত্রেয় সহিত বাঘআঁচড়া নিবাসী মৃত সাতকড়ি মল্লিকের পুত্রী শ্রীমতী বসন্ত কুমারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটীর বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ। বর কন্যার ইচ্ছা ও সম্মতি ক্রমে এই বিবাহ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

৮ম। এইবিবাহটী দ্বারা বঙ্গদেশের কিরূপ একটী শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল বোধকরি আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকে তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

এইরূপ একটী বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে মুসলমান রাজা দিগের অধিকার সময় একদা একটী ব্রাহ্মণ নবাবের খানার আস্রাণ গ্রহণ করাতে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক তিনি এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণগণ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা স্থানান্তরিত হইয়া পিরালী নামে খ্যাত হয়। বোধ করি তোমরা কেহ কেহ কলিকাতার পিরিলিদিগের নাম শুনিয়া থাকিবে। পিরালীরা সেই সমাজচ্যুত ব্রাহ্মণ বংশজাত। আমরা উপরে যে বাঘআঁচড়াস্থ মল্লিকদিগের কন্যার বিবাহের সংবাদ উল্লেখ করিলাম তাঁহারাও কলিকাতাস্থ ঠাকুর উপাধিধারী পিরিলিদিগের সহিত এক বংশজাত। বাঘআঁচড়াস্থ পিরালীদিগের অবস্থা অতিশয় মন্দ হওয়ায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজের মধ্যে অতিশয় নীচ ও হেয় হইয়াছিলেন।

কিছু দিন হইল তাঁহাদিগের মধ্যে এককালে ৪২ ঘর পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহাতে আপনাদের সর্ব্বাংশে উন্নতি হয় তজ্জন্য যত্নশীল হইয়াছেন। সকলেই স্ব স্ব বালক বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং স্ত্রীপুরুষদিগের বিদ্যাধর্ম্মের উন্নতির জন্যও সদুপায় সকল গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ বাঘআঁচড়াস্থ পিরালী পরিবারগণ যেরূপ নূতন ভাব ধারণ করিয়াছেন, হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই তাহা দর্শন করিয়া আনন্দিত